আমাদের শাসক যদি এমন হত

আমীরুল মোমেনীন

হযরত আলী (রা.)

"যে জ্ঞানে মানুষ কখনো উপকৃত হয়না, সে জ্ঞানে কোন লাভ নেই এবং জ্ঞান যদি কাজে না লাগে, তাহলে তা অর্জন করা মোটেই সংগত নয়।"

আমাদের শাসক যদি এমন হত

মূল

আমীরুল মোমেনীন হযরত আলী (রাঃ)

সংকলন ও সম্পাদনা বিশ্লেষণ

আহমদ শামস

রিমঝিম প্রকাশনী

বুক্স এণ্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স

তৃতীয় তলা দোকান নং-৩০৯

৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মোবাইল ঃ ০১৭৩৯-২৩৯০৩৯, ০১৫৫৩৬২৩১৯৮

পরিবেশক

প্রফেসরস পাবলিকেশন্স

৪৩৫/ক, ওয়ারলেস রেলগেইট, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মোবাইল ঃ ০১৭১১১২৮৫৮৬

প্রফেসরস বুক কর্ণার

১৯১, ওয়ারলেস রেলগেইট, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মোবাইল ঃ ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪

www.pathagar.com

প্রকাশক ঃ
আবদুল কুদ্দুস সাদী
রিমঝিম প্রকাশনী
৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশকাল ঃ
প্রথম প্রকাশ ঃ এপ্রিল ২০১০ ইং

গ্রন্থ স্বত্ব ঃ প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

বর্ণবিন্যাস ঃ
জবা কম্পিউটার
বুকস্ এণ্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স
৪৫, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল ঃ ০১১৯১২৮৭৪৭০

প্রচ্ছদ ঃ মশিউর রহমান

মুদ্রণে ঃ
আল-ফয়সাল প্রিন্টার্স
৩৪, শ্রীশদাস লেন
ঢাকা-১১০০

মূল্য ঃ ৮০.০০ টাকা মাত্র।

ISBN : 974-984-8812-009

Published by Abdul Kuddus Sadi, Rimzim Prokashoni, Banglabazar. Dhaka—1100

www.pathagar.com

আমাদের কথা

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানীর রাহীম!

আলোচ্য পুস্তকটি আমীরুল মোমেনীন হযরত আলী ইবনে আবু তালেব (রা)-এর বিভিন্ন সময়ে উপদেশ সম্পর্কিত কর্মসমূহেরই সমষ্টিরই সংকলন। গ্রন্থের প্রথমার্ধে রয়েছে তাঁর সন্তান সম্পর্কিত নসীতনামা। যদিও এটি নিজ সন্তান সম্পর্কিত তবুও এর বিষয়বস্তু সমগ্র মানুষের জন্য প্রযোজ্য। একজন পিতা তার সন্তানকে কিভাবে জীবন চলার পথে পথ নির্দেশদান করবে এর দিক-নির্দেশনা। যে কেউ অনুসরণ করলে সেই এতে প্রভাবিত না হয়ে পারবে না।

দ্বিতীয়টি রাষ্ট্র পরিচালনা সংক্রান্ত। একজন শাসক কিবাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে সে দিক-নির্দেশনাগুলো আজকের শাসকেরা যদি অনুসরণ করেন তাহলে সমাজ এবং রাষ্ট্রে যে ভয়াবহ অবক্ষয় দেখা দিয়েছে–সেটা যে প্রতিহত হবে একথা জোর দিয়েই বলা যায়। তাই গ্রন্থটি প্রত্যেকের ঘরে ঘরে রাখা প্রয়োজন। সব কথাই এখানে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থটি আকারে ছোট হলে এতে রয়েছে প্রচুর চিন্তা-ভাবনার উপদেশ। তরুণ উদীয়মান প্রতিভা আবদুল কুদ্দুস সাদী গ্রন্থটি প্রকাশের উদ্যোগ নিয়ে সামাজিক কর্মকান্ডে যে অবদান সৃষ্টি করেছে এর জন্য তাঁকে মোকারকবাদ জানাই এবং মহান আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে ইহ্ ও পরকালে যেন সাফল্যমন্ডিত করেন এবং এর সাথে যারা সংশ্লিষ্ট রয়েছেন তাঁদেরকেও।

বিনীত–

আহমদ শাম্‌স

ঢাকা–

২২.৪.২০১০ ইং

www.pathagar.com

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নিজ পুত্রের প্রতি পিতার উপদেশাবলী

এ চিঠিখানা লিখছে এমন একজন পিতা, যে (শীঘ্রই) মৃত্যুবরণ করতে যাচ্ছে,যে ব্যক্তি যুগের সমস্ত দুঃখ-কষ্টকে স্বীকার করে নিয়েছে, যে মানুষটি জীবন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, সময়ের আবর্তে সংকট ও দুর্যোগের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, দুনিয়ার যাবতীয় পাপ ও দুষ্কর্ম উপলব্ধি করতে পেরেছে, যে মরণশীল মানুষের মাঝে অবস্থান করছে এবং যে কোন সময় তাদের ছেড়ে চলে যেতে পারে। সে তার পুত্রের কাছে এমনই এক জিনিসের আকাংখা করছে, যা তার পাওয়ার কথা নয়, যে মৃতদের পথ ধরে এগিয়ে চলেছে, যে বিভিন্ন রোগ-যন্ত্রণার শিকার হয়েছে, বিভিন্ন দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনায় এবং সমস্যায় জড়িত হয়ে গেছে, যে পরিণত হয়েছে বিভিন্ন দুঃখ-কষ্টের লক্ষ্যস্থলে, যে মানুষটি দুনিয়ার গোলাম, যে পার্থিব ছলনার সওদা করছে, যে ইচ্ছা-আকাংক্ষার কাছে ঋণে আবদ্ধ হয়েছে, যে মরণশীলতার হাতে বন্দীত্ব বরণ করেছে, যে উদ্বেগ ও ঝামেলার মিত্র, দুঃখ-শোকের পরশী, নিদারুণ বেদনা ও চরম দুর্দশার শিকার, যে ইচ্ছা-আকাংক্ষার হাতে ক্রমান্বয়েই পরাজয় বরণ করেছে এবং মৃতদের উত্তরাধিকারী হয়েছে।

অতএব হে আমার প্রিয় পুত্র! এখন তোমার জানা উচিত যে, দুনিয়া আমার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, সময় আমার উপর অনবরতই হামলা চালাচ্ছে এবং পরকাল আমার দিকে তড়িত গতিতে ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হচ্ছে। এসব কিছু থেকে আমি যা কিছু শিখে উপলবব্ধি করেছি, তা আমাকে নিজেকে ছাড়া আর অন্য কাউকে স্মরণ রাখা বা অন্য কারো সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা থেকে বিরত রেখেছে। কিন্তু যখনই আমি অন্যের দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনাকে বাদ দিয়ে আপন উদ্বিগ্নতা ও ঝামেলায় নিমগ্ন হয়ে গেলাম, তখনই আমার 'আকল' আমাকে বাঁচিয়ে দিল এবং ইচ্ছা-বাসনার হাত থেকে আমাকে রক্ষা করল। 'আকল' আমার কাছে

www.pathagar.com

যাবতীয় বিষয়াবলী সুস্পষ্ট করে তুলল এবং চালাকি বা কুট-কৌশলমুক্ত ঐকান্তিকতা ও আন্তরিকতা সৃষ্টি করল আমার মধ্যে আর আমাকে চালিত করল মিথ্যার কলুষমুক্ত সত্যের পথ সন্ধানে।

হে আমার প্রিয় পুত্র! তুমি আমার সত্তারই একটি অংশ, বরং তোমাতেই আমি আমার সমগ্র অস্তিত্বকেই যেন অনুভব করি। এ অনুভূতি আমার এতই প্রবল যে, যদি তোমার উপর কোন কিছু বিপদাপদ আপতিত হয়, তাহলে সেটা যেন মনে হয়, আমার উপরই আপতিত হল। তোমার মৃত্যু যেন আমারই মৃত্যু। ফলে, আমার বিষয়-আশয় আমার কাছে যেমন গুরুত্বপূর্ণ তোমার বিষয়াদিও আমার কাছে তেমনিই গুরুত্বের দাবিদার। কাজেই তোমার কাছে আমার এ নসীহতনামা, আসলেই সাহায্যের একটি হাতিয়ার মাত্র। এটা তোমাকে সাহায্য করবে আমার জীবিতাবস্থায় অথবা আমি না থাকলেও। (অর্থাৎ আমার এ দিক-নির্দেশনা সম্পন্ন উপদেশগুলো আমার মৃত্যুর পরও তোমাকে পথ-প্রদর্শন করবে।)

হে আমার প্রিয় পুত্র! আমি (অন্তরের অন্তরস্থল থেকে) তোমাকে নসীহত করছি, সর্ব অবস্থায় সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ্‌কে ভয় কর, আমি উপদেশ প্রদান করছি, তাঁর হুকুম-আহকাম মেনে চল, তাঁর যিকর দিয়ে তোমার হৃদয়কে ভরে তোল এবং আশা-ভরসায় তাঁর প্রতি সুদৃঢ়ভাবে অনুরক্ত থাক, মহান দয়ালু আল্লাহ্‌র সাথে তোমার যে সম্পর্ক রয়েছে এর চাইতে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য আর কোন সম্পর্কই (পৃথিবীতে) হতে পারে না। তবে শর্ত হচ্ছে, এটা তোমাকে সর্ববস্থায় অবশ্যই বজায় রাখতে হবে। মহান আল্লাহ্‌র বাণী প্রচার করে হৃদয়কে উজ্জীবিত কর। আত্মোৎসর্গের মাধ্যমে তাকে বিলীন করে দাও, সুদৃঢ় ঈমান দিয়ে কর শক্তিশালী, প্রজ্ঞায় কর আলোকিত, আর মৃত্যুকে স্মরণ করে রাখ বিনীত। তোমার হৃদয়কে মানুষের মরণশীলতায় বিশ্বাসী হতে দাও, একে দেখতে দাও চলমান এ দুনিয়ার দুর্দৈব-দুর্দশা, সময় ও কালের যিনি নিয়ন্ত্রক, তোমার হৃদয় তাঁকে ভয় করতে শিখুক, দিন-রাতের আবর্তনের মাঝে বিভিন্ন পরিবর্তনের কঠোরতাকে সে অনুধাবন করতে শিখুক। বিগত যুগের লোকদের ঘটনাবলী এর সামনে উপস্থাপন কর, তোমার পূর্বে এ ধরণীতে যারা বসবাস করেছিল তাদের ভাগ্যে এখন কি ঘটেছে, তোমার হৃদয় তা স্মরণ করুক। অতীত মানুষের জনপদ, শহর ও ধ্বংস স্তুপগুলো একবার ঘুরে দেখ। এরপর দেখবে তারা বর্তমানে কি করেছে, কোন কাজ ছেড়ে দিয়ে

www.pathagar.com

তারা এখন বিদায় নিয়ে কোথায় তারা গিয়েছে এবং কোথায় তারা অবস্থান করছে। তুমি বুঝতে পারবে তারা (অতীত কালের লোকজন) তাদের বন্ধুদের ছেড়ে চলে গিয়েছে এবং বর্তমানে একাকীই অবস্থান করছে। তুমিও শীঘ্রই তাদেরই মতই একজন হয়ে যাবে। অতএব তোমার পরবর্তী অবস্থানের জন্য প্রস্তুতি নাও এবং এ দুনিয়ার জীবনের বিনিময়ে কখনো পরকালের জীবনকে বিক্রি করে ধ্বংস করবে না। (একমাত্র মহান আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান মোতাবেক জীবন-যাপন করে মৃত্যুবরণ কর।)

হে আমার প্রিয় পুত্র! তুমি যা জান না, তা নিয়ে আলাপ করবে না এবং যে বিষয়ের সাথে তোমার কোন সম্পর্ক নেই, সে সম্পর্কে কোন কথাই বলবে না। যে পথে চললে তুমি পথভ্রষ্ট হতে পার বলে মনে সন্দেহ হয়, তা থেকে সর্বদাই দূরে থাক। কারণ, বিপদে পা দেয়ার চাইতে বিপথে যাবার আশঙ্কায় পথ না চলাই উত্তম। অন্যদের ভাল কাজ করার জন্য সর্বদাই উদ্বুদ্ধ কর, তাহলে তুমিও সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে। অন্যদের মন্দ কাজ থেকে নিবৃত্ত কর, তোমার কথা ও কাজের মাধ্যমে এবং যারা দুষ্কর্মে লিপ্ত তাদের যথাসাধ্য বাধা দাও। মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশের ব্যাপারে কোন ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনাকে তুমি কখনোই পরোয়া করবে না। সত্যের খাতিরে বিপদের বুকে প্রবল বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়, তা সে যেখানেই হোক না কেন। ধর্মীয় আইনের অন্তর্মূলে অনুপ্রবেশ কর। কষ্টসহিষ্ণু হতে চেষ্টা কর, কারণ সত্যের জন্য কষ্ট স্বীকারের মধ্যেই রয়েছে মানব জীবনের সর্বোত্তম চরিত্রের পরিচয়। তোমার সকল ব্যাপারেই নিজেকে মহান দয়ালু আল্লাহ্‌র কাছে সমর্পণ কর। কারণ, একমাত্র এ পথেই তুমি একটি নিরাপদ আশ্রয় ও শক্তিশালী আশ্রয়দাতাকে খুঁজে পাবে। যদি কিছু পেতে চাও, তাহলে শুধু তোমার দয়ালু প্রভুর কাছেই প্রার্থনা করবে, যাঞ্চা করবে, কারণ, দান করার ও বঞ্চিত করার সব ব্যবস্থাই তাঁরই কুদরতী হাতে ন্যস্ত। মহান দয়ালু আল্লাহ্‌র কাছে যত বেশি পার উত্তম জিনিস চাও। আমার নসীহত বুঝতে চেষ্টা কর, মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে চলে যেওনা বা অমনোযোগীতার চেষ্টা করনা। কারণ, সবচেয়ে ভাল কথা তাই, যা মানুষের উপকারে আসে। জেনে রাখ, যে জ্ঞানে মানুষ কখনো উপকৃত হয় না, সে জ্ঞানে কোন লাভ নেই এবং জ্ঞান যদি কাজে না লাগে, তাহলে তা অর্জন করা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। (অর্থাৎ উত্তম কাজেই জ্ঞানার্জন কর আর অকল্যাণকর বিষয়গুলো পরিহার কর।)

www.pathagar.com

হে আমার প্রিয় পুত্র, যখন আমি বুঝতে পারলাম যে, আমার বয়স ক্রমান্বয়েই বেড়ে যাচ্ছে আর শারীরিক দুর্বলতাও ক্রমান্বয়েই বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখনই আমি দ্রুত তোমার জন্য এ উইল তৈরি করার কাজে প্রবৃত্ত হলাম। আমি উইলের গুরুত্বপূর্ণ প্রধান প্রধান বিষয়গুলো যথাসম্ভব লিখে ফেললাম, যাতে করে আমার অন্তরে লালিত চিন্তাধারা তোমাকে গড়ে তোলার ব্যাপারে যা কিছু আছে তা তোমার কাছে প্রকাশ করার আগেই আমি যেন মৃত্যুমুখে পতিত না হই। অথবা যাতে আমার দেহের ন্যায় আমার মনও জরাগ্রস্ত হয়ে না পড়ে অথবা দুনিয়ার কামনা-বাসনা প্রলোভনের অপশক্তিগুলো বা দুর্দশা-দুর্ভাগ্য তোমাকে একটি একগুঁয়ে জেদী উটের ন্যায় কাবু না করে ফেলে। এটা সুনিশ্চিত যে, একটি যুবকের হৃদয় যেন অকর্ষিত ভূমি। এতে তুমি যা কিছুই ছড়িয়ে দাও না কেন, সে তা গ্রহণ করবেই। এ কারণেই তোমার হৃদয় কঠিন হয়ে যাবার আগে এবং তোমার মন অন্যদিকে ব্যস্ত থাকার পূর্বেই আমি তোমাকে সঠিকভাবে গড়ে তোলার জন্য অগ্রসর হয়েছি, যাতে করে তুমি তোমার বুদ্ধি দিয়ে অন্যদের অভিজ্ঞতার ফলাফল গ্রহণ করতে পার এবং এসব অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে নিজেকে বাঁচাতে পার। আর এভাবেই তুমি এসব অভিজ্ঞতা লাভজনিত কষ্ট এবং বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অসুবিধা এড়িয়ে চলতে পারবে আর এমনিভাবেই আমাদের অভিজ্ঞতাও তুমি জানতে পারবে এবং আমরা যেসব ব্যাপারে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারিনি, তাও তোমার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে যাবে।

হে আমার প্রিয় পুত্র! আমার পূর্ববর্তীরা বয়সের যে স্তরে পৌঁছেছিলেন, যদিও আমি এখনও সে পর্যায়ে পৌঁছিনি, তবুও আমি তাঁদের আচার-আচরণ, গতিবিধি, ব্যবহার লক্ষ্য করেছি এবং তাঁদের জীবনের বিভিন্ন দিক ও ঘটনা প্রবাহের ওপর নিবিষ্টভাবে চিন্তা-ভাবনা করেছি। আমি তাঁদের ধ্বংসস্তুপগুলোর মধ্য দিয়ে পথ চলেছি যেন তাঁদেরই মত একজন হয়ে। বস্তুত এতে তাঁদের যেসব বিষয় সম্পর্কে আমি অবগত হয়েছিলাম, সেগুলো এমনভাবেই জেনে নিয়েছিলাম, মনে হয় যেন আমি নিজেই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁদের সাথেই বসবাস করেছি। আর এ কারণেই আমার পক্ষে অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতাকে এবং ক্ষতি থেকে উপকারকে পৃথক করা সম্ভবপর হয়েছে।

হে আমার প্রিয় পুত্র! এখন আমি সর্বোত্তম বিষয়গুলো তোমার জন্য যাচাই-বাছাই করে এর মধ্যে সুন্দর ও কল্যাণমূলক বক্তব্যগুলো সংগ্রহ

www.pathagar.com

করেছি এবং আজেবাজে বা অপ্রয়োজনীয় কথা ও বিষয় বাদ দিয়েছি। যেহেতু আমি তোমার জন্য চিন্তা-ভাবনা করি, যেমন জীবিতপিতা তার সন্তানের জন্য করে থাকে এবং যেহেতু তোমাকে শিক্ষাদান করাই আমার একমাত্র লক্ষ্য,সেহেতু আমিও ভেবে দেখলাম যে, এ উপদেশ তখনই তোমাকে দেয়া উচিত, যখন তুমি বয়োপ্রাপ্ত হচ্ছ, বিশ্বমঞ্চে সবেমাত্র তোমার আবির্ভাব হয়েছে, যখন তোমার উদ্দেশ্য বা নিয়ত থাকছে সৎ এবং তোমার অন্তর থাকছে পবিত্র। অতএব আমি আরো চিন্তা করে দেখলাম, এ কাজ আমাকে প্রথমেই শুরু করতে হবে সর্ব প্রথম সকল শক্তিমান ও মহিমান্বিত আল্লাহ্ তায়ালার কিতাব, তাফসীর, ইসলামী আইন ও আহকামে দ্বীনের বৈধ ও অবৈধ বিষয়াবলী শিক্ষাদানের মাধ্যমে। অতএব, আমি চিন্তা করলাম এর চাইতে বেশি অগ্রসর হওয়া আমার পক্ষে মোটেই উচিত নয়। এরপর আমার ভয় হল, পরবর্তীতে অন্যান্য লোকজনের ন্যায় কামনা-বাসনা ও মতপার্থক্যের কারণে তোমাকে বিভ্রান্ত করাটাও আমি মোটেই পছন্দ করি না, তবুও তোমাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা উচিত বলে আমি মনে করি। অতএব, আমি আশা করি সুমহান দয়ালু আল্লাহ্ তায়ালা তোমাকে সকল অবস্থায় সরল, অকপট ও ন্যায়পরায়ণ থাকার তওফিক প্রদান করবেন এবং স্থির সংকল্পে ও দৃঢ়তায় সুপথে পরিচালিত করবেন। এসব চিন্তা-ভাবনার ফলশ্রুতিতেই আমি তোমার জন্য এ উইল বা নসীহতনামা লিখে রেখে দিলাম।

হে আমার প্রিয় পুত্র! একথা ভালভাবেই জেনে রাখ, আমার এ উইল থেকে সর্ব প্রথম যে বিষয়টি তুমি আন্তরিকভাবে গ্রহণ করবে বলে আমি আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে কামনা করি, তা হচ্ছে, সর্ব অবস্থায় মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহ্কে ভয় কর, তিনি তোমার জন্য যা বাধ্যতামূলক করেছেন এর মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখ এবং তোমার পূর্ব-পুরুষ ও পরিবারের ধার্মিক ব্যক্তিদের কার্যকলাপ অনুসরণ কর। কারণ, তুমি কোন ব্যাপারে সুনিশ্চিত হওয়ার জন্য যেমন সব কিছুই পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা বিচার-বিশ্লেষণ কর, তাঁরাও ঠিক তেমনি নিজেদের ব্যাপারেও পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা বিচার-বিশ্লেষণের কাজ করা থেকে পিছিয়ে থাকেননি। অতএব, তুমি নিজের বিষয়-আশয় সম্পর্কে যেভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে পছন্দ কর, তাঁরাও নিজেদের ব্যাপারে ঠিক তেমনিভাবেই করতেন। এরপর এ চিন্তা-ভাবনাই জ্ঞাত দায়িত্ব পালনে তাঁদের উদ্বুদ্ধ করেছে এবং যা বাঞ্ছনীয় নয়, তা করা থেকে তাঁদের নিবৃত্ত রেখেছে। তাঁদের মত জ্ঞান

www.pathagar.com

অর্জন না করা পর্যন্ত যদি তোমার হৃদয় এটা গ্রহণ করতে রাজী না হয়, তাহলে সন্দেহের মধ্যে জড়িত না হয়ে বরং উপলব্ধি ও শেখার মাধ্যমেই তা তোমার অনুসন্ধানে পরিচালিত হওয়া উচিত বলে আমি মনে-প্রাণেই বিশ্বাস করি।

হে আমার প্রিয় পুত্র! এ বিষয় অনুসন্ধান শুরু করার প্রারম্ভেই তোমার উচিত, মহান দয়ালু আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনা করা, তাঁর কাছে এর জন্য যোগ্যতা ভিক্ষা করা এবং যা কিছু তোমার সন্দেহের আবর্তে নিক্ষেপ করে ও গোমরাহের দিকে ঠেলে দেয় তা থেকে নিজেকে দূরে রাখা। যখন তুমি নিশ্চিত যে, তোমার অন্তর পরিষ্কার, তুমি বিনীত, তোমার চিন্তাধারা সুসংহত এবং এ একটিমাত্র বিষয়কে কেন্দ্র করেই তোমার চিন্তাধারা আবর্তিত হচ্ছে, তখনই তুমি আমার এসব কথার মর্ম উপলব্ধি করতে পারবে। কিন্তু তুমি যদি এক্ষেত্রে কাংক্ষিত পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা অর্জন করতে না পার এবং সে চিন্তাধারা তোমার মধ্যে সৃষ্টি করতে না পার, তাহলে জেনে রাখ, তুমি শুধু একটি অন্ধ উষ্ট্রীর ন্যায় মাটিতে সজোরে পদাঘাত করেই যাচ্ছ এর বেশি আর কিছু নয় এবং এতে ক্রমান্বয়েই অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে যাচ্ছ। অথচ মহান আল্লাহ্‌র দ্বীনের প্রেমিক কখনো অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ায় না বা বিশৃংখলা সৃষ্টি করে না। অতএব, বিষয়টি এড়িয়ে চলাই তোমার জন্য সর্বোত্তম কাজ বলে বিবেচিত হবে।

হে আমার প্রিয় পুত্র, আমার নসীহতের প্রতি উত্তমরূপে লক্ষ্য কর। মনে রাখ, যিনি মৃত্যুর মালিক, জীবনের প্রভুও তিনি, স্রষ্টা যিনি, মৃত্যুও ঘটান তিনিই, যিনি ধ্বংস করেন, তিনিই পুনর্জীবন দান করেন। রোগব্যাধি যিনি দেন, তিনিই তা নিরাময় করেন। এ পৃথিবী এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে, যেমনটি মহান আল্লাহ্ চেয়েছেন, তাঁর আনন্দ-সুখ, পরীক্ষা, কিয়ামত দিনের পুরস্কার আর অনেক কিছু, যা তিনি ইচ্ছা করেন এবং যা তোমার জানা নেই–এসব কিছু নিয়ে। আমার উপদেশের কোন কথা যদি তুমি বুঝতে না পার তাহলে এর জন্য তোমার অজ্ঞতাই দায়ী হবে। কেননা, যখন তোমার দেখার ব্যাপারে দৃষ্টিশক্তিকে বিমূঢ় করে দেয়, তোমার দুটি চোখকে করে দেয় অবাক এবং এর পরই তুমি সত্যিকার অর্থে সেগুলো দেখতে পাও। সুতরাং যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, আহার দিয়েছেন এবং তোমাকে একটি সুশৃংখল জীবনের মধ্যে স্থাপিত করেছেন, তাঁর প্রতি অনুরক্ত হও, আসক্ত হও। তোমার ইবাদত তাঁর জন্যই নিবেদিত হওয়া উচিত, তোমার আকুলতা-ব্যাকুলতা সবই তাঁর জন্য এবং তোমার ভয়-ভীতি সবই তাঁকেই কেন্দ্র করে করা উচিত।

www.pathagar.com

হে আমার প্রিয় পুত্র! জেনে রাখ মহাসম্মানিত মহান আল্লাহ্‌র নবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ) যেভাবে মহান আল্লাহ্‌র পয়গাম লাভ করেছেন তেমনটি আর কেউ পান নি। সুতরাং তাঁকেই তুমি তোমার একমাত্র মুক্তির অগ্রদূত, নেতারূপে বরণ কর। অবশ্যই আমি তোমাকে এসব উপদেশ দিয়ে যাব, এ ব্যাপারে আমার চেষ্টার কোন ত্রুটিই থাকবে না। এটা সত্য যে, তুমি শত চেষ্টা করলেও তোমার কল্যাণ সাধনের জন্য আমার যে অন্তদৃষ্টি রয়েছে তা তোমার মধ্যে কখনো সৃষ্টি করতে পারবে না।

হে আমার প্রিয় পুত্র! তুমি জেনে রাখ, তোমার প্রভুর যদি কোন শরীক থাকত তাহলে তার তথাকথিত নবী-রাসূল তোমার কাছে আসত। তখন তুমিও তার কর্তৃত্ব, ক্ষমতার নিদর্শন এবং কার্যকলাপ ও গুণাবলী প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেতে। কিন্তু কর্তৃত্ব ও আধিপত্য কেউ বাগড়া দিতে পারে না। আদি থেকে অনন্তকাল ধরে তিনি আছেন এবং থাকবেন। (এ পৃথিবী ধ্বংসশীল একমাত্র তোমার মহিমান্বিত প্রভুর অস্তিত্ব চিরস্থায়ী। (আল-কুরআন) তাঁর অস্তিত্ব সবার আগে অথচ তাঁর কোন সূচনা নেই। সব কিছুর সমাপ্তির পরও তিনি থাকবেন অথচ তাঁর কোন সমাপ্তিই নেই। এতই সুমহান সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে তিনি সমাসীন যে, তাঁর অস্তিত্ব কারো অন্তর্লোকে বা দৃষ্টির পরিমণ্ডলে প্রমাণিত হওয়ায় অপেক্ষাই রাখে না। এসব কিছুই যখন তুমি উপলব্ধি করতে পারবে তখন তোমার জানা উচিত সে ব্যক্তির ন্যায় কর্তব্য সম্পাদন করা, যে তোমার মতই নগণ্য মর্যাদার অধিকারী, যার কোন কর্তৃত্ব বা আধিপত্য নেই, যার অসামর্থ বা অযোগ্যতা ক্রমেই বাড়ছে এবং মহান আল্লাহ্‌র সাহায্য যার একান্তই প্রয়োজন। কারণ, মহান দয়ালু আল্লাহ্‌র আদেশ-নির্দেশ সে তো শুধু ন্যায়ের জন্যই এবং তাঁর নিষেধ সে তো শুধু তোমাকে পাপ পথ থেকে সুরক্ষা করার জন্যই।

অতএব, হে আমার প্রিয় পুত্র! আমি তোমাকে চলমান পৃথিবীর অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করেছি, এর সামগ্রিক অবস্থা, পতন ও সমাপ্তি সম্পর্কে তোমাকে জানিয়েছি, পরকাল এবং সেখানে মানুষের জন্য কি কি রক্ষিত আছে তাও তোমাকে জ্ঞাত করেছি। আমি তোমার কাছে পুরাকালের কাহিনীসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করেছি, যাতে করে তুমি এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পার, অনুপ্রেরণা লাভ করে তদানুযায়ী জীবনে আমল করতে পার। যাঁরা এ পৃথিবীকে বুঝতে পেরেছেন তাঁদের তুলনা করা যেতে

www.pathagar.com

পারে, এমন একদল পথিকের সাথে, যাঁরা খরা-প্রপীড়িত এলাকার উপর বিতৃষ্ণ হয়ে সবুজ বৃক্ষরাজী শোভিত ও ফল-সমৃদ্ধ অঞ্চলের দিকে যাত্রা শুরু করে। এরপর তাঁরা সে প্রাচুর্যের দেশে তাঁদের গন্তব্যস্থলে পৌছার জন্য পথের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট, বন্ধু-বান্ধবের বিচ্ছেদ এবং সফরের সমস্ত বিপদাপদ সহ্য করে এবং অস্বাস্থ্যকর খাদ্য গ্রহণ করে। এতে দেখা যায় এসব কাজে তাঁরা কোন দুঃখ-কষ্টই অনুভব করেন না এবং কোন অর্থব্যয়কে বাজে খরচ বা অপব্যয় বলেই মনে করে না। যা কিছু তাঁদেরকে মনজিলে-মকসুদের কাছাকাছি নিয়ে তাঁদের অবস্থানে পৌছিয়ে দেয়, তা সবই তাঁদের জন্য প্রীতিকর। পৃথিবীতে এর চাইতে সুখকর কোন কিছুই তাঁদের জন্য আর হতে পারে না। এর বিপরীতে দুনিয়ার প্রবঞ্চনায় যাদের ধোঁকায় ফেলেছে, তাদের তুলনা হচ্ছে তাদের মতই, যারা বৃক্ষ শোভিত শস্য-সমৃদ্ধ অঞ্চলে বসবাস করার পর খরা-প্রপীড়িত অঞ্চল অভিমুখে যাত্রা শুরু করল। তাদের জন্য এ সফরের চাইতে বিরক্তিকর আর কোন ব্যাপার আছে কি? যেখানে তারা আছে তা ত্যাগ করে যেতে তাদের ঘৃণা হবে কেমন করে এবং যে স্থান এতই বেশি ভয়ংকর-বিপজ্জনক ও ভয়াবহ সেখানেইবা তারা পৌছবে কি করে?

হে আমার প্রিয় পুত্র! মানুষের সাথে আচার-আচরণ ও লেনদেনের ক্ষেত্রে তুমি নিজেকে মানদণ্ড হিসেবে পেশ কর। তুমি নিজের জন্য যা কামনা কর, অপরের জন্যও সেটাই পছন্দ করবে এবং যা কিছু অপরের জন্য ঘৃণা মনে কর, নিজেও সেটা ঘৃণা করবে। যুলুম করবে না কেননা, তুমি নিজেও চাওনা, অত্যাচারিত হতে। কেউ তোমার উপকার করুক, সেটা যেমন তুমি চাও, তেমনি তুমিও অন্যের উপকার কর। নিজের জন্য যা মন্দ মনে কর, অপরের জন্যও তা মন্দই জ্ঞান করবে। তুমি নিজে অপরের কাছ থেকে যে ধরনের ব্যবহার প্রত্যাশা কর, তাদের সাথেও ঠিক তেমনিই ব্যবহার করবে। যদি সে সম্পর্কে তোমার কিছু জ্ঞান থাকে। তুমি কারো সাথে এমন কোন কথাই বলবে না, যা তোমাকে বলা হলে তুমি নিজেই পছন্দ করবে না।

হে আমার প্রিয় পুত্র! জেনে রাখ, আত্মপ্রশংসা যে কোন কাজের যথার্থতা বিরোধী এবং তা একটি মানসিক সংকট। কাজেই তোমার জীবনের প্রচেষ্টা বাড়িয়ে দাও এবং অন্যের সম্পদের কখনো তত্ত্বাবধায়ক হয়োনা। যেহেতু তুমি সঠিক পথে পরিচালিত হয়েছ, সেহেতু যতদূর সম্ভব

www.pathagar.com

মহান আল্লাহ্‌র সামনে নত হও, হও বিনম্র। (কারো সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণে তত্ত্বাবধায়ক হওয়ার মানে একটা গুরুতর দায়িত্ব বহন করা। এক্ষেত্রে যদি বহন করার ক্ষমতা থাকে তাহলে করতে পার নতুবা পরিণামে সম্পদ ভক্ষণকারীতে পরিণত হবে। কেননা তুমি সঠিক হলেই চলবেনা–তাদের অবস্থা ঠিক তোমার মত নাও হতে পারে। পৃথিবীতে যত কঠিন বিষয় আছে এর মধ্যে দায়িত্ব গ্রহণ একটা গুরুতর বিষয়। অতএব এতে চিন্তা-ভাবনার নির্দেশনা আছে)

হে আমার প্রিয় পুত্র! মনে রাখবে, তোমার সামনে রয়েছে এক সুদীর্ঘ পথপরিক্রমা ও দুঃসহ কষ্ট-যাতনা এবং যা তুমি কোনক্রমেই এড়িয়ে চলতে পারবে না। অতএব, জীবন যাপনের সহায়ক উপকরণ আগে তুমি যোগাড় করে নাও, কিন্তু বোঝা হালকা রাখবে। শক্তির বাইরে তোমার পিঠে বোঝা বহন করবে না, পরবর্তীতে এ বোঝা তোমার আশপাশে এমন সব কিছু গরীব, অভাবী ও নিঃস্ব লোক রয়েছে, যারা শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত তোমার খাতিরে তোমার বোঝা বহন করতে রাজী আছে, তাহলে তুমি সেটাকেই উত্তম সুযোগ বলেই গ্রহণ করবে এবং তাদেরকে সে বোঝা বহন করতে দাও (অর্থাৎ, তোমার ধন-সম্পদ দরিদ্র, অভাবী ও নিঃস্ব লোকদের মধ্যে বিলিয়ে দাও তোমার সাধ্যানুযায়ী অন্যদের সাহায্য কর এবং মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল ও দয়ালু হও)। আর এভাবেই তুমি হিসাব-নিকাশের দিনে (কিয়ামতের দিন) হিসাব-নিকাশ ও কৈফিয়ত দানের ভীষণ দায়-দায়িত্ব ও বাধ্যবাধকতা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারবে। কারণ, সেদিন তোমাকে মহান দয়ালু আল্লাহ্‌র প্রদত্ত যাবতীয় অনুগ্রহের-স্বাস্থ্য, অর্থ-সম্পদ শক্তি ও মর্যাদার পুংখানুপুংখ হিসাব দিতে হবে। এ পথেই তুমি হালকা বোঝার দায়িত্ব ও সজীবতা নিয়ে তোমার সফরের আখেরী মনজিলে পৌছতে পারবে এবং সেখানে পৌছেই তোমার জন্য রক্ষিত উত্তম ব্যবস্থাপনাই দেখতে পাবে (এ পৃথিবীতে মানুষের প্রতি, দায়িত্ব পালন ও কর্তব্য সম্পাদনের পুরস্কারস্বরূপ।) কাজেই যত বেশি বোঝা বহনকারী সংগ্রহ করতে পার, তোমার সাথে নাও (অর্থাৎ অধিকসংখ্যক মহান আল্লাহ্‌র বান্দাহ্‌কে সাহায্য কর, যাতে করে তোমার গুরুতর প্রয়োজনের সময় তাদের তুমি হারিয়ে না ফেল (অর্থাৎ যখন তোমার হিসাব-নিকাশ, ত্রুটি-বিচ্যুতির সাথে সৎ কর্মকে পাল্লায় রেখে ওজন করা হবে, তখন যেন তোমার নেক আমলের পাল্লাই ভারী হয়।) স্মরণ রাখবে, যা কিছু তুমি দান করবে এবং যে সৎ কাজ করবে সেগুলো

www.pathagar.com

হচ্ছে একটি শক্তিশালী ঋণের ন্যায়, তোমার ধন-সম্পদ ও ক্ষমতা এমনভাবেই ব্যবহার করবে, যেন যেদিন তুমি নিঃস্ব ও অসহায় হয়ে পড়বে (শেষ বিচারের দিন) সেদিন এসব কিছুই যেন পুনঃ ফেরত পেতে পার।

হে আমার প্রিয় পুত্র! মনে রাখবে, ভয়াবহ আতঙ্কজনক এক উপত্যকার মধ্য দিয়ে তোমার যাত্রা, সে পথ-পরিক্রমা হবে নিরতিশয় ক্লান্তিকর ও দুঃসহকষ্টদায়ক। এক্ষেত্রে সেদিন যার স্কন্ধে লঘু বোঝা থাকবে সে নিশ্চয়ই গুরুভার বহনকারীর চেয়ে উত্তম হবে। যে দ্রুত চলতে পারবে, তার চলার পথ গুরুভার বহনকারীর তুলনায় অত্যন্ত দ্রুততর হবে। একদিন কিন্তুতোমাকে এ উপত্যকাই অতিক্রম করতে হবে। তোমার পথের শেষ প্রান্তে রয়েছে নিঃসন্দেহে জান্নাত বা জাহান্নাম। সুতরাং, আগেভাবেই সেখানে তোমার জিনিসপত্র পাঠিয়ে দেয়াই হবে বিজ্ঞজনোচিত কাজ, যাতে করে তোমার পৌছার পূর্বেই সেসব জিনিসপত্র (সৎ কর্মসমূহ) সেখানে পৌছে যায়। সেখানে পৌছার আগেই তুমি তোমার অবস্থান স্থল ঠিক করে নাও। এসব কথা অত্যন্ত মনযোগ সহকারে শুনে নাও। মৃত্যুর পর অনুতাপ করার আর কোন সুযোগই থাকবে না এবং তুমি যে অন্যায় অপরাধ করেছ, তা সংশোধন করার জন্য পুনরায় আর পৃথিবীতে ফিরে আসারও কোন সম্ভাবনা থাকবে না। (তাই এ ব্যপারে সচেতন হও।)

অতএব, জেনে রাখ হে আমার প্রিয় পুত্র! আকাশ ও পৃথিবীর সকল সম্পদের মালিক যিনি, তিনিই তোমাকে তাঁর কাছে প্রার্থনা করার অনুমতি দিয়েছেন এবং তোমার প্রার্থনা কবুল করার ওয়াদা করেছেন। তিনি আদেশ করেছেন তাঁর কাছে অনুগ্রহ প্রার্থনা করতে, যাতে করে তিনি তা মঞ্জুর করতে পারেন। তিনি হুকুম করেছেন তাঁর রহমতের ভিখারী হতে, যাতে তিনি তোমার উপর রহমত বর্ষণ করতে পারেন। তিনি তোমার ও তাঁর মাঝখানে এমন কোন প্রহরী মোতায়েন করে রাখেন নি, যে তোমাকে তাঁর কাছ থেকে আড়াল করে রাখতে পারে বা বাধা প্রদান করতে পারে। অথবা তোমার কথা তাঁর কাছে সুপারিশ করার জন্য কাউকে নিযুক্ত করার এক্ষেত্রে প্রয়োজনও নেই। যদি তুমি তোমার কথা থেকে ফিরে যাও, ওয়াদা ভঙ্গ কর অথবা এমন সব কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে যাও, যার জন্য তুমি অতীতে তওবা করেছ, সেজন্য তিনি তোমাকে তাৎক্ষণিকভাবে কোন শাস্তিও প্রদান করবেন না অথবা তোমার প্রতি দয়া বা অনুগ্রহ প্রদর্শনও তাড়াতাড়ি বন্ধ করবেন না এবং তুমি যদি পুনরায় অনুতপ্ত হও সেক্ষেত্রে

www.pathagar.com

তিনি তোমাকে বিদ্রূপও করবেন না বা তোমাকে ত্যাগও করবেন না। যদিও এক্ষেত্রে উভয় ধরনের ব্যবহারই তোমার প্রাপ্য; বরং তিনি তোমার তওবা কবুল করার ব্যাপারে কোন কঠোরতা দেখান না। অপরদিকে অনুতাপ করাকে রহমত থেকে নিরাশও করেন না। আর তিনি অনুতাপ করাকে একটি পুণ্য ও সৎকর্ম হিসেবে ঘোষণা করেছেন। মহান দয়ালু প্রভু ঘোষণা করেছেন যে, তোমার একটি অসৎকর্মকে একটি পাপ হিসেবে গণ্য করা হবে, কিন্তু একটি সৎকর্মকে গণ্য করা হবে দশটি পূণ্যরূপে।

তিনি তোমার জন্য সর্বদাই তওবার দ্বার উন্মুক্ত রেখেছেন। সুতরাং যখনই তুমি তাঁকে ডাক তিনি তা শোনেন। তুমি যখনই তাঁর কাছে মুনাজাত কর, তিনি তা কবুল করেন। অতএব, তুমি তাঁর সামনে আন্তরিকভাবে তোমার প্রয়োজনাদি তুলে ধর, তাঁর সামনে তোমাকে বিনীতভাবে উন্মুক্ত কর, তোমার দুঃখ-বেদনার জন্য তাঁর কাছে ফরিয়াদ কর, তোমার দুঃখ-দুর্দশা অবসানের জন্য তাঁকে কায়মনোবাক্যে ডাক, তোমার বিভিন্ন সমস্যায় তাঁরই সাহায্য প্রার্থনা কর, তুমি তাঁর কাছে সুদীর্ঘ জীবন ও সুস্বাস্থ্য লাভের জন্য মুনাযাত কর, নিবেদন কর তোমার রিযক বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধির জন্য। তাঁর কাছে এমন সব অনুগ্রহ ও দয়া চাও, যা একমাত্র তিনিই দান করতে পারে, আর কেউ নয়। (এ কাজটা খুবই নিবিষ্ট মনে কাকুতি-মিনতিসহ হতে হবে।)

হে আমার প্রিয় পুত্র! এখন চিন্তা করে দেখ, তোমাকে তাঁর কাছে দয়া ও অনুগ্রহ প্রার্থনার সুযোগ দান করে তিনি তোমার হাতে তাঁর ধনভাণ্ডারের চাবি তুলে দিয়েছেন। সুতরাং, যখনই তোমার কোন প্রয়োজন দেখা দেয় তখনই তুমি তাঁর কাছে প্রার্থনা কর, মুনাজাতের মধ্য দিয়ে তাঁর রহমতের দরজা খুলে নাও, যেন অঝোর ধারায় তাঁর অনুগ্রহ তোমার উপর বর্ষিত হয়। কিন্তু, কোন কোন সময় যখন তুমি বুঝতে পার যে, তোমার প্রার্থনা তাৎক্ষণিকভাবেই মঞ্জুর করা হচ্ছে না, তাহলে সে জন্য হতাশ বা অস্থির হয়ো না। কারণ, অধিকাংশ সময়ই প্রার্থনাকরীর নিয়ত ও আসল উদ্দেশ্যের উপরই প্রার্থনা গৃহীত হওয়া নির্ভর করে। কোন কোন সময় বিলম্বেও দোয়া কবুল হয়। কারণ. এতে দয়ালু প্রভু বিলম্বের কারণে প্রার্থনাকারীকে মহত্তর পুরস্কার দানে বিভূষিত করতে চান, তাঁর দয়ার প্রত্যাশীকে করতে চান উত্তম দানে অনুগৃহীত। এমনি করে তুমি যা চাও এর চাইতেও উত্তমদানে তিনি তোমাকে ধন্য করেন। মাঝে মধ্যে তুমি যা চাও, তোমাকে তা দেয়া

www.pathagar.com

হয় না। পরবর্তীতে এর চাইতেও উত্তম জিনিস তোমাকে প্রদান করা হয় অথবা কোন একটি জিনিস তোমার কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হয়, কারণ তোমার বৃহত্তর কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে। দেখা যায়, অনেক সময় তুমি অজ্ঞাতসারেই এমন সব কিছুর জন্যই প্রার্থনা করে থাক যা তোমার জন্য ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াতে পারে। সুতরাং, তোমার আবেদন-নিবেদন তখন যদি কবুল হয় তা হলে চিরকালের জন্য তা তোমার ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কাজেই তোমার অনুরোধ-আবেদন, কাতর প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান হওয়া আসলেই তোমার জন্য এক ছদ্মবেশী রহমত ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু, অধিকাংশ সময় তোমার আবেদন-নিবেদন যদি সত্যিকার অর্থেই দুনিয়া ও আখিরাতে কোন ক্ষতির কারণ না হয়ে থাকে, তাহলে তা হয়ত বিলম্বে কবুল হতে পারে, কিন্তু, এর ফলে তুমি যা চেয়েছ এর চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে লাভ করবে এবং তা তোমার জন্য জীবনে কল্পনাতীত সুফলই বয়ে আনবে। সুতরাং, আল্লাহ্‌র কাছে কোন কিছু প্রার্থনা করার ক্ষেত্রে অবশ্যই তোমাকে খুবই সতর্ক থাকতে হবে। যা কিছু তোমার জন্য প্রকৃত অর্থেই হিতকর, শুধু তুমি এর জন্যেই প্রার্থনা করবে, তুমি যা চাইবে তা যেন ক্ষণিকের জন্য নয় বরং তোমার স্থায়ী কল্যাণে ব্যবহৃত হয় এবং পরিণামে তা যেন ক্ষতিকর না হয়। স্মরণ রাখবে হে আমার প্রিয় পুত্র! ধন-সম্পদ ও ক্ষমতা (যদি তুমি এর জন্যই প্রার্থনা করে থাক) এমন যে, তা সব সময় তোমার সাথে থাকবে না এবং পরকালে এ সবকিছু তোমার ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

হে আমার প্রিয় সন্তান! জেনে রাখ তোমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে আখিরাতের জন্য, এ দুনিয়ার জন্য নয়। তুমি দুনিয়াতে এসেছ শুধু মৃত্যুবরণ করার জন্যই চিরকাল বেঁচে থাকার জন্য নয়। পৃথিবীতে তোমার অবস্থান স্বল্পকাল স্থায়ী। তুমি এমন এক স্থানে অবস্থান করছ, যার মালিক তুমি কখনো নও, এটা এমন এক স্থান যা শেষ পর্যন্ত ধ্বংস ও বিনাশ হয়ে যাবে। তাই এখানে তোমাকে আখিরাতের জন্য নিজেকে তৈরি করার কাজে সব সময় ব্যস্ত রাখবে। এ দুনিয়া হচ্ছে পরজগতে যাবার একটি সেতু পথ মাত্র। আর মৃত্যু তোমাকে অনুসরণ করছেই। এর হাত থেকে তুমি কোনক্রমেই পালিয়ে যেতে পারবে না। মৃত্যুকে এড়িয়ে চলার জন্য তুমি যতই চেষ্টা তদবীর কর না কেন, শীঘ্রই হোক বা বিলম্বেই হোক তা

www.pathagar.com

তোমাকে ধরবেই। সুতরাং হুঁশিয়ার থাক, অসতর্ক ও অপ্রস্তুত অবস্থায় যেন মৃত্যু তোমাকে আক্রমণ করতে না পারে। কারণ, তাহলে অতীতে তুমি যে সমস্ত অপরাধ ও পাপ করেছ এর জন্য অনুতাপ করার এবং যে অন্যায় করেছ তা সংশোধন করার আর কোন সুযোগই পাবে না। এহেন পরিস্থিতিতে তুমি নিজকে ধ্বংস করে ফেলবে। (অর্থাৎ এ দুনিয়ার কর্ম অনুযায়ী ফলাফল জাহান্নামই হবে তোমার আবাস স্থল।)

হে আমার প্রিয় পুত্র! দুনিয়ার মানুষ পাপপূর্ণ জীবনের প্রতি ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি ক্রমান্বয়েই যেভাবে ঝুঁকে পড়ছে, মোহাবিষ্ট হচ্ছে তা দেখে তুমি ধোঁকায় পড়ে যেওনা বা প্রলোভিত হয়ো না। পৃথিবীর উপর নিজ দখলদারী প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষ যেভাবে প্রাণপণ সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে তা দেখে তুমি প্রভাবিত হয়ো না বা আক্ষেপ করোনা। মহান আল্লাহ্ তায়ালা অত্যন্ত দয়াপরবশ হয়েই এ পৃথিবী সম্পর্কে সবকিছুই তোমাকে জানিয়ে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, দুনিয়ার সব তথ্য এবং নশ্বরতা সম্পর্কে তোমাকে অবহিতও করেছেন এবং এর দুর্বলতা, ত্রুটি-বিচ্যুতি, পরিপূর্ণতা ও পাপ তোমার কাছে খোলাখুলিভাবেই প্রকাশ করে দিয়েছেন। (কুরআন-হাদীসে এসব কথা সুস্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে।)

হে আমার প্রিয় পুত্র! মনে রাখবে, এসব দুনিয়াদার লোকেরা হচ্ছে ঘেউ ঘেউ করা কুকুরের মত, ক্ষুধার্ত ও হিংস্র পশুর মতই। এরা একে অপরকে ঘৃণা করে। যারা শক্তিশালী এরা দুর্বলগুলোকে খতম করে দেয়। বল্গাহীন লোভ-লালসা এদেরকে এমনভাবেই পেয়ে বসেছে যে, তুমি দেখতে পাবে এদের মধ্যে অনেকেই পশুর মতই লোভ-লালসার কাছে পোষ মেনেছে, এবং হতবুদ্ধি হয়ে এদিক-সেদিক, দিকবিদিক শূন্য হয়ে দৌড়াদৌড়ি করছে। এরা দুর্দশা কবলিত পশুপালের ন্যায় অসমতল উপত্যকায় প্রাণপণে ছুটছে। (এসব কাজে যদিও এরা মনে করে আমরা উত্তম সুখী, সমৃদ্ধ জীবন-যাপন করছি কিন্তু এ বোধোদয় হচ্ছে না যে এর জন্য এরা যে কত চরম ক্ষতির সম্মুখীন।)

হে আমার প্রিয় পুত্র! একথা ভালভাবেই বুঝে নাও যে, তোমার প্রতিটি ইচ্ছাই পূরণ হবার মত নয় (অর্থাৎ যা চাইবে তাই পূরণ হবেনা) তুমি কখনো তুমি মৃত্যু থেকে পালিয়ে যেতে পারবে না। একদিন না একদিন তোমাকে মৃত্যুবরণ করতে হবেই এবং তুমিও তোমার পূর্ববর্তীদের ন্যায় জীবনের দিনগুলো শুধু কাটিয়েই যাচ্ছ। সুতরাং, তোমার

www.pathagar.com

আশা-আকাংক্ষা, ইচ্ছা-অভিরুচি ও কামনা-বাসনাকে সংযত কর, নিয়ন্ত্রণ কর। চাওয়া-পাওয়ার ব্যাপারে সংযত হও; বাছ-বিচার করে সৎ উপায়ে জীবিকা অর্জন করে এতেই সন্তুষ্ট থাক। ধীরে-সুস্থে অগ্রসর হও এবং সর্বনাশী আশা-আকাংক্ষায় তোমাকে যেন কখনো পাগল না করে ফেলে। কারণ, এমন অনেক চাকচিক্যময় আকাংক্ষা থাকে, যা তোমাকে শুধু ধ্বংস ও অকল্যাণ, নৈরাশ্য ও ক্ষতির পথেই পরিচালিত করতে পারে। স্মরণ রাখ মানুষ যা কিছুই প্রার্থনা করে, সেসব সময় তা পায় না এবং যে কেউ তার কামনা-বাসনাকে নিয়ন্ত্রণে রাখে, যার আত্মসম্মান বোধ আছে এবং তুচ্ছ পার্থিব জিনিসের জন্য যে ব্যক্তি প্রার্থনার মাথা নত করে না, সেসব সময়ই হতভাগ্য ও নিরাশ থাকবে না। কাজেই তোমার আত্ম-মর্যাদা বিনষ্ট করবে না, সংকীর্ণমনা হয়ো না, পরের ইচ্ছার কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিওনা। এসব বাজে, নিকৃষ্ট ও হীনবৈশিষ্ট্যের দ্বারা তুমি নিজেকে হেয়প্রতিপন্ন করবে না। যদিও এসব কিছুই তোমার মনের বাসনা পূরণ করতে পারবে বলে তোমার মনে হয় তবুও এ পথে তুমি যাবে না বা অবলম্বনের চেষ্টা করবে না। কেননা, তোমার আত্মমর্যাদা যদি ভুলুণ্ঠিত হয়, মানসিক সৌন্দর্য ও সম্মান যদি বিনষ্ট হয়, তাহলে এ পৃথিবীতে কোন কিছুর বিনিময়ে এর ক্ষতিপূরণ করতে পারে না। (সুতরাং কষ্ট স্বীকারের মাধ্যমেই তৃপ্ত থাকার চেষ্টা করবে।)

সাবধান থাক, হে আমার প্রিয় পুত্র! তুমি যেন কখনো কারো দাসে পরিণত না হও। মহান আল্লাহ্ তোমাকে স্বাধীন মানুষ করে সৃষ্টি করেছেন। কোন কিছুর বিনিময়ে তোমার আযাদী বিক্রি করে দিও না। তুমি যদি তোমার আত্মমর্যাদা, মান-ইজ্জত বিকিয়ে দিয়ে অথবা অপমান, হীনতা, অসম্মানের কাছে নতি স্বীকার করে কোন কিছু হাসিল কর, তাহলে সত্যিকার অর্থে এতে কোন লাভ নেই এবং আসলে এর কোন মূল্যও নেই। অসাধু উপায়ে অর্জিত ধন-সম্পদ ও ক্ষমতায় কোন সঠিক কল্যাণও নেই।

হে আমার প্রিয় পুত্র! সাবধান থাক। অর্থলিপ্সা, লোভ-লালসা যেন তোমাকে ধ্বংস ও পতনের মুখে ঠেলে না দেয়। যদি এক্ষেত্রে তুমি একমাত্র মহান দয়ালু আল্লাহ্কে তোমার কল্যাণকামী ও দাতা হিসেবে পেতে পার, তাহলে সাফল্য অর্জন করতে পারবে, অতএব তোমার চরিত্রে এসব গুণপনা সৃষ্টিরই চেষ্টা কর। কেননা, তোমরা তোমাদের সাহায্যদাতা, পৃষ্ঠপোষক ও উপকারীর কাছে কোন কিছু প্রার্থনা কর বা নাই কর, উভয় অবস্থায়ই তিনি তোমাদের সঠিক প্রাপ্য পৌছিয়ে দেবেন তোমাদের কাছে।

www.pathagar.com

হে আমার প্রিয় পুত্র! মনে রাখ, মানুষ তোমাকে প্রচুর পরিমাণে যে অঢেল ধনসম্পদ দান করবে এর চেয়ে মহান আল্লাহ্ তায়ালা তোমাকে সামান্য যা কিছু দান করবেন তা বেশি পরিমাণে কাজে লাগবে এবং তা অধিকতর উপকারী, সম্মানজনক ও মর্যাদামণ্ডিত হবে। দয়ালু আল্লাহ্ মানুষকে যা কিছু দান করেছেন মানুষ শুধু এর অংশবিশেষই দান করতে সক্ষম। (সাহায্য-সহায়তার ক্ষেত্রে উত্তমদাতারই স্মরণাপন্ন হও।)

❑ তোমার নীরবতার দরুন যে ক্ষতি তুমি সহ্য করে যাচ্ছ, সহজেই এর ক্ষতিপূরণ করা যাবে কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত ও শিথিল আলাপচারিতায় সৃষ্ট লোকসান কখনো সহজেই পুষিয়ে নেয়া যাবে না। তুমি কি দেখতে পাও না সমুদ্র রক্ষার সর্বোত্তম পথ হচ্ছে এর মুখ বন্ধ করে দেয়া?

❑ অন্যের কাছে কোন কিছু প্রার্থনা করার ক্ষেত্রে নিজের যা কিছু আছে এরই হিফাযত করা অধিকতর উত্তম। (অর্থাৎ অন্যের সহানুভূতি কামনার চাইতে নিজের কাছে যা আছে তাতেই সবর করা উত্তম এবং এতেই কল্যাণ। আর এভাবেই কাজে অগ্রসর হওয়া কল্যাণ ও সফলতা লাভের নির্দেশক। তাই নিবিষ্ট মনে দয়ালু মহান আল্লাহ্র উপরই নির্ভরশীল হতে হবে এবং তাঁরই সাহায্য কামনা করতে হবে।)

❑ ভিক্ষাবৃত্তির অপমান ও লাঞ্ছনার চেয়ে হতাশা, বঞ্চনা ও দারিদ্র্যের তিক্ততা আসলেই মধুরতর।

❑ জীবনে কঠোর পরিশ্রম সহকারে কৃত একটি সম্মানজনক কাজের প্রাপ্য, তা পরিমাণে যতই কম হোক কেন, পাপ ও দুষ্কর্মের ফলে উপার্জিত অর্থসম্পদ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে উত্তম। (এতেই শান্তি, প্রশান্তি নিরাপত্তা নিহিত থাকে। অসৎ পথে উপার্জনকারীর জীবন প্রাণহীন দেহের মত।)

❑ তোমার জীবনের গোপনীয়তা তোমার চেয়ে আর কেউ ভালভাবে রক্ষা করতে পারে না। (কোন কিছু করার আগেই এর পরিণাম চিন্তা করবে তখনই বিষয়টা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠবে।)

❑ মানুষ প্রায়শই এমন সব জিনিস লাভ করার জন্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায় যা তার জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। অনেক এক্ষেত্রে মানুষ নিজেই সব চাইতে বড় ক্ষতিকর কাজটি নিজেই করে ফেলে। (পরিণাম-পরিণতি, ন্যায়-অন্যায় বাচবিচার না করলে সাধারণত যা হয়।)

❑ যে বেশি কথা বলে সে বেশি ভুল করে। (এরূপ ব্যক্তি সমাজে অত্যন্ত নিন্দনীয় বলে গণ্য হয়।)

www.pathagar.com

❑ যে বেশি চিন্তা-গবেষণা করে তার অন্তদৃষ্টি হয় প্রখর এবং সে দূরদৃষ্টি লাভ করতে হয় সক্ষম।

❑ অসদুপায়ে অর্জিত জীবিকা হচ্ছে নিকৃষ্টতম জীবিকা। (এটা যারা করে এদের পরিণতি দুনিয়াতেই দেখা যায়। আর পরকালে তো আরো ভয়াবহ।)

❑ একজন দুর্বল ও অসহায় লোকের উপর জুলুম করা হচ্ছে নিকৃষ্টতম জুলুম ও দুষ্কর্ম। (এরূপ কর্মের পরিণতি ইহজীবনেই প্রতিফলিত হয় এবং পরজীবনে আরো কত দুঃসহ তা কল্পনাতীত।)

❑ যদি তোমার দয়া ও প্রশ্রয় মন্দ পরিণাম ও পরিণতি ডেকে আনে, তাহলে কঠোরতা বা কড়াকড়িই হচ্ছে সত্যিকারের দয়া প্রদর্শন।

❑ ঘন ঘন ওষুধ ব্যবহারের ফলে রোগ-ব্যাধির সৃষ্টি হয়। কোন কোন সময় রোগ-ব্যাধিই তোমার স্বাস্থ্য সুরক্ষা করবে।

❑ অনেক সময় অনেকেই তোমাকে বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশ দেবে, সতর্ক করবে, অথচ সে সম্পর্কে তাদের কোন যোগ্যতাই নেই। এমন সব উপদেশদাতা (কল্যাণকামীর বেশে) পাবে যাদের নেই কোন আন্তরিকতা। (কেউ কোন কথা বললেই তাকে কল্যাণকামী মনে করবে না এবং তাকে নিরাশও করবে না। এতে মতামত ও চিন্তা-ভাবনার গুরুত্ব দেবে।)

❑ সমাজে ভাল লোকদের সাথে মেলামেশা করে তোমার চরিত্রে ভাল গুণ সৃষ্টি করতে পারবে এবং মন্দ লোকদের সাহচর্য পরিত্যাগ করে তুমি দুষ্কর্ম থেকে বিরত থাকতে পারবে। (এটাই পাপাচার থেকে রক্ষার উত্তম ব্যবস্থাপনা। দুশ্চিন্তা, ঝামেলা ও অস্থিরতা মুক্ত জীবনের পথ নির্দেশনা।)

❑ মিথ্যা আশার উপর ভরসা করবে না। কেননা, মিথ্যা আশা-ভরসাই হচ্ছে মূর্খ ও গবেট লোকদের সম্পদ। (কাজ-কর্ম না করে যদি শুধু মিথ্যা আশার উপর নির্ভর কর, তাহলে তুমি চরম বিপদের সম্মুখীন হবে এবং এতে ধ্বংস হয়ে যাবে।)

❑ অভিজ্ঞতাকে স্মরণে রেখে একে কাজে লাগানোর নামই হচ্ছে প্রজ্ঞা। (এতেই জীবনে সফলতা অর্জনের পথ প্রশস্ত হয় এবং সৃষ্টি হয় উদ্যম।)

❑ অভিজ্ঞতা একেই বলে, যা থেকে মানুষ সর্বোত্তম উপদেশ শিক্ষা ও হুঁশিয়ারী লাভ করে। (কোন কাজ করার আগেই চিন্তা-ভাবনা করে তাতে মনোনিবেশ করবে।)

www.pathagar.com

❑ সময় অতীত হবার আগেই সুযোগের সদ্ব্যবহার কর। (সময় তো আছে অলসতার পরবর্তীতে করা যাবে এমন ধারণার বশবর্তী হয়ে কাজে বিলম্ব করবে না। মনে রাখবে আজকে যে পরিস্থিতি আছে কাল তা নাও থাকতে পারে।)

❑ সবাই চেষ্টা করে সফলতা অর্জন করতে পারে না।

❑ যারা মৃত্যুবরণ করেছে তারা আর কোনদিন পৃথিবীতে ফিরে আসবে না। (সুতরাং তুমিও তাদের অনুস্মরণ করে তোমার জীবনেরও দিক-নির্দেশনার প্রস্তুতি করে নাও।)

❑ মানব জীবনের সবচেয়ে বড়-বোকামি হচ্ছে জীবনের সুযোগ-সুবিধা বিনষ্ট করা এবং পরকালে নাযাত লাভে ব্যর্থ হওয়া। (পৃথিবীতে যা ক্ষণস্থায়ী ও অকল্যাণকর সেগুলোর চাকচিক্যে আকৃষ্ট হয়ে প্রকৃত হিতকর দিক থেকে বঞ্চিত থাকবে না। সব সময়ই ক্ষতিকর প্রলোভন থেকে থাকবে মুক্ত।)

❑ প্রত্যেক কাজেরই প্রতিক্রিয়া আছে। (তাই যে কাজই করতে চাও করার আগেই চিন্তা-ভাবনা কর।)

❑ তোমার তকদীরে যা আছে তা তুমি শীঘ্রই পাবে। (এ ব্যপারে তুমি যতই তাড়াহুড়াই করনা কেন তাতে কোন ফল হবেনা।)

❑ সকল ব্যবসায়েই বিপদ, ঝুঁকি ও লোকসানের ভয় থাকে। (তাই একবার হোঁচট খেলে তাতে নিরাশ হবেনা, মহান দয়ালু আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে চেষ্টা করতে থাকবে।)

❑ প্রায়শঃ স্বল্প মুনাফা ব্যবসায়ে অর্জিত বিরাট মুনাফার মতই কল্যাণবহ হয়। (অসৎ উপায়ে বিরাট সম্পদ অর্জনের চিন্তা-ভাবনা করবে না। যা আছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকলে বরকত হবে)।

❑ তোমার সহযোগী যদি তোমাকে অপমান করে এবং তোমার বন্ধু যদি তোমার সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ না করে, তাহলে তারা তোমার কোন কাজেই লাগবে না বা উপকারে আসবে না। (এমন ধরনের বন্ধুদের সংস্পর্শে না থাকাই উত্তম।)

❑ প্রকাশ্যে বা গোপনে সর্বাবস্থায় মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌কেই ভয় করবে, শান্ত বা ক্রুদ্ধ সকল অবস্থায় সত্য কথাই বলবে। (এতে অনেক সুফল পাবে।)

❑ গরীব থাক বা সম্পদশালী হও, উভয় অবস্থায়ই মিতব্যয়ী হবে।

www.pathagar.com

❑ শত্রুমিত্র সকলের প্রতিই সুবিচার করবে এবং সুসময়ে ও দুসময়ে নির্বিকার থাকবে। (এটাই হচ্ছে মানব জীবনের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য।)

❑ যে নিজের ভুলত্রুটি দেখতে পায় সে আর অপরের দোষত্রুটি দেখার সময় পায়না। (এ উত্তম গুণপনাই তোমার মধ্যে সৃষ্টি করার চেষ্টা করবে।)

❑ আল্লাহ্‌র যতটুকু দান তাই নিয়ে যে সন্তোষ্ট থাকে তাকে আর অতীতের জন্য অনুশোচনা করতে হয়না।

❑ যে নির্যাতনের তলোয়ার খাপ মুক্ত করবে না সে তার আঘাতেই মৃত্যুবরণ করবে।

❑ যে তার ভাইয়ের জন্য গর্ত খনন করবে সে নিজেকেই তাতে পড়ে মৃত্যুবরণ করবে। (অর্থাৎ নিজেই বিপদের সম্মুখীন হবে।)

❑ এ পৃথিবী তোমার জন্য আনন্দের সামগ্রী সাজিয়ে রেখেছে এটা একটা সাপের মত, স্পর্শ করলে কোমল কিন্তু মারাত্মক বিষে পরিপূর্ণ। জ্ঞানহীনেরা একে দেখে প্রলুব্ধ হয় ও কাছে যায়; কিন্তু জ্ঞানবানরা এর বিষের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকে।

❑ মানুষের সকল ভুলের নিকৃষ্টত দিকটি হচ্ছে বিশ্বাসঘাতকতা।

❑ ভুল না করা বরং ভাল কাজ করার চাইতে শ্রেয়।

❑ কোন জিনিস গ্রহণীয় না বর্জনীয় তা একমাত্র পরীক্ষা দ্বারাই প্রমাণিত হতে পারে।

❑ পশুর প্রতি সদয় হও, এদেরকে পীড়ন করবে না এবং এদের পিঠে বহনের অতিরিক্ত বোঝা দিবেনা।

❑ তোমার অধিকারকে যে সম্মান করে তুমিও তার অধিকারকে সম্মান কর–তার বয়স বা পদমর্যদা যাই হোক না কেন।

❑ সন্তানের মৃত্যুতে মাতাপিতার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যায়।

❑ পূর্ব থেকে পশ্চিমের দূরত্ব সূর্যের এক দিনের পথ।

❑ যখন কেউ উপলব্ধি করে যে তার মান-সম্মান ক্রমেই কমে যাচ্ছে, তখন দেখা যাবে ক্রমান্বয়ে তার শত্রুর সংখ্যাও বাড়ছে।

❑ ন্যায্য প্রাপ্যের অতিরিক্ত যে চায় সে অনেক সময়ই নিরাশ হয়।

❑ কেউ কোন কিছুকে ভালবাসলে তার স্মৃতি মন্থনের জন্য ব্যস্ত হয়।

❑ কেউ তোমাকে ভালবাসলে তখন তোমার সমালোচনা করবে।

www.pathagar.com

❑ মামলা মোকাদ্দমাতে উভয়পক্ষই সমান যৌক্তিকতার দাবী উত্থাপন করে।

❑ দুমোখো মানুষ কতইনা ঘৃণ্যতর।

❑ কোন নীচু কাজ যদি তোমার একান্ত কাম্যও হয় তবুও তা ত্যাগ কর।

❑ শিল্পকর্ম বিনষ্ট করা সর্বোচ্চ অপরাধ।

❑ উদ্দীপনা হারিয়ে ফেলার অর্থ অনুতাপ সঞ্চয় করা।

❑ উদ্দীপনাহীন হলে তখন অলসতার সৃষ্টি হয়।

❑ যে নিজ দেশের শাসকের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করে সে জীবনের নিরাপত্তা হারায়।

❑ শাসকের বিরুদ্ধাচারণ করতে গেলে নিজকে অপরাধী করার পথ প্রশস্ত করা হয়।

❑ শক্তিমান ব্যক্তির প্রতিশোধ গ্রহণ অত্যন্ত বিতৃষ্ণাজনক।

❑ যে উচ্চাকাংখার শীর্ষে অবস্থান করে তাকে সর্বাধিক ঘৃণা পাওয়ার জন্যও তৈরী থাকা উচিত।

❑ আশা এক মরীচিকা এটা মানুষকে প্রবঞ্চিত করে এবং এর উপর নির্ভরশীলকে প্রমাণ করে মিথ্যাবাদী রূপে।

❑ মূর্খের সাহচার্য একান্তভাবেই বর্জনীয়। এতে অন্তর কুলষিত হয়।

❑ বিনয় মানুষকে বড় করে আর গৌরব করে খাট।

❑ তাকদীর খন্ডানো যায়না, তাই এর প্রতিরোধ অর্থহীন।

❑ যতদিন তাকদীর ভাল থাকে, ততদিন মানুষের দূর্বলতাগুলো গোপনই থাকে।

❑ যে ব্যক্তি নিজেই বিপথগামী, সে অন্যকে কি করে পথ দেখাবে।

❑ যে লোক স্বাভাবতই দুষ্ট প্রকৃতির তার চেহারাতে তা প্রমাণিত হয়।

❑ মানুষের অভ্যাস হচ্ছে দ্বিতীয় স্বভাব।

❑ সত্যের তলোয়ারের ধার কখনো কমেনা।

❑ যাদের উপর তোমার ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব আছে তাদের বিষয়ে সুবিবেচক ও দয়ালু হও। (যদি তুমি তা না কর তাহলে তাদের কাছে ঘৃণিত ব্যক্তি বলে পরিগণিত হবে এবং তোমার দুঃসময়ে তাদের কোন সাহায্যই পাবেনা।)

❑ অনুচিত-অযৌক্তিক সীমাতিরিক্ত আশা পোষণ করে বিপদের ঝুকি নিতে যেও না।

www.pathagar.com

❑ সতর্ক থাকবে, কখনও তোষামোদে বিভ্রান্ত হওয়ার চেষ্টা করবে না। (তোষামোদকারীকে কখনো কল্যাণকামী মনে করবে না এবং এরা সুযোগ সন্ধানী।)

❑ তোমার ভাই যদি তোমার ক্ষতি করে, তুমি তার উপকার করবে। যদি সে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্বীকার করতে না চায়, তাহলে তুমি তার বন্ধু হও, তাকে সাহায্য কর এবং সম্পর্ক বজায় রাখতে চেষ্টা কর। সে যদি দুর্দশায় পতিত হয় এবং তোমাকে আর্থিক সাহায্য দানে আবেদন জানায় তাহলে তুমি তার প্রতি সদয় হও এবং তাকে অর্থ দিয়ে সাহায্য কর। সে যদি কর্কশ ব্যবহার ও নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করে, তুমি তার প্রতি দয়ালু ও সুবিবেচক হও। সে যদি তোমার ক্ষতি করে, তাহলে তাকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখ। তার সাথে এমন সব ব্যবহার কর, যেন মনে হয় সে মনিব, তুমি তার গোলাম, (সে তোমার উপকার করছে আর তুমি তার কাছ থেকে উপকার গ্রহণ করছ।) কিন্তু সতর্ক থাক, সংকীর্ণমনা নীচাশয় ও অযোগ্য ব্যক্তিদের সাথে তুমি কখনো এ ধরনের ব্যবহার করার চেষ্টা করবে না। (নীচাশয় ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণ করবে না, তার কোন সাহায্য নেবেনা। উপকার করতে চাইলে প্রত্যাখ্যান করবে। এদের সাথে কাজ-কারবারে আপাততঃ সুফল হলেও পরিণতি হয় ভয়াবহ।)

❑ তোমার বন্ধুর শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব করতে যেও না। অন্যথায় তোমার বন্ধু তোমার শত্রুতে পরিণত হবে।

❑ তোমার বন্ধুরা পছন্দ না করলেও তুমি তোমার সাধ্যানুযায়ী তাদেরকে আন্তরিক ও অকপট পরামর্শ দেয়ার চেষ্টা করবে।

❑ তোমার মেজাজের পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখবে ও ক্রোধ সংবরণ করবে, (কারণ এতে পরিণামে সুফল পাওয়া যায়।)

❑ কেউ তোমার সাথে কর্কশ, অশ্লীল ও কঠোর ব্যবহার করলে তুমি তার সাথে কোমল ব্যবহার করবে, খোশ-মেজাজে কথাবার্তা বলবে এবং উদার হবে। (তখন দেখতে পাবে ধীরে ধীরে তার ব্যবহারের পরিবর্তন ঘটছে।)

❑ দুশমনের উপর অনুগ্রহ কর এবং তার প্রতি সুবিবেচক হও। কারণ, এভাবেই তুমি দু'টি বিজয়ের মধ্যে যে কোন একটি হাসিল করতে পারবে। (একটি হচ্ছে দুশমনের উপর বিজয় লাভ করা এবং অন্যটি হচ্ছে তার শত্রুতার মাত্রা ক্রমান্বয়ে কমিয়ে আনা)।

www.pathagar.com

❑ তোমার বন্ধুর সাথে যদি সম্পর্ক বজায় রাখতে না চাও তবুও তা পুরোপুরি ছিন্ন করবে না। বন্ধুর জন্য তোমার অন্তরে ভালবাসা না থাকলেও কিছু বিবেচনা রাখবে। যাতে করে সে যদি কোনদিন তোমার কাছে পুনরায় ফিরে আসে তখন যেন, তোমার অন্তরে তার জন্য কিছু শ্রদ্ধাবোধ অবশিষ্ট থাকে।

❑ যে ব্যক্তি তোমার সম্পর্কে উত্তম ধারণা পোষণ করে, তাকে কখনো তোমার আচার-আচরণে হতাশ করবে না, তাকে কখনো তোমার সম্পর্কে ভিন্ন ধারণা পোষণ করতে বাধ্য করবে না।

❑ "বন্ধুর সাথে যে কোন ধরনের ব্যবহার করা যায়" এ ধারণার বশবর্তী হয়ে কখনো তোমার বন্ধুর অধিকার ক্ষুন্ন করবে না। কারণ, অধিকার বঞ্চিত হলে সে আর তোমার বন্ধু থাকবে না। (এসব কারণেই বন্ধু শত্রুতে পরিণত হয়।)

❑ ঘরের লোকজনের সাথে (স্ত্রী-সন্তান ও পরিবারভুক্ত লোকদের) কখনো খারাপ ব্যবহার করবে না। তোমার ব্যবহার দেখে যেন তারা একথা মনে না করে যে, তুমি একজন বদমেজাজী লোক এবং জীবিত লোকদের মধ্যে সবচাইতে ঘৃণিত ও নিষ্ঠুর ব্যক্তি। (এরূপ অবস্থায় মনের প্রশান্তি বিনষ্ট হবে। আর আপদে-বিপদে কোন সহযোগিতাই পাবেনা।)

❑ যে তোমাকে এড়িয়ে চলতে চায় তার পিছনে দৌড়াদৌড়ি করবে না। (তার সাথে সম্পর্ক রাখতে চাইলে ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ারই আশংকা।)

❑ তোমার চরিত্রের সব চাইতে বড় সাফল্য হচ্ছে তোমার প্রতি তোমার ভাইয়ের শত্রুতামূলক আচরণ যেন তোমার অন্তরে ভাইয়ের জন্য সঞ্চিত সুবিবেচনা ও বন্ধুত্বকে কোন কিছুতেই ক্ষুন্ন করতে না পারে এবং তার দুর্ব্যবহারে যেন কখনো তার প্রতি তোমার সদয় ব্যবহারের ঘাটতি দেখা না যায়।

❑ পরিবেশ-পরিস্থিতির মোকাবেলায় যুলুম-অত্যাচারে ও নিষ্ঠুরতায় কখনো অধিক চিন্তিত ও মনমরা হয়ে যেও না। কেননা, যে তোমার উপর যুলুম করছে, নির্যাতন চালাচ্ছে বাস্তবে সে নিজেরই ক্ষতি সাধন করছে। (এরূপ অবস্থায় একমাত্র মহান আল্লাহর সাহায্যই কামনা করবে।)

❑ যে তোমার উপকার করেছে তার সাথে কখনো খারাপ ব্যবহার করবে না। (পরিণামে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা তাতে নিহত থাকে। সে যদি

www.pathagar.com

অসহায় হয়ে পড়ে তার প্রতি সাহায্যের হাত প্রসারিত করবে, বিনীত থাকবে। তার দ্বারা যদি কোন কষ্টও পাও তবুও তার বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত হবেনা।)

❑ হে আমার প্রিয় পুত্র! একথা ভাল করেই জেনে নাও যে, দু'ধরনের জীবিকা রয়েছে–একটা হচ্ছে তাই, যা তুমি তালাশ করছ, আর অন্যটি হচ্ছে, যা তোমাকে খুঁজছে (অর্থাৎ, যা তোমার জন্য নির্ধারিত রয়েছে); সেটা তোমার কাছে পৌছবেই–এমনকি তুমি যদিও এর জন্য কোন প্রকার চেষ্টা তদবীর নাও কর।

❑ মানব চরিত্রের দু'টি কুৎসিত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে : মানুষের হাতে যখন ক্ষমতা থাকে না, তখন সে হয় দরিদ্র, তখন সে হয় বশ্য, বাধ্য, নীচ, অবনমিত ও ভিক্ষুক। আর হাতে ক্ষমতা পেলে বা ধনবান হলে সে হয় উদ্ধত, যালিম ও নিষ্ঠুর। (সমাজে এ ধরণের প্রচুর দৃষ্টান্ত লক্ষ্যণীয়।)

❑ এ পৃথিবীতে কোন কিছুই সত্যিকার অর্থে উপকারী ও কল্যাণকর নয়, যদি পরকালের জীবনের জন্য তা প্রয়োজনীয় ও কল্যাণকর না হয়। এ দুনিয়াতে তুমি যা কিছু হারিয়েছ এর জন্য যদি বিলাপ করতে চাও তাহলে দুঃখ কর, সে সবের জন্য যেগুলোর চিরস্থায়ী মূল্য ছিল।

❑ অতীতকাল তোমার কাছে নেই এবং বিগতকালে তোমার কাছে যা কিছু ছিল এর অনেকটাই এখন আর তোমার অধিকারে নেই। তাহলে তুমি যুক্তিসংগতভাবেই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পার যে, এখন তোমার কাছে যা আছে, তাও একদিন তোমাকে ছেড়ে চলে যাবে। (অর্থাৎ যে কোন সময় মৃত্যু তোমাকে আক্রমণ করতে পারে। সুতরাং এর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর।)

❑ সে ব্যক্তির মত হয়ো না যার উপর কোন উপদেশই কার্যকর হয় না। এ ধরনের লোকদের সংশোধনের জন্য শাস্তির প্রয়োজন রয়েছে। বিচক্ষণ ও সুবিবেচক মানুষ উপদেশ থেকেই শিক্ষা গ্রহণ করে ও সংস্কৃতি নির্মাণ করে। মূর্খ ও বর্বর লোকজন শাস্তি ও শাসনের মাধ্যমেই সংশোধিত হয়।

❑ কঠোর পরিশ্রম, ধৈর্য সহকারে দয়ালু আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস রেখে দুঃখ-বেদনা, দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাগ্য কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা কর। যে ব্যক্তি সোজা-সরল পথ ছেড়ে দেয় আর যুক্তিভিত্তিক চিন্তা ও কর্ম পরিত্যাগ করে, সে মূলত নিজেরই ক্ষতি সাধন করে।

www.pathagar.com

❑ একজন বন্ধু হচ্ছে আত্মীয়ের মত এবং প্রকৃত খাঁটি বন্ধু সে-ই যে তোমার পিছনে তোমার সম্পর্কে ভাল কথা বলে। (তোমার সামনে যারা তোমার তারিফ করে এদেরকে স্বার্থ আদায়কারী বলেই মনে করবে। এরা কখনো তোমার প্রকৃত কল্যাণকামী হতে পারেনা।)

❑ সীমাতিরিক্ত কামনা-বাসনার সাথে দুর্ভাগ্য ও চরম দুর্দশার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকে।

❑ প্রায়শই ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন তোমার সাথে অপরিচিত লোকজনের চেয়েও বেশি অনাত্মীয়ের মত ব্যবহার করবে এবং অনেক অপরিচিত ব্যক্তিরা তোমার কাছে কুটম্বের চেয়েও আত্মীয়ের মত তোমাকে বেশি সাহায্য করবে।

❑ যার কোন বন্ধু নেই সে মূলত গরীব।

❑ সত্যকে যে পরিত্যাগ করে, সে সহসাই দেখতে পাবে ক্রমান্বয়েই তার জীবনের পথ সংকীর্ণ ও কষ্টকর হয়ে পড়েছে। (এগুলো নাফরমান লোকদের কার্যকলাপ।)

❑ যে ব্যক্তি সততা ও সন্তোষ অবলম্বন করে স্বীয় সম্মান ও মর্যাদা বজায় রাখতে সচেষ্ট হয়, সে অবশ্যই স্থায়ী সুফল লাভ করবে।

❑ সম্পর্ক স্থাপনের বেলায় মহান আল্লাহ্‌র সাথে মানুষের যে সম্পর্ক হয় সত্যিকার অর্থে তাই হচ্ছে ঘনিষ্ঠতম ও মজবুত সম্পর্ক।

❑ যে তোমার পরোয়া করে না মূলত তাকে তোমার দুশমন বলেই মনে করবে। (এর সাহচার্য থেকে সর্বদা দূরে থাকার চেষ্টা করবে এবং এতে অনেক বিষয়েই উপকৃত হবে।)

❑ কোন কিছু হাসিল করার পথে যদি মৃত্যু অথবা মারাত্মক ক্ষতির আশংকা ও বিপদ থাকে, তাহলে মনে করবে সেটা অর্জনের ক্ষেত্রে ব্যর্থতার মধ্যেই তোমার সাফল্য ও নিরাপত্তা নিহিত রয়েছে। (যা তোমার পক্ষে সম্ভব নয় এর পিছনে ছুটাছুটি করবে না।)

❑ দুর্বলতা ও ত্রুটিবিচ্যুতি এমন কোন ব্যাপার নয়, যে সম্পর্কে কথাবার্তা বলা যায় না।

❑ এ কথাটা উত্তমরূপেই মনে রাখবে, সুযোগ জীবনে বারবার আসে না। (অর্থাৎ সুযোগ আসা মাত্রই তা সদ্ব্যবহারের কাজে লেগে যাবে। পরবর্তী সময়ে করা এ অপেক্ষা করবে না।)

www.pathagar.com

❑ মাঝে মধ্যে খুবই জ্ঞানী ও বিদ্বান ব্যক্তিরা তাঁদের আকাংখিত বস্তু বা জিনিস হাসিলে ব্যর্থ হন, অথচ বোকা ও অশিক্ষিত লোকজন তাদের উদ্দেশ্য হাসিল করে। (তাতে বিদ্যা বা বিদ্বানের অমর্যদা করা বা হেয়-প্রতিপন্ন করা উচিত নয়। এগুলো মূলত তকদীরের ব্যপার।)

❑ মন্দকাজ যত দীর্ঘদিন সম্ভব হয়, পিছিয়ে দাও, বিলম্বিত কর। কেননা, যখনই তোমার ইচ্ছা হবে তা তুমি করতে পারবে। (কাজেই এসব করার জন্য এত তাড়াহুড়া কিসের?)

❑ অজ্ঞ, অশিক্ষিত, বাচাল লোকজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার কাজটিই প্রকারান্তরে জ্ঞানী ও বিজ্ঞজনের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের নামান্তর। (সুতরাং দেখা যায় যে মন্দ লোকদের সাথে মেলামেশা করে তার মধ্যেও মন্দের প্রভাব বিস্তার করে।)

❑ যে ব্যক্তি দুনিয়ার ওপর আস্থা রাখে, দুনিয়া তার সাথে বেঈমানী করবেই। (দুনিয়ার প্রলোভনে পরকালের কাজ থেকে বঞ্চিত থাকবে না।)

❑ যে পৃথিবীকে গুরুত্ব দিয়ে এটাকে উচ্চ মর্যাদা দান করবে এবং বড় রকমের আস্থা স্থাপন করবে, সে পৃথিবীর হাতেই অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবেই। (এসব হচ্ছে বেদ্বীন-মূর্খ লোকদের বৈশিষ্ট্য।)

❑ তোমার প্রতিটি তীরই ষাঁড়ের চোখে বিদ্ধ হবে না। (অর্থাৎ প্রতিটি পরিকল্পনাই জীবনে সার্থক হবে না।)

❑ পদমর্যাদা ও সামাজিক অবস্থান পরিবর্তিত হওয়ার সাথে সাথে তোমার অবস্থারও পরিবর্তন ঘটবে। (অতএব বিগত দিনগুলোর কথা কোনক্রমেই ভুলে যাবেনা। তাই বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শন করবে।)

❑ তোমার গমন পথের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়ার আগে, তোমার সাথে কারা আছে, তা জেনে নাও। (তারা কি সৎকর্মশীল না অসৎকর্মশীল।)

❑ যে বাড়িতে তুমি বসবাস করতে যাচ্ছ, এর অবস্থা জানার আগে-ভাগেই তোমার প্রতিবেশীরা কেমন হবে তা জানার চেষ্টা কর। (এখানে পরজগতের কথাই বলা হচ্ছে।)

❑ লোকজনের সাথে বারবার কথা বলতে হলেও তুমি কখনো কথাবার্তায় বিদ্রূপাত্মক বিষয়ের অবতারণা করবে না। (এটাই হচ্ছে নিকৃষ্টতর মানুষের পরিচয়।)

www.pathagar.com

❑ যারা তোমার চাকরি করে, ফরমায়েশ খাটে, তাদের মধ্যে কাজকর্ম ভাগ-বন্টন করে দাও, যাতে করে তাদের প্রত্যেককে অর্পিত দায়িত্ব ও কাজের জন্য পাকড়াও করতে পার। তাদেরকে অন্যের কাঁধে কাজকর্ম ফেলে দেয়ার সুযোগ দেয়ার চাইতে এটাই হচ্ছে কাজ চালিয়ে নেয়ার সর্বোত্তম উদ্ভাবন ও সহজতর পন্থা। (এ পদ্ধতিতে অনেক বিষয়েই দুশ্চিন্তা মুক্ত ও উপকৃত হওয়া যায়।)

❑ পরিবারের লোকজনদের প্রতি তোমার ভালবাসা, ব্যবহার হতে হবে পরিপূর্ণ ও সম্মানজনক। কারণ, তারাই হচ্ছে তোমার উড়বার পাখা, তোমার সাহায্যকারী হাত। তারাই তোমার জন্য লড়বে। তোমার সঙ্কটে ও প্রয়োজন মুহূর্তে তাদের কাছেই তোমাকে যেতে হবে এবং তারাই হবে প্রকৃত অর্থে হিতকামী।

হে আমার প্রিয় পুত্র! এসব উপদেশ দেয়ার পর আমি, মহান দয়ালু আল্লাহ্‌র কাছে তোমাকে সোপর্দ করছি। তিনিই তোমাকে (সর্বক্ষেত্রে) সাহায্য করবেন, হিদায়াত করবেন এবং দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাকে কল্যাণ করবেন। আমি তাঁর কাছে দোয়া করি, মিনতি জানাই, তিনি যেন ইহকাল ও পরকালে (সকল প্রকার বিপদাপদ থেকে) তোমাকে হিফাযত করেন। আমীন!

আলোচ্য উপদেশমূলক চিঠিটি সিফফিনের যুদ্ধ শেষে কুফা প্রত্যাবর্তনকালে 'আল হাদীরীন' নামক স্থানে স্বীয় পুত্র হযরত ইমাম হাসান (রাঃ)-কে উদ্দেশ্যে করে লিখেছিলেন।

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

একজন শাসকের রাষ্ট্র পরিচালনা সংক্রান্ত উপদেশাবলী

নেতৃত্বের করণীয়

[নিয়োগকৃত গভর্নরের প্রতি নসীহতনামা]

ফ

একজন মহান আল্লাহ্‌র বান্দাহ
আলী ইবনে আবু তালেবের পক্ষ থেকে
মিসরের ভাবী গভর্ণর–
মালিক ইবনে হারিস আশতারের প্রতি–

হে মালিক! আমি তোমাকে সর্বাবস্থায় সর্ব শক্তিমান পরম দয়ালু, ন্যায়বিচারক আল্লাহ্‌কেই ভয় করার নির্দেশ প্রদান করছি, জীবনের সকল কাজে পরম ন্যায়বিচারক মহান আল্লাহ্‌ ও তাঁর প্রদত্ত ব্যবস্থাকে সবার উপরেই স্থান দেবে এবং তাঁর স্মরণ ও ইবাদতকে অগ্রাধিকার দান করবে এবং কোরআনের নির্দেশ ও নবীর (সঃ) শিক্ষাকে অত্যন্ত আন্তরিকতায় সতর্কতার সাথে পদে পদেই অনুসরণ করবে। মনে রাখবে, এসব নির্দেশ প্রতিপালনের উপরই দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ একান্তভাবেই নির্ভরশীল। যারা এটা অমান্য করে, অবহেলা করে এদের জন্য রয়েছে চিরকালীন অভিশাপ। পরম দয়ালু সর্ব শক্তিমান আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনে অপরাগতার পরিণতি ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় জীবনেই চরম ব্যর্থতা বয়ে আনবে। সুতরাং তোমাকে অবশ্যই সর্ব শক্তিমান আল্লাহ্‌ প্রদত্ত মূলনীতিগুলোকে যথাযথভাবে মেনে চলতে হবে, মহান আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যকে সর্ব ক্ষেত্রেই সমর্থন দিতে হবে এবং তাঁর নির্দেশগুলো তোমার জীবনে পুংখাপংখরূপে বাস্তবায়িত করতে হবে, কেবলমাত্র এভাবেই তুমি সর্ব শক্তিমান দয়ালু মহান আল্লাহ্‌র সাহায্য, অনুগ্রহ ও রহমতের যোগ্য হতে পারবে। (এছাড়া আর কোন বিকল্প পথ নেই।)

www.pathagar.com

হে মালিক! আমি তোমাকে আদেশ করছি তোমার মন-মগজ, হাত ও কণ্ঠ এবং তোমার সমগ্র সত্তা দিয়ে সুমহান আল্লাহ্‌র সৃষ্টির সহায়তা করতে। মহান আল্লাহ্ তোমাদেরকে আদেশ করেছেন তোমাদের কামনা ও বাসনা নিয়ন্ত্রিত করতে, তোমার আত্মা ও অহংবোধের লাগাম টেনে ধরতে, বিশেষ করে যখন কামনার পাগলা ঘোড়া তোমাদের শঠতা ও পাপের দিকে তাড়িয়ে নিতে উদ্যত হয় বা প্ররোচিত করে। যখন তোমার আত্মবোধ ও এর আকাংক্ষা তোমাকে প্রতিনিয়তই অধপতন ও অবমাননার দিকে প্ররোচিত, উৎসাহিত ও জোর করে ঠেলে নিয়ে যেতে চায়।

হে মালিক! আমি তোমাকে এমন একটা দেশের প্রশাসক করতে যাচ্ছি, যা অতীতে নীতিহীন ও ন্যায়পরায়ণ, নিপীড়ক ও প্রজাহিতৈষী, নিষ্ঠুর ও হৃদয়বান, অত্যাচারী ও দয়ালু এসব ধরনের সরকারই জনগণ প্রত্যক্ষ করেছে।

জনগণ পূর্ববর্তী শাসকগুলোকে যেভাবে নিরিখ করেছে, ঠিক একই রকম সূক্ষ্মভাবে তারা তোমার প্রশাসনকেও বিচার করবে। তুমি পূর্ববর্তী শাসকদের সমালোচনা করছ, এক্ষেত্রে যদি তুমি আত্মসচেতন না হও, তাহলে তুমি তাদের সম্পর্কে যা বলছ, জনগণও তোমার সম্পর্কে ঠিক একই ধরণের কথাই বলবে বা চিন্তা-ভাবনা করবে।

একজন সৎ ও ভাল মানুষের পরিচয় পাওয়া যায় তার সম্পর্কে ভাল কথা যা বলা হয় এবং অপরের কাছ থেকে যে প্রশংসাগুলো মহান আল্লাহ্ তায়ালা তার জন্য নসীব করেন। মনে রাখবে যে, ক্ষমতাসীন লোকদের সাফল্য ও ব্যর্থতার বিচার তাদের বংশধরদের দ্বারা তা কৃতকর্মের মাধ্যমেই হয়ে থাকে।

ক্ষমতাসীনের সৎকর্ম ঃ অতএব, তুমি তোমার মনকে মহৎ চিন্তা, সদুদ্দেশ্য, সদিচ্ছা ও সৎকর্মের ঝর্ণাধারার উৎসমূল করে তোল। সৎকাজের হিসেব বাড়িয়ে তোলাই যেন হয় তোমার জীবনের সবচেয়ে বড় চিন্তা-ভাবনা। এতে তুমি সফল হতে পারবে, যদি তোমার কামনা-বাসনাকে লাগাম ছাড়া হতে না দিয়ে এবং নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থেকে।

www.pathagar.com

হে মালিক! মনে রাখবে, নিজের প্রতি সুবিচার করার এবং ক্ষতি থেকে মুক্ত থাকার সর্বোত্তম উপায়ই হচ্ছে পাপ কাজ থেকে বিরত থাকা এবং অসৎ কামনা-বাসনাকে নিয়ন্ত্রণ করা।

জনগণের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ মালিক, তোমাকে অবশ্যই পছন্দ এবং অপছন্দের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে এবং তোমার মনে জনগণের প্রতি ভালবাসা, দয়া ও সহৃদয়তা এক্ষেত্রে লালন করতেই হবে। হিংস্র পশুর মত জনগণকে নির্যাতন ও নিষ্পেষণ করার নেশা যেন কখনো তোমাকে পেয়ে না বসে। (এ কাজে মানুষ ধ্বংসকেই ডেকে আনে।)

মনে রাখবে, জনগণের মধ্যে দু'ধরনের লোক রয়েছে, এক হচ্ছে তোমার ঈমানী ভাই এবং অন্যরা হচ্ছে ধর্মে বিশ্বাসী–কিন্তু তারা তোমারই মত মানুষ। উভয় মানুষই সাধারণ মানবীয় অক্ষমতা ও দুর্বলতার শিকার।

তারা জেনে কিংবা না জেনে অপরাধ করে থাকে এবং তাদের কাজের পরিণতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অচেতন হয়েই তারা পাপ কাজে লিপ্ত হয়। (এক্ষেত্রে তোমার বিবেচনায় করণীয় দিক সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ তায়ালার সাহায্য কামনা করবে।)

তোমার প্রতি মহান ন্যায়বিচারক আল্লাহ্র যে রকম দয়া ও সহানুভূতি আশা কর ঠিক তাদের প্রতিও তুমি তেমনি দয়াবান ও সহানুভূতিশীল হও।

তোমাকে তাদের উপর কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছে। তখন তোমার কোন অবস্থাতেই ভুলে গেলে চলবে না যে, তোমার উপরে তোমার খলীফা রয়েছেন, আর তোমার খলীফার উপর রয়েছেন মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ্। (সর্ব অবস্থায় এ কথাটা তোমার মনে রাখলে তোমার মনে একটা ভয়ভীতি সর্বদাই বিরাজ করবে।)

মহান দয়ালু আল্লাহ্ তোমাকে গভর্নর বানিয়েছেন, তোমার উপর জনগণের দেখাশোনার ভার দিয়েছেন এবং তিনি তোমাকে পরীক্ষা করতে চান। (সুতরাং এ ব্যাপারে তোমাকে পরকালীন জীবনের জন্য সতর্কতমূলক চিন্তা-ভাবনা অবলম্বন করতে হবে।)

নিজেকে কখনো এমন পর্যায়ে উন্নীত করার কথা ভাবার চেষ্টা করবে না, যাতে করে মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ্র সাথে তোমার দ্বন্দ্বের আশঙ্কা থেকে যায়। (জেনে রাখ) তাঁর শাস্তি থেকে রেহাই পাবার মত কোন

www.pathagar.com

শক্তিই তোমার নেই, আর তাঁর ক্ষমা, দয়া, অনুগ্রহ ও সহানুভূতি ছাড়া তোমার একদন্ড চলাও সম্ভব নয়। (সুতরাং প্রতিটি কাজের প্রারম্ভেই এসব কথা মনে রাখবে।)

ক্ষমা ও অনুকম্পা প্রদর্শন করতে কখনো লজ্জা কিংবা বেদনাবোধ করবে না। কাউকে শাস্তি দেয়ার ক্ষমতা আছে বলেই কখনো পুলকিত বা গর্ববোধ করবে না। (মানবীয় দৃষ্টিতে এটা এক জঘন্যতম অপরাধ।)

কখনো অধীনস্থদের ব্যর্থতায় ক্রোধান্বিত হবে না। অধস্তন কর্মচারীরা ভুল করলে রাগান্বিত কিংবা অধৈর্য হবে না। তাদের প্রতি সহনশীল এবং সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়ারই চেষ্টা করবে। (তাতে উত্তম সুফল পাওয়া যাবে।)

মানুষকে একথা মনে করিয়ে দিতে যেওনা যে, তুমি গভর্নর, অশেষ ক্ষমতাধর এবং প্রত্যেককে অবশ্যই তোমার প্রতি বিনীত আনুগত্য প্রদর্শন করে তোমাকে মেনে চলতে হবে। এ ধরনের আত্মম্ভরিতা তোমার মানসিক ভারসাম্যকে বিনষ্ট করবে, দাম্ভিক করে তুলবে, বিশ্বাসকে দুর্বল করবে, তখন তোমাকে সর্ব শক্তিমান আল্লাহ্ ছাড়া বিকল্প অন্য শক্তির সাহায্য কামনা করতে বাধ্য করবে। (এ পথ অবলম্বনকারী নিজের ধ্বংসের নিজেই প্রশস্ত করে।)

যদি তোমার মনে কখনো এ ধরণের অহমিকা স্থান পায় সাথে সাথেই স্মরণ করবে তোমার উপর মহান আল্লাহ্র শক্তি ও ক্ষমতা, প্রভাবের কথা, তাঁর সৃষ্টির বিশালত্ব, এমন কি তোমার একান্ত ঘনিষ্ঠ ব্যাপারেও তাঁর নিয়ন্ত্রণ এবং যেখানে তোমার শক্তি একেবারেই ক্ষীণ, সেখানেও যে তাঁর কর্তৃত্ব ক্রিয়াশীল, সে বিষয়ের প্রতি গভীরভাবে মনসংযোগ করবে। এ ধরনের ধ্যান-ধারণাতে তোমার অহংবোধে প্রচণ্ড আঘাত হানবে, তোমাকে আত্মম্ভরিতা ও বিদ্রোহ থেকে বিনাশ ও দূরে রাখবে, তোমার ঔদ্ধত্যাকে বিনাশ করবে এবং তোমার হারানো সুস্থতা এতে পুনরায় ফিরিয়ে আনবে। (এ পথেই ক্রোধ দমন এবং মানুষিক প্রশান্তি ফিরে পাবে, এছাড়া অন্য কোন আর বিকল্প পথ নেই।)

সাবধান! কখনো ক্ষমতার দিক থেকে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্র সমকক্ষতা দাবি কিংবা গৌরব, মহত্ব ও মর্যাদার দিক থেকে সর্ব শক্তিমান

www.pathagar.com

মহান তাঁর সাথে প্রতিযোগিতা করার কথা চিন্তাও করবে না। মহান ন্যায়বিচারক আল্লাহ্ পাপী ও নিপীড়কদের নত করে দেন এবং যারা তাঁর মত ক্ষমতাবান ও শক্তিশালী হবার ভান করে তাদেরকে অপদস্থ করেন। (মহান আল্লাহ্ বান্দাকে ক্ষমতা দিয়ে পরীক্ষা করেন, ক্ষমতা মানুষের চিরস্থায়ী নয়। সুতরাং যে দিন ক্ষমতা থাকবে না সেদিন যেন আক্ষেপ করতে না হয় অতীত কার্যাবলীর কথা মনে করে। শাদ্দাদ, নমরুদ, ফিরাউনের পরিণতি লক্ষ্যণীয়)

তোমার উপর মহান দয়ালু আল্লাহ্ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রতিপালনের জন্য ত্যাগ-তিতিক্ষা, কষ্ট অবশ্যই স্বীকার করবে। সাবধান মানুষের অধিকার কখনো ছিনিয়ে নেবে না এবং অন্যপক্ষ তোমার আপন আত্মীয়-বন্ধু ও প্রিয়জন যেন মহান আল্লাহ্র বিধি-বিধান মেনে চলে এবং সাধারণ জনগণের সাথে ন্যায়সঙ্গত আচরণে তারা যেন সচেষ্ট হয় সেদিকে দৃষ্টি নিবন্ধ রাখবে। (শত্রুতা, হিংসা-বিদ্বেষের যেন পরবর্তীতে এর জন্য আক্ষেপ করতে না হয়।)

হে মালিক! মনে রাখবে, তুমি যদি সাম্য ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে প্রশাসন পরিচালনা করতে ব্যর্থ হও তাহলে অত্যাচারী শাসক ও নিপীড়ক ব্যক্তি বলে পরিগণিত হবে। যে সর্ব শক্তিমান আল্লাহ্র সৃষ্টির প্রতি অবিচার করে, সে ন্যায়বিচারক আল্লাহ্কে নিজের প্রতি বৈরীই করে ফেলে এবং মজলুমের ঘৃণা অর্জন করে। আর যার বিরুদ্ধে মহান ক্ষমতাধর আল্লাহ্ চলে যান এবং যার প্রতি অসন্তুষ্ট হন তার পায়ের তলা থেকে অনায়াসেই মাটি সরে যায় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না সে অনুতপ্ত হয়, সর্ব শক্তিমান আল্লাহ্ তার প্রতি বৈরীই থেকে যান। (প্রতিটি ক্ষেত্রে এসব বিষয়গুলো উত্তমরূপে মনে রাখবে।)

হে মালিক! মনে রাখবে এ বিশ্বে দয়ালু আল্লাহ্র রহমত থেকে কাউকে বঞ্চিত রেখে রোষ আমন্ত্রণ করার মত অপরাধ আর কিছুই নেই। তাঁর সৃষ্টির উপর জুলুম ও নিপীড়নের চেয়ে আর কিছুতেই ন্যায় বিচারক আল্লাহ্ তায়ালা এত বেশি ক্রোধান্বিত হন না। তিনি সব সময় মজলুমের দোয়া শুনে থাকেন এবং সর্বক্ষণ শাস্তি দেয়ার জন্য জালিমদের খোঁজ করেন। (অর্থাৎ কথা ও কাজের মাধ্যমে তুমি এদের অন্তর্ভুক্ত হবেনা।)

www.pathagar.com

খুব মিঠেও নয়, খুব কড়াও নয় বরং সাম্য ও ন্যায়ভিত্তিক একটা নীতি তোমার গ্রহণ করা উচিত, এমন একটা নীতিমালা যা তোমার ক্ষেত্রে বহুল প্রশংসিত হবে। (জনগণের ক্ষেত্রে এটাই প্রশাসন ব্যবস্থায় পরিচালিত উত্তম পন্থা।)

সুবিধাভোগী শ্রেণীর বাচবিচার ঃ গুটিকতক সুবিধাভোগী লোকের সমর্থন ও সন্তুষ্টির চেয়ে তুমি সাধারণ ও নিপীড়ন জনগণের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি অধিকতর মনোযোগী হবে। (তাতে জনগণের দোয়া ও আল্লাহ্‌র রহমত প্রাপ্ত হবে।)

অথচ যদি সাধারণ জনগণ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে তাহলে মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগীদের অসন্তোষ তোমার প্রভুর কাছে কোন গুরুত্বই লাভ করবে না। (এ শ্রেণীর লোকজন সর্বদাই নানান অকল্যাণ বিষয়ে তোমাকে প্ররোচিত করবে। এদের প্ররোচনা থেকে সাবধান থাকবে এবং এদেরকে ভয়-ভীতিতে সুপথে পরিচালিত হওয়ার কথায় সাবধান করবে।)

প্রকৃতপক্ষে একটা সরকারের স্থায়িত্বটাই জনগণের সুখ ও সমৃদ্ধির উপর নির্ভর করে। (এটা যেন তোমার প্রশাসন ব্যবস্থার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত বা বিনাশ না হয়।)

হে মালিক! তুমি সর্বক্ষণ মনে রাখবে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ব্যবস্থায় এ মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী শ্রেণী হচ্ছে সমাজে সব চাইতে বড় রকমের আবর্জনা। এরা হচ্ছে এমন সব লোক যারা–

(১) সমৃদ্ধির সময় রাষ্ট্রের উপর এরাই সবচেয়ে বড় ধরনের বোঝা (২) অভাব ও সংকটের সময় এরা সবচেয়ে নিস্পৃহ কম উপকারী, (৩) এরা সাম্য-ন্যায়কে সবচেয়ে বেশি ভয় পায়, (৪) রাষ্ট্রীয় সম্পদে নিজেদের দাবির ব্যাপারে সবচেয়ে বড় নাছোড়বান্দা, (৫) এরা কখনই প্রদত্ত অনুগ্রহে তৃপ্ত নয়, (৬) সমস্ত অনুগ্রহের ব্যাপারেই এরা সবচেয়ে অকৃতজ্ঞ, (৭) যখন এদের দাবিগুলো যথার্থভাবেই অগ্রাহ্য করা হয়, তখন এরা এর পিছনে যুক্তিগুলো মেনে নিতে সবচেয়ে হয় নিস্পৃহ ও অনাগ্রহী, (৮) আর যখন সময় ও ভাগ্য পরিবর্তিত হয়, এদেরকে তখন আর নিজ বিশ্বাসের উপর কোনক্রমেই মোটেও স্থির থাকতে দেখা যায় না, (৯) সমাজের

www.pathagar.com

সম্পদগুলোর জন্য এরাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় অন্তরায়। (সুতরাং এদেরকে প্রশ্রয় দিয়ে দেশ এবং জনগণের অকল্যাণ ডেকে আনবে না আর প্রতিহত করারই চেষ্টা করবে।)

সাধারণ মানুষ ঃ এ সমস্ত লোকদের বিপরীত সাধারণ মানুষ, দরিদ্র ও কম সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণী হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে ইসলামের খুঁটি। তাঁরাই হচ্ছে মুসলিমসমাজের আসল চালিকা শক্তি। ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে তাঁরা সদা সতর্ক সৈনিক হিসেবে কাজ করে। সুতরাং তাঁদের প্রতি তোমার মনের দুয়ার খুলে দাও, তাঁদের সাথে আরো বন্ধুভাবাপন্ন হও এবং তাঁদের সহানুভূতি ও আস্থা অর্জন করার ব্যাপারে সচেষ্ট থাক। (এটাই হচ্ছে প্রশাসন ব্যবস্থা উন্নয়নের উপায়ও উদ্ভাবন।)

মানুষের ত্রুটি ও দুর্বলতার প্রতি নেতার আচরণ ঃ গুরুত্বপূর্ণ বা সাধারণ মানুষ যেই হোক, তার সাথে বন্ধুত্বের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করবে। (এটা মানব জীবনের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা।)

ধামাধরা ও খয়েরখাদের থেকে দূরে থাকবে। (দলবদলকারীদের বিশেষ বিবেচনায় পদক্ষেপ নিবে। যারা অপরের কুৎসা রটনাতে নিয়োজিত তাদেরকে শত্রু বলেই মনে করবে।) (এরা তোমার কাছে থেকে নিগৃহীত হলে সুযোগ পেলে তোমারও কুৎসা রটনা করবে। সুতরাং এদের থেকে সতর্ক থাকবে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।)

এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, মানুষের মধ্যে দোষ-ত্রুটি ও দুর্বলতা থাকবেই। মানুষ কখনো ভুলের উর্ধ্বে নয়। এসবকে ক্ষমা করে দেয়ার অধিকার একজন শাসকের চেয়ে আর কার বেশি থাকতে পারে? (অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষমার ব্যাপারে তোমাকে অবশ্যই একটা মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতে হবে।)

অতএব, তুমি অবশ্যই কারো গোপন ভুলত্রুটিগুলো অনুসন্ধান করতে যাবেনা বা এতে লিপ্ত হবেনা। এগুলো মহান ন্যায়বিচারক আল্লাহ্‌র জন্যে রেখে দাও। যেসব ত্রুটি- ব্যর্থতা তোমার নজরে আসে সেগুলোর ব্যাপারে তোমার দায়িত্ব হচ্ছে, কি করে সেগুলো সংশোধন করতে হয় সে ব্যাপারে মানুষকে শিক্ষা দেয়া। (এতে সফল বিফল দুটোই হতে পার।)

www.pathagar.com

অপরের দুর্বলতা জনসমক্ষে ফাঁস করে দেয়ার চেষ্টা করবে না। প্রতিদানে তুমি তোমার যে দুর্বলতাটা মানুষের কাছে গোপন রাখতে চাও আল্লাহ্ তায়ালাও তা ঢেকে রাখবেন।

তোমার ক্ষেত্রে জনগণের মধ্যে থেকে হিংসা-বিদ্বেষ দূর করার চেষ্টা করবে। মানুষের মধ্যে হিংসা ও শত্রুতার কারণ হয়ে দাঁড়িও না। অগুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে উপেক্ষা করে যাও। তোমার অনুগ্রহ বণ্টন ও আস্থা স্থাপন যেন মানুষের মধ্যে বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি না করে। মনে রাখবে প্রত্যেকের ব্যাপারেই সৎ ও নিরপেক্ষ থাকবে। কখনো তোমার ব্যক্তি মর্যাদা ও অনুগ্রহ যেন হিংসা ও বিদ্বেষ উদ্রেককারী উৎস না হয়ে উঠে। যে ব্যক্তি তোমার নৈকট্য ও আনুকুল্য পাবার যোগ্য না হয়ে সে ব্যক্তি যেন তোমার কাছে আসতে না পারে। কখনো তোমার সম্মান মর্যাদা নীচু করবে না।

স্মরণ রাখবে যে, একজন নিন্দুক অত্যন্ত হীন প্রকৃতির ও বিকৃত মানসিকতাসম্পন্ন লোক যদিও সে তোমার শুভাকাংক্ষী ও একজন উপদেষ্টা হিসেবে নিজেকে দেখাতে চায়, আসলে সে কিন্তু অত্যন্ত নীচ ও শঠ। এদের থেকে উপদেশ নেয়ার আগে ধীরে-সুস্থে ভেবে নিতে হবে। (এসব ব্যক্তিদের দ্বারা প্রশাসন ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়, ধ্বংস হয়। যারা তোমাকে উপদেশ দেয়, প্রভাবিত করে এরাই তাদের স্বার্থের ক্ষেত্রে তোমার ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটলেই সমালোচনায় প্রবৃত্ত হবে। এদের চরিত্র বুঝা বড়ই মশকিল। এদের কঠোর হস্তে দমনের চেষ্টা করবে।)

মন্ত্রী ও উপদেষ্টা নিয়োগ সংক্রান্ত উপদেশ ঃ কৃপণ ও নীচাশয় ব্যক্তিদের থেকে কখনো কোন উপদেশ গ্রহণ করবে না, এরা তোমাকে ঔদার্যপূর্ণ কাজ থেকে বিরত রাখবে এবং তোমার মধ্যে দারিদ্র্যের ভয়-ভীতি সৃষ্টি করবে। (এদের চিন্তাধারায় কোন স্বচ্ছতা থাকে না। এ শ্রেণীর লোকেরা আপন পরিবেশের বাইরে কোন চিন্তাই করতে পারেনা, সুতরাং বৃহত্তম পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা করবে কেমন করে।)

একইভাবে নীচু, হিংসুক, ভীতু-কাপুরুষদেরও উপদেষ্টা করবে না। যেহেতু এরা সব সময়ই তোমার দায়িত্ব পালনে নিরুৎসাহী করবে এবং আদেশ-নির্দেশ প্রদান ও কার্যকরীকরণের ব্যাপারেও তোমার মধ্যে দুর্বলতার

www.pathagar.com

সৃষ্টি করে তুলবে। (এরা এতই নিকৃষ্ট যে তোমাকে দিয়েই তোমার অকল্যাণ করাবে এবং লাভের ক্ষেত্রে তোমার সুনাম গাইবে আর ক্ষতির ক্ষেত্রে সমালোচনা স্তুপ দাঁড় করাবে।)

এ শ্রেণীর লোকেরা তোমার ব্যক্তিত্বকে দুর্বল করবে, মান-মানষিকতার ক্ষেত্রে তোমাকে দুর্বলচিত্ত করে দেবে এবং যে সব বিষয়ে সাহসের প্রয়োজন, সেসব বিষয়ে তোমাকে ভীরু করে তুলবে। আর লোভী ও অর্থ লিপ্সুদেরকেও তোমার উপদেশদাতা করবে না। কেননা, এরা তোমাকে শোষণের পরামর্শ দেবে, তোমাকে লোভী করে তুলবে, দুর্নীতিতে খাঁটি অপরাধী করে দেবে এবং অত্যাচার ও নির্যাতন চালানোর জন্যে তোমাকে সব সময়ই প্রভাবিত করবে। (এ শ্রেণীর পরামর্শ কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণের দিকেই ধাবিত করে।)

তুমি ভুলে যাবে না যে কৃপণতা, কাপুরষতা ও লোভ ভিন্ন আকৃতির বলে মনে হতে পারে, যদিও এগুলো সব সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষের বিশ্বাসহীনতার কুপ্রবৃত্তি থেকে উদ্ভুত।

তোমার প্রশাসন ব্যবস্থায় নিকৃষ্টতম মন্ত্রণাদাতা হবে তারাই যারা তোমার পূর্ববর্তী শোষক ও নিপীড়কদের মন্ত্রী, উপদেষ্টা, মন্ত্রণাদাতা থেকে তাদের অন্যায়, অপরাধ ও নৃশংসতার সহযোগী ছিল। (এদের প্রশাসন ব্যবস্থায় নিয়োগ দান করাও সঙ্গত নয়। কারণ এরা সুযোগ পেলেই আবারো পূর্ব অবস্থার দিকে মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে এবং পরিণামে তোমার প্রশাসন ব্যবস্থার দুর্নাম ছড়াবে।)

প্রজ্ঞা ও জ্ঞান প্রশাসনিক দক্ষতার দিক থেকে তাদের সমমানের ব্যক্তি তুমি সহজেই পেতে পার। কিন্তু তাদের বিপরিতক্রমে তাদের স্কন্ধে সে পাপের বোঝা নেই। যারা কোন নিপীড়ককে সাহায্য-সহযোগিতা করেনি তাদের মধ্যে থেকেই তাদেরকে বাচাই করতে হবে।

এ সমস্ত লোকেরাই সবচেয়ে কম ক্ষতিকর এবং সবচেয়ে বড় সহযোগী বলেই তোমার প্রশাসন ব্যবস্থায় প্রমাণিত হবে।

যদি তুমি তাদেরকে কাছে টেনে নাও তাহলে তারা, তাদের সাথে যদি শত্রুপক্ষের কোন সম্পর্ক থাকে তাহলে তাদের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছন্ন করবে।

www.pathagar.com

এক্ষেত্রে আর যারা তোমার সহযোগী বলেই প্রমাণীত হবে তখন এ সমস্ত লোকদেরকেই ব্যক্তিগত এবং রাষ্ট্রীয় কাজে তোমার সহযোগী করে করে নেবে।

শুধুমাত্র এ সমস্ত ব্যক্তিদের উপরই তোমার আস্থা করবে, যারা তোমার সমালোচনায় সবচেয়ে সুস্পষ্ট এবং যারা তোমার পদমর্যাদা ও ক্ষমতার কাছে অপছন্দীয়, তারা সে সমস্ত কাজে তোমাদেরকে সহযোগিতা করতে অস্বীকৃতি জানাবে।

রাষ্ট্রীয় কাজে সত্যনিষ্ঠ, ধর্মপ্রাণ ও সৎলোকদের সংগ্রহ করে তাদেরকে তুমি যে সমস্ত কাজ করনি সে সমস্ত কাজের কৃতিত্ব তোমার উপর চাপিয়ে তোষামোদ করার প্রবণতা দূর করার জন্য প্রশিক্ষণ দাও। (এক্ষেত্রে আল্লাহ্ ও রাসূলের (সঃ) আদেশ-নিষেধ সামনে রাখবে।)

যারা মিথ্যা প্রশংসা করে, আনুকুল্য চায়, তাঁদেরকে পরিত্যাগ করবে। তোষামোদ ও মিথ্যা প্রশংসা তোমাকে নিজের সত্যিকারের সত্তা সম্পর্কে বিস্মৃত করে আত্মকেন্দ্রিক করে তুলবে এবং গর্ব ও ঔদ্ধত্যের কাছে টেনে নিয়ে আসবে। (এসব দিক তোমার জীবন থেকে পরিহার করবে অন্যথায় তুমিও বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।)

জনগণের অধিকার রক্ষায় সতর্কীকরণ ঃ (ক) সাধারণ নীতিমালা ঃ ভাল আর মন্দের সাথে তুমি কখনো একই রকম আচরণ করবে না। যদি তুমি এটা কর, তাহলে তুমি ভাল মানুষকে ভাল কাজ থেকে দূরে সরিয়ে ফেলবে এবং দুষ্কৃতকারীদেরকে কুকর্মে উৎসাহ দেয়া হবে। সুতরাং যে, যে রকম কাজ করবে তোমার কাছ থেকে তার সে রকম আচরণই লাভ করা উচিত। (স্বচ্ছ চিন্তা-চেতনাই এ অবস্থায় তোমার পথ অবলম্বনের সহায়ক হবে।)

তোমার মনে রাখা প্রয়োজন যে, একজন শাসক জনগণের মধ্যে আনুগত্য ও সুনাম সৃষ্টি করতে পারে, শুধুমাত্র যদি সে তাদের প্রতি দয়ালু ও সহানুভূতিসম্পন্ন হয়, জনগণের অভাব-অভিযোগ, সুযোগ-সুবিধার খোঁজ-খবর নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে, ক্রমাগত তাদের যাতনার বোঝা হালকা করে দেয়, তাদের ক্ষমতার বাইরে কর বসানো

www.pathagar.com

পরিহার করে, তাদের উপর যুলুম ও নিষ্পেষণ না চালায়, তাদের শক্তির বাইরে কোন দায়িত্ব না চাপিয়ে দেয়। (রাষ্ট্রীয় কল্যাণে এটাই দেশ ও জাতির সমৃদ্ধি ও উন্নতির সোপান।)

সুতরাং তোমার কাজ ও আচরণ এমন হওয়া প্রয়োজন যাতে করে তুমি জনগণের ক্ষেত্রে সুনাম ও আস্থা অর্জন করতে পার। এমন কিছু ধ্যান-ধারণা বা পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে না, যাতে তুমি তাদের অবিশ্বাসের কারণ হও। তোমার উপর জনগণের আস্থাতে তোমার অনেকগুলো উদ্বেগ কমিয়ে দেবে। (জনগণের দুঃখ-দুর্দশা অভাব-অভিযোগ শোনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। এসব যাচাইয়ের জন্য নিজে বা এমন বাহিনী পাঠানো উচিত যারা বিশ্বস্ততার সাথে রিপোর্ট প্রদান করবে।)

এমন সব লোকের উপর তোমার আস্থা স্থাপন করা উচিত, যাদেরকে তুমি বিচার ও পরীক্ষা করার পর আদর্শবান রূপে গ্রহণ করে আস্থা স্থাপন করেছ। (এসব প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ তোষামোদকারী ও নীচমনা ব্যক্তিদের প্রয়োগ করা কোনক্রমেই সঙ্গত হবেনা। যদি করা হয় তখন এদের দ্বারা তোমার কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণই বিরাজ করবে।)

এমন সব লোকের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে না, যারা নিজেদেরকে অবিশ্বস্ত, অদক্ষ ও অযোগ্য প্রমাণ করেছে এবং যারা অন্যায়ভাবে মনে করে যে, তুমি তাদের প্রতি নির্দয় ও রুক্ষ ব্যবহার ও পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছ। (এদের গতিবিধি সম্পর্কে সর্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবে কারণ এরা সুযোগ পেলেই তোমার ক্ষতি সাধনে লিপ্ত দেখতে পাবে এবং বিভ্রান্তি ছড়িয়ে জনগণকে তোমার বিরুদ্ধাচরণে উত্তেজিত করতে বাধ্য করবে।)

কল্যাণকর ঐতিহ্য, রীতি ও আচার-ব্যবহার এবং পূর্ববর্তী প্রশাসন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আইন-কানুন ও রীতি যার মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ঐক্য, সংহতি ও সৌহার্দ্রবোধ সুদৃঢ় হত সেগুলো তুমি ভেংগে দেবে না বা পরিবর্তন করতে যাবে না।

মনে রাখবে যে, এ সমস্ত মহৎ ঐতিহ্য ও রীতিনীতির উপরই জনগণের মধ্যে শান্তি ও সুনাম নির্ভর করে।

www.pathagar.com

এমন কোন অভিনব পন্থা প্রচলন করবে না, যা কোন কল্যাণকর প্রাচীন ঐতিহ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। যারা এ সমস্ত অভিনব রীতি চালু করেছে তারা এর জন্য প্রতিদান লাভ করবে কিন্তু পূর্বতন কল্যাণকর ঐতিহ্য ভংগের জন্য শাস্তির যোগ্য হবে।

(খ) সামাজিক শ্রেণীসমূহ ঃ হে মালিক! তোমার জানতে হবে তোমাকে যে জনগণের উপর শাসক নিযুক্ত করা হয়েছে তারা বিভিন্ন সমষ্টিগতভাবে এতখানি পরস্পর নির্ভরশীল যে, গোটা সমাজ কাঠামোটাই যেন একটা ঘনভাবে বোনা জাল। অপর অংশের কার্যকর আন্তরিক সহযোগিতা ও সদিচ্ছা ছাড়া কোন একটা দলই সুখে-শান্তিতে সমাজ, রাষ্ট্রে বসবাস করতে পারে না।

তাঁদের মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য প্রতিপালনের জন্য আল্লাহ্‌র সেনাবাহিনী, পরবর্তী শ্রেণী হচ্ছে রাষ্ট্রীয় সচিবরা, তৃতীয় দলটি হচ্ছে কাজ নিশ্চিতকরণের কাজে নিয়োজিত কাজী ও বিচারকবৃন্দ, চতুর্থ দলটি হচ্ছে আইন-শৃংখলা রক্ষার মাধ্যমে যারা দেশের জনগণের সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করেন। এরপর আসছে সাধারণ মানুষ মুসলমান যারা সরকারী কর প্রদান করে এবং অমুসলিম যারা করের পরিবর্তে যিযিয়া কর দেয়, পরবর্তীতে আসছে সমাজে পাদ প্রদেশের দোকানদার, শিল্পী ও কারিগর। যাদেরকে তুমি সব সময়ই দরিদ্র ও নির্যাতিতই দেখতে পাবে।

এ সব প্রত্যেকটা শ্রেণীর অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে রাহমানুর রাহীম আল্লাহ্‌ তাঁর কালামে পাকে বিধৃত করেছেন এবং রাসূলের (সাঃ) হাদীসের মাধ্যমে তা বিশ্লেষিত হয়েছে, এর একটা সম্পূর্ণ নমুনা আমাদের কাছে মওজুদ রয়েছে।

(গ) ইসলামী বাহিনীর মর্যাদা ঃ মহান আল্লাহ্‌র আদেশে সেনাবাহিনী ও পুলিশ রাষ্ট্র ও জনগণের নিরাপত্তা রক্ষায় একটা সুদৃঢ় দুর্গের ভূমিকা পালন করে, তারা একজন শাসকের জন্য অলংকার, একটা শক্তির উৎস, ঈমানদারদের কাছে মর্যাদা ও শান্তির প্রতীক হিসেবে বিবেচিত।

তারা মানুষের মধ্যে সুখ-শান্তি সুনিশ্চিত করে, তারা হচ্ছে নিরাপত্তার অভিভাবক যাদের মাধ্যমে সুদক্ষ আভ্যন্তরীণ প্রশাসন সুনিশ্চিত হতে পারে।

www.pathagar.com

অতএব জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদা প্রদানের বিষয়টি তাদেরকে ছাড়া রক্ষা করা একেবারেই অসম্ভব।

সেনাবাহিনী সংরক্ষণে তাদের জন্য মহান আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত করের উপর নির্ভরশীল। এ কর দিয়ে তারা নিজেদের ভরণপোষণ, অন্যান্য প্রয়োজন মেটানো এবং ঈমান ও ন্যায়ের পথে সংগ্রামে শত্রুদের পরাভূত করার জন্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সদা প্রস্তুত থাকে।

(ঘ) বিচার বিভাগ, শাসন বিভাগ ও সচিবালয় ঃ যদিও জনগণ ও সেনাবাহিনী দুটি গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণী। তাদের স্বাচ্ছন্দ্য অন্যান্য শ্রেণীর যথা–বিচার বিভাগ, শাসন বিভাগ ও সচিবালয়ের সহযোগিতা ছাড়া অসম্ভব। প্রথমটি বিচার চালায়, দ্বিতীয়তটা রাজস্ব সংগ্রহ ও আইন-শৃংখলা সুরক্ষা করে এবং তৃতীয় দলটা তাদের সাধারণ কল্যাণ ও বিশেষ বিষয়াবলী বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সৌহার্দ্র ও সম্প্রীতি, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর অধিকার ও দায়িত্বের নিদর্শন হিসেবে কাজ করে।

ঙ. ব্যবসায়ী ও কারিগর ঃ উপরোক্ত কাঠামোর সুফল নির্ভর করে আবার ব্যবসায়ী, শিল্পী ও কারিগরদের উপর। তারা সরবরাহকারী ও ভোক্তাদের মধ্যে মধ্যস্থ হিসেবে কাজে নিয়োজিত, তারা লাভের আশায় দোকান, বাজার ও ব্যবসাকেন্দ্র ইত্যাদি স্থাপন করে এবং এতে জনসাধারণ নানাভাবে উপকৃত হয়। কারিগররা তাদের সুদক্ষ নির্মাণ কর্ম দিয়ে সমাজকে এমনভাবেই সাহায্য করে যা অদক্ষ শ্রম দিয়ে কখনো সম্ভব নয়।

চ. দরিদ্র-পঙ্গু শ্রেণীর প্রতি গুরুত্বারোপ ঃ দরিদ্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হচ্ছে পঙ্গু, দরিদ্র ও ছিন্নমূল গোষ্ঠী তারা অন্যান্য মানুষের কাছ থেকে সাহায্য ও সহযোগিতা পাবার যোগ্য। (এ শ্রেণীটার ব্যাপারে সর্বদাই সহানুভূতিশীল থাকবে এবং নানা রকম রাষ্ট্রীয় সাহায্য তাদের জন্য বরাদ্ধ করবে। বণ্টন ব্যবস্থায় যেন কোন ত্রুটি না ঘটে সেদিকেও তুমি বা তোমার বাহিনী নিয়োগ করবে। দেখা যায় এ শ্রেণীর নামে বরাদ্ধ সাহায্য সম্পদ এক শ্রেণীর ঘৃণ্যতরদের হাতে চলে যায় আর এ দুর্বল শ্রেণী বঞ্চিতই থেকে যায়। তাই বণ্টন ব্যবস্থার রিপোর্ট তোমার পরীক্ষা করে দেখতে হবে। তাতে আশা করা যায় বণ্টনকারীদের মধ্যে এক ভয়ভীতি বিরাজ করবে এবং বঞ্চিত শ্রেণীও সঠিক প্রাপ্য পেয়ে যাবে।)

www.pathagar.com

এ সমস্ত প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর জীবন নির্বাহের জন্য মহান আল্লাহ্ বহু কিছু নির্দেশনা দিয়েছেন। প্রত্যেক জনগোষ্ঠীরই অধিকার রয়েছে একটা সুখী জীবনের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহায়তা রাষ্ট্র থেকে পাবার।

হে মালিক! মনে রাখবে, সর্ব শক্তিমান আল্লাহ্ কোন শাসককেই তার দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে অব্যাহতি দেবেন না, যদি সে তার দায়িত্ব পালনে সর্বশক্তি নিয়োগ না করে এবং ন্যায় ও সত্যের পথ সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে না থাকে এবং মানুষের প্রতিক্রিয়া অনুকূলে বা প্রতিকূল যাই হোক না কেন, যদি সবই সে ধীরস্থিরভাবে মেনে না নেয়।

ইসলামী বাহিনী নিয়োগের ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় ঃ (ক) ইসলামী বাহিনীর সেনাপতি নিয়োগ এমন কাউকে সেনাপতি নিয়োগ করবে, যে তোমার মতে সবচেয়ে একনিষ্ঠভাবে মহান আল্লাহ্, নবীজী (সাঃ) ও তোমার ইমামের প্রতি নিবেদিত, যার একটা স্বচ্ছ বিবেক রয়েছে, যার ধার্মিকতা জ্ঞান ও ভদ্র আচরণের জন্য সুখ্যাতি রয়েছে, যিনি হঠাৎ রেগে যান না, অজুহাতকে সহৃদয়তার সাথে বিবেচনা করে থাকে, যিনি সবলদের প্রতি শক্তি প্রয়োগে কঠোরতা ও দুর্বলদের প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ত ও মহানুভবতা প্রদর্শন থাকে, যিনি হবেন প্রতিশোধ পরায়ণতা ও জিঘাংসার মনোভাব থেকে মুক্ত যা মানুষকে শক্তি প্রয়োগে বাধ্য করে। হীনমন্যতা থেকে তাকে অবশ্যই মুক্ত হতে হবে যা তার অন্তর্নিহিত দুর্বলতার কারণে মানুষকে অসহায় করে তোলে।

উত্তম সেনাধ্যক্ষ বাছাই ও যোগ্য কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য তোমাকে এমন সব লোকের সাথে মিশতে হবে ও সম্পর্ক রাখতে হবে যারা বংশ মর্যাদার দিক দিয়ে উন্নত এবং যারা ধার্মিকতা, সাহসিকতা ও প্রশংসনীয় বীরত্বপূর্ণ কাজের সুমহান ঐতিহ্যের অধিকারী। সাধারণত এসব লোকেরাই সর্বোত্তম চরিত্র, ধার্মিকতার আদর্শ ও মহান কার্যাবলীর প্রেরণা প্রদানকারী উৎস হিসেবে পরিগণিত হতে থাকবে।

(খ) সেনানায়কদের প্রতি নেতার দায়িত্ব ঃ এভাবে বাছাইকৃত লোকদের কাজকর্মের প্রতি একজন পিতার মতই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবে, যাতে তাদের কোন দোষত্রুটি অতি সহজে তোমার কাছে ধরা পড়ে। তাদের প্রতি

www.pathagar.com

সদয় ব্যবহার করবে এবং এতে তোমার প্রতি তাদের শ্রদ্ধা ও আস্থাশীলতা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। (শাসকের সুশাসনের স্থায়ীত্ব নির্ভর করে প্রতিরক্ষা বাহিনীর অবস্থার উপর।)

যেসব প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাদেরকে শক্তিশালী করা হয়েছে সুবিচেনার যোগ্য হওয়া সত্বেও তা অতিরঞ্জিত করবে না। তাদের ছোটখাট অভাব পূরণে কখনো উদাসীনতা প্রদর্শন করবে না। যদিও প্রধান প্রয়োজনাদি পূরণ করাটা অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ তবুও অনেক সময় ছোটখাট প্রয়োজনের প্রতি নজর প্রদান ও অনুগ্রহ অত্যধিক ফলপ্রসু হয়ে থাকে। তাদের বড় বড় বিষয়াদির প্রতি যথাযথ নজর প্রদান করা হয়েছে একমাত্র এ অজুহাতেই ক্ষুদ্র ব্যাপারগুলোকে খাট করবে না।

যখন তোমাদের মধ্যে যদি কোন বিষয়ে বিবাদ দেখা দেয় তখন তা মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের হাতেই ছেড়ে দেবে।

(মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্র অনুগত হও আর রাসূলের অনুগত হও এবং তোমাদের অন্তর্গত নেতারা আদেশদাতাগণের, এরপর যদি তোমাদের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে কোন মতবিরোধ দেখা দেয় তাহলে আল্লাহ্ ও রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তিত হও, যদি তোমরা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস করে থাক, এটাই কল্যাণকর ও পরিসমাপ্তি। (সূরা আন নিসা ঃ ৪৯ আয়াত)

এ আয়াতটি নাযিলের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ রাসূল (সঃ) একটি নৌবাহিনীতে আবদুল্লাহ ইবনে হোযাইফা (রাঃ)-কে প্রেরণ করেন, সেখানে নেতার আদেশ মান্য করা নিয়ে বাগবিতান্ডা শুরু হয় তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়। (সহীহ বুখারী)

আল্লাহ্র কুদরতী হাতে কোন বিষয় ছেড়ে দেয়ার অর্থই হচ্ছে তাঁর কালাম থেকে নির্দেশনা ও উপদেশ গ্রহণ করা আর নবীর (সাঃ) হাতে ছেড়ে দেয়ার অর্থ তাঁর এমন সব হাদীস অনুসরণ করা যেগুলো সন্দেহের উর্ধ্বে। (এটাই সমস্যা সমাধানের উত্তম ব্যবস্থা।)

বিচারক ঃ (ক) গুণাবলী ঃ জনগণের বিচার কাজ চালানোর জন্য তোমার অত্যন্ত বিবেচনা নির্ভর হতে হবে। এ উদ্দেশ্যে চমৎকার চরিত্র, উত্তম মেধা ও উল্লেখযোগ্য যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদেরকেই নির্বাচন করা উচিত।

www.pathagar.com

তাদের অবশ্যই নিম্নরূপ গুণাবলীসম্পন্ন হতে হবে ঃ ১. সমস্যার জটিলতা কিংবা সংখ্যার আধিক্যতার কারণে তাদের কখনোই মেজাজের ভারসাম্য না হারায়।

২. যখন তারা সুনিশ্চিতভাবেই বুঝতে পারবে যে, তার প্রদত্ত রায় ভুল হয়েছে তা সংশোধন করা কিংবা সে রায় পরিবর্তন করা তাদের পক্ষে মোটেও মর্যাদা হানিকর ভাবা উচিত নয়।

৩. তারা কখনো লোভী, দুর্নীতিপরায়ণ ও চরিত্রহীন হতে পারবে না।

৪. যতক্ষণ পর্যন্ত না একটা অভিযোগের এদিক ও সেদিক নিশ্চিত হওয়া অনুচিত, যখন অস্পষ্টতা ও দ্বন্দ্ব দেখা দেয় তখন আরো বিস্তৃত অনুসন্ধান চালিয়ে বিষয়গুলো সুস্পষ্ট করে নিয়ে এরপরই রায় প্রদান করতে হবে।

৫. এতে তাদের অবশ্যই যুক্তি-প্রমাণের উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করতে হবে এবং তাদের কখনই মামলাকারীর দীর্ঘ কৈফিয়ত নিরীক্ষণে এবং বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের মাধ্যমে মিথ্যা থেকে সত্যে উপনীত হবার কাজে অবশ্যই ধীর-স্থির হতে হবে, আর তখন তাদের নির্ভয়ে রায় প্রকাশ করে বিবাদের ইতি টানতে হবে।

৬. যাদের প্রশংসা করা হলে আত্মদর্পী হয়ে উঠে এবং যারা তোষামোদে গলে যায় আর চাটুকারিতা ও প্ররোচনায় বিপথগামী হয়, তাদের মধ্যে কেউ যেন বিচারক না হয়। (এমন হলে বিচারের পরিবর্তে অবিচারই প্রাধান্য পাবে।)

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এ সমস্ত মহৎ গুণাবলীসম্পন্ন লোকদের খুব কমই দেখা পাবে। যখন তুমি বিচারক নিয়োগ করবে, তাদের কিছু কিছু বিচারের রায় ও ধারা বিবরণী তুমি নিজেও আদ্যোপান্ত খুঁটিয়ে পরীক্ষা করবে। (তাতে বিচারকদের মনে একটা ভয়-ভীতি জাগ্রত হবে এবং দুর্নীতির আশ্রয় নেবেনা বা এমন দুর্নিতি করার সাহসও পাবেনা এবং এটাই দুর্নিতি দমনের প্রকৃষ্ট উপায়।)

খ. বিচারকদের প্রতি নেতার কর্তব্য ঃ এভাবেই বিচারক নিয়োগের পর তুমি তাদের জন্য একটা চলনসই ভাতা নির্ধারণ করে দিবে যাতে করে তাদের সমস্ত বৈধ প্রয়োজনগুলো মিটে যায় আর তারা যেন অপরের কাছে চাইতে কিংবা দুর্নীতির আশ্রয় নিতে বাধ্য না হয়।

www.pathagar.com

এ ব্যবস্থাপনা তোমার সরকারের মধ্যে নিশ্চিত করবে মর্যাদা ও সম্মান এবং তোমার ঘনিষ্ঠতা নিশ্চিত করবে আর লক্ষ্য রাখবে তোমার কোন সভাসদ কেউই যেন তাদেরকে এক্ষেত্রে ভীত কিংবা তাদের উপর কর্তৃত্ব না করতে পারে।

বিচার বিভাগকে অবশ্যই সব ধরনের প্রশাসনিক চাপ ও প্রভাব থেকে মুক্ত হতে হবে এবং ষড়যন্ত্র ও দুর্নীতির উর্ধ্বে থাকতে হবে। তাতে তাদের অবশ্যই ভীতি ও পক্ষপাতহীন হয়ে কাজ করে যেতে হবে।

বিষয়টা ভাল করে ভেবে দেখে বিশেষতঃ এ দিকটার উপর অত্যধিক গুরুত্ব দেবে। কারণ, তোমার নিযুক্তির আগে এ রাষ্ট্রটা ছিল দুর্নীতিপরায়ণ ও দাগাবাজদের অধীনে। এসব লোভী ও জঘন্য ব্যক্তিরা ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য রাষ্ট্রটাকে চরমভাবে শোষণ করেছে এবং সম্পদ অর্জন ও অন্যান্য পার্থিব বস্তু অর্জনের জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহারই করেছে।

রাষ্ট্রীয় প্রশাসক ও কর্মকর্তাবৃন্দ ঃ (ক) যোগ্যতা ঃ রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা বা প্রশাসকবৃন্দের কাজকর্ম দেখা-শোনার দায়িত্ব তোমারই। অতএব তাদের চরিত্র, যোগ্যতা ও আচার-আচরণগত দিক ভাল করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পরই তাদেরকে নিযুক্ত করা উচিত। পরীক্ষার ভিত্তিতে এবং যেকোন ধরনের পক্ষপাত ও অপরের প্রভাবমুক্ত থেকে তাদের নিয়োগ করাই উচিত।

যদি তুমি কর্মকর্তাদের নিছক প্রতিপালন ও সাহায্য করার উদ্দেশ্যেই নিয়োগ করে থাক তাহলে তা অবিচার, অত্যাচার এবং রাষ্ট্রীয় অর্থের অপব্যবহার ও দুর্নীতির রূপ পরিগ্রহ করবে। অভিজাত বংশীয়, অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও প্রাথমিক যুগে যারা ইসলামের জন্য আত্মত্যাগ করেছে তাদের মধ্য থেকে তোমার কর্মকর্তা নিয়োগে দৃষ্টিপাত করবে। উন্নত চরিত্র ও অত্যন্ত ভদ্র ও শরীফ হলে তারা সহজেই লালসা ও দুনীতির শিকার হয়ে পড়বে না। যেহেতু তাঁরা তাঁদের কাজের পরিণতি সম্পর্কে অসচেতন নয়। (এ ধরণের লোকেরাই হয় রাষ্ট্রীয় কাজে সুনামের অধিকারী।)

(খ) বিচারকদের প্রতি নেতার কর্তব্য ঃ তাদেরকে পরিপূর্ণরূপে বেতন দেবে যেন তারা নৈতিক অধপতনের দিকে ঝুঁকে না পড়ে, এটা তাদের নিজেদের উপর আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং তারা যে তহবিলের জিম্মাদার এর

www.pathagar.com

উপর যথাযথ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হবে। মোটা ভাতা পাবার পরও যদি তারা তহবিল তসরূপ করে আর নিজেদেরকে অসাধু বলে প্রমাণ করে, তাহলে তুমি তাদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য তখন একটা সংগত কারণ খোঁজে পাবে। সুতরাং তাদের কাজের পদ্ধতি ও খুঁটিনাটির উপর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবে এবং তাদের নিযুক্তির পর স্বাধীনভাবে কখনো ছেড়ে দিবে না।

তদারকী সংক্রান্ত উপদেশ ঃ এ সমস্ত কর্মকর্তাদের কাজ পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করার জন্য তোমার সৎ ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের নিয়োগ করাই উচিত হবে, যদি তারা জানে যে, তাদের কার্যাবলী গোপনীয়ভাবে দেখা হচ্ছে, তাহলে তারা অসাধুতা ও অসৎকর্ম থেকে বিরত থাকবে এবং এ ভয়ভীতি সর্বদাই মনে বিরাজ করবে।

জনগণের প্রতি আন্তরিকতাপূর্ণভাবে নিবেদিত হও এবং তোমার সরকারকে অসাধু কর্মকর্তাদের অনুপ্রবেশ থেকে সুরক্ষা কর। এরপরও যদি কোন কর্মকর্তাকে অসৎ দেখতে পাও এবং তোমার গুপ্তচররাও যদি এর সমর্থন দেয় তাহলে তুমি অবশ্যই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রয়োগ করবে। (এতে আশা করা যায় অন্যান্য অসতেরাও ভয়-ভীতিতে অন্যায়জনক কাজ থেকে বিরত থাকবে নতুবা সংশোধন হবে।)

শাস্তিটা হতে পারে শারীরিক, চাকরি থেকে বরখাস্তকরণ এবং ক্ষতিপূরণ প্রদান, তাকে এমনভাবেই অপদস্ত করতে হবে যেন সে তার কৃত অপরাধের পরিণতি অনুধাবন করতে পারে। তার অপমান ও শাস্তিকে একটা ব্যাপক প্রচারণা দেয়া প্রয়োজন, যেন তার জীবনটা হয়ে পড়ে গ্লানিময় ও কালিমালিপ্ত আর অপরের জন্য হতে পারে দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষনীয় বিষয়।

রাজস্ব, রাজস্বদাতা ও কোষাগার ইত্যাদি ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় ঃ কর ও রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে তোমার অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে, রাজস্বের চেয়ে রাজস্বদাতাদের কল্যাণের গুরুত্ব বেশি। রাজস্বদাতাদের কল্যাণের উপরেই বাদবাকী জনসংখ্যার কল্যাণই নির্ভরশীল। মনে রাখতে হবে যে একটি রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ জাতিটাই রাজস্ব আদায়ের উপর নির্ভরশীল।

সুতরাং তুমি রাজস্ব সংগ্রহের চেয়ে জমির উর্বরতার উপর অধিকতর গুরুত্বারোপ করবে, যেহেতু রাজস্ব দেয়ার ক্ষমতা ভূমির উর্বরতার উপরই

www.pathagar.com

নির্ভর করে। যে শাসক জমির উর্বরতা ও জনগণের সমৃদ্ধির উপর নজর না দিয়ে কেবল কর আদায়ের জন্য ব্যস্ত থাকে সে অবশ্যম্ভাবীরূপে ভূমি, রাষ্ট্র ও জনগণের ধ্বংসই ডেকে আনে আর তখনই শুরু হয় বিপর্যয়। অতএব তার শাসন বেশি দিন স্থায়ী হতে পারেনা পতনই ত্বরান্বিত হয়।

যদি তোমার জনগণ বেশি কর আরোপের অভিযোগ আনে কিংবা প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন ঃ অনাবৃষ্টি, সেচ ব্যবস্থার বিপর্যয়, পোকার আক্রমণ, বন্যা, খড়া ইত্যাদির শিকার হয়ে পড়ে, তাহলে তুমি তাদের কষ্ট, দুঃখ-দুর্দশা অশেষ সহানুভূতির সাথেই বিবেচনা করবে এবং তাদের অবস্থার উন্নতির স্বার্থে তাদের কর যথাযথ অনুপাতে কমিয়ে আনবে।

কর কমিয়ে দেয়ার কারণে রাষ্ট্রীয় তহবিলের সঙ্কোচন যেন তোমাকে বিচলিত না করে। কেননা, একজন শাসকের জন্য সবচেয়ে বড় বিনিয়োগ হচ্ছে জনগণকে তাদের সংকটের সময় সাহায্য করা ও স্থিতিশীল রাখা।

বস্তুতঃ করদাতাগণই হচ্ছে রাষ্ট্রে একটা প্রকৃত সম্পদ এবং যে কোন বিনিয়োগই তোমার নগরী তথা সমগ্র জনগণের সুখ ও সমৃদ্ধি আনয়নের মাধ্যমেই তারা ফিরিয়ে দেবে। তাদের রাজস্বের সাথে সাথে তুমি তাদের ভালবাসা, সম্মান ও প্রশংসা লাভ করবে। ন্যায় ও সততা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই তাতে প্রকৃত তৃপ্তি-আস্বাদ লাভ করবে। এটাই কি স্থায়ী সুখকর বিষয় নয়?

যদি জনগণকে স্বস্তি উপহার দিয়ে তুমি তাদের সমৃদ্ধির সময় তোমার বিনিয়োগটা উদ্ধৃত্ত হিসেবে ফেরত পেতে পার এবং প্রয়োজনের সময় তা কাজে লাগাতে পার। তোমার সহানূভূতিপূর্ণ আচরণ, বদান্যতা, মহানুভবতা ও ন্যায় বিচার এক ধরনের নৈতিক প্রশিক্ষণ হিসেবে কাজ করবে এবং তাদেরকে সভ্যতা ও ন্যায়ের সাথে অভ্যস্ত করে তুলবে। তাতে একটা সুখী ও সমৃদ্ধ জনসমষ্টি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞই থাকবে এবং তোমাকে তারা সার্বক্ষণিক সহযোগিতা ও নিরাপত্তা প্রদান করবে। (এসব গুণ একজন শাসকের থাকা উচিত।)

আসলে এ ধরনের জনগণই হবে প্রকৃত অর্থে তোমার শ্রেষ্ঠতর সম্পদ। যখন তুমি কোন অপ্রত্যাশিত দুর্যোগের মুখোমুখি হবে এবং তাদের সাহায্যের প্রয়োজন হবে, তখন তারা আনন্দের সাথে তোমার বোঝার অংশীদার হবে। একটা সমৃদ্ধ জনগোষ্ঠী যে কোন বোঝা বইতে পারে। কিন্তু দরিদ্র জনগণ হচ্ছে একটা দেশের অধপতন ও ধ্বংসের মূল কারণ।

www.pathagar.com

গভর্নর ও কর্মকর্তাদের অর্থোপার্জনের প্রতি মোহ, সৎ বা অসৎ যে কোন পন্থায়ই হোক দারিদ্র্যের একটা কারণ হতে পারে। যদি তারা কেবল তাদের পদ হারাবার ভয়েই অস্থির হয়ে থাকে, তাহলে তারা স্বল্প সময়ের মধ্যে যতটুকু বাগিয়ে নেয়া সম্ভব এর জন্যই তাড়াহুড়া শুরু করে দেবে। তারা কখনো জনগণের দুঃখ-দুর্দশা, রাষ্ট্রের উন্নতি-অবনতি ইত্যাদি নিয়ে মাথা ঘামায় না আর কখনোই তারা বিভিন্ন জাতির উত্থান-পতনের ইতিহাস থেকে শিক্ষাও নেয় না, আর সর্ব শক্তিমান আল্লাহ্‌র বাণী নিয়েও চিন্তা-ভাবনা করার প্রয়োজনবোধ করে না। (এতই জঘন্য অন্তর এদের।)

অমাত্যবর্গ ও সচিবদের ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় ঃ অমাত্যবর্গ ও সচিব নিয়োগের ব্যাপারে তোমাকে অবশ্যই অত্যন্ত সতর্ক হতে হবে। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা সম্পর্কিত ও অন্যান্য গোপনীয় ব্যাপারে তাদের মধ্য থেকে যোগ্যতমদেরকেই বাছাই করে এ দায়িত্ব অর্পন করতে হবে। (যদিও এ ব্যাপারটা খুবই কঠিন তবুও সচেষ্ট থাকতে হবে।)

এ সমস্ত ব্যক্তিদের নির্বাচনের পর তাদের হাতে তোমার চিঠিপত্র, গোপানীয় দলিলপত্র ও পরিকল্পনার কাজ কমিয়ে দাও। তাদের অবশ্যই সৎ, চরিত্রবান, নীতিবান হতে হবে যেন ক্ষমতা ও পদমর্যাদা তাদেরকে জনসমক্ষে সরকারের বিরুদ্ধে বলতে, তোমার আদেশ উপেক্ষা করতে, মিথ্যা প্রচারণা চালাতে ও প্রয়োজনীয় বিষয়াদি তোমার কাছে হাজির করতে বিলম্ব করার সাহস যেন তাদের না হয়।

তারা কিছুতেই যেন গুরুত্বপূর্ণ চিঠিপত্র ও বিষয়বস্তু নিয়ে অহেতুক বিলম্ব না ঘটায়। যখন কর্মকর্তাবৃন্দ রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে চুক্তি করতে যায়, তুমি লক্ষ্য রাখবে এসব চুক্তিগুলো যেন ত্রুটিহীন হয় এবং কখনো রাষ্ট্রীয় স্বার্থের পরিপন্থী না হয়।

রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর কোন চুক্তি বা আলোচনায় যেন তারা কখনো না যায়। যুক্তির কাঠামো কিংবা কোন ষড়যন্ত্রের কারণে যদি রাষ্ট্রের অবস্থান হয়ে উঠে দুর্বল, তাহলে এ সমস্ত চুক্তি ও আলোচনাকে বাতিল করে দেয়ার মত সাহস ও শক্তি যেন তাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকে।

www.pathagar.com

তোমার সচিবদের অবশ্যই আপন পদমর্যাদার, প্রশাসনে তাদের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত থাকতে হবে। কেননা, যদি কেউ তার আপন অবস্থান ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন না থাকে, তাহলে সে কখনো অন্যদের সম্পর্কে কোন ধারণাই করতে পারবে না।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে নির্বাচনের জন্য তুমি শুধু তোমার আপন বিচার ক্ষমতা ও উত্তম ধারণার উপরই কেবল নির্ভর করলে চলবে না। কারণ, তুমি সামান্য ক'টি ক্ষেত্রেই শুধু তাদেরকে সৎ, বুদ্ধিমান, যোগ্য ও বিশ্বস্ত দেখতে পেয়েছ।

তোমার ভুলে গেলে চলবে না যে, কিছু লোককে যদিও সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত মনে হয়, আসলে তারা ধার্মিকতার পোশাকে নানান অজুহাতে শাসক ও উচ্চ পদস্থদের হৃদয় জয় করে নেয়। তারা তাদের প্রশংসা এবং স্বীকৃতিও লাভ করে, যদিও তারা বিচক্ষণ কিংবা বিজ্ঞ কোনটাই নয়, আর তাদের অন্তরে বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠার লেশ মাত্র নেই। (এ শ্রেণীটাই হচ্ছে সমাজ, রাষ্ট্র ধ্বংসকারী। যুগে যুগে রাষ্ট্র ও সমাজে এদের আবির্ভাব ঘটবেই।)

কর্মকর্তা বাছাইটা নির্ভর করা উচিত পূর্ববর্তী শাসনামলের সার্ভিস রেকর্ডের উপর। যোগ্যতা ও সততার সুনামের উপরেই এক্ষেত্রে তোমাদের অধিকতর গুরুত্বারোপ করতে হবে।

তোমার সরকারের বিভিন্ন বিভাগের প্রধানরূপে নিযুক্ত করবে এমন সব লোককে জটিল সব সমস্যার সমাধানের জন্য যাদের যথেষ্ট পরিমাণ জ্ঞান ও প্রজ্ঞা রয়েছে এবং যারা কঠোর পরিশ্রম করতে সক্ষম। আর সমাজে অবশ্যই তার সততার সুনাম থাকতে হবে।

এমন সব কাজে মহান দয়ালু আল্লাহ্ ও যিনি তোমাকে নিযুক্ত করেছেন তাঁর প্রতি তোমার অনুগত্যের নিদর্শনই হয়ে দাঁড়াবে। তোমার প্রধান সচিবালয়ের প্রত্যেকটা কার্যালয় বিভাগে নিয়োজিত ব্যক্তিদের অধিক ক্ষমতাবান করা যাবে না এবং তারা যেন আপন দায়িত্বের চাপেই ন্যস্ত থাকে। (প্রত্যেককে শেষ বিচারের দিনে আপন দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আল্লাহ্র কাছে জবাবদিহি করতে হবে। সে দিন যেন নিজ কৃতকর্মের কথা স্মরণ করে আক্ষেপ করতে না হয়।)

www.pathagar.com

যদি তোমার কর্মকর্তাদের কোন ভুলত্রুটি থাকে আর তুমি যদি এর সংশোধনের উপেক্ষা প্রদর্শন করে সহানুভূতি প্রদর্শন কর তাহলে তাদের সমস্ত ত্রুটি ও অপকর্ম একমাত্র তোমারই উপর বর্তাবে এবং শেষ পর্যন্ত তাদের যাবতীয় কাজের জন্য তোমাকেই এককভাবে দায়ী করা হবে। (দায়িত্ব এমনই এক বস্তু এর মর্যাদা রক্ষায় সচেষ্ট থাকবে। এর অবহেলাকারীর পরিণতি দুনিয়াতেও হয় আর পরকালে আরও ভয়াবহ আকারে অপেক্ষা করছে। অতএব কেউ জানুক আর নাই জানুক তুমি তোমার দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকবে।)

ব্যবসায়ী ও কারিগর ঃ ক. অর্থনৈতিক প্রশাসক ঃ আমি তোমাকে আরো উপদেশ দিচ্ছি, ব্যবসায়ী, কারিগর ও শিল্পপতিদের প্রতি সহানুভূতিশীল হবার, তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করার এবং তোমার কর্মকর্তাদেরও একই আচরণ করার নির্দেশ দেয়ার। আর অন্যান্যরা দেশ-বিদেশে আমদানি রফতানির কাজে নিয়োজিত থাকতে পারে।

একইভাবে রয়েছে কারিগর, নির্মাণকর্মী ও শিল্পপতিরা। তাদের সবার সাথে ভাল ব্যবহার করা উচিত এবং তাদের জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থাও করতে হবে।

তারা সবাই তোমার সহানুভূতি, নিরাপত্তা, ও সদচারণের দাবিদার। তারাই হচ্ছে একটা দেশের সম্পদের উৎস। তারা যে দ্রব্য সরবরাহ করে, তা জনগণ তাদের অভাব মোচনের কাজে ব্যবহার করে।

এ সমস্ত লোকেরা বহু দূরদেশ থেকে দুস্তর মরু, দুর্গমগিরি আর দুর্গম পথ যেখানে সাধারণ মানুষ যেতে সাহস পায় না সেখান থেকে তারা পণ্য সামগ্রী বয়ে নিয়ে আসে।

সাধারণভাবে তারা একটা শান্তিপ্রিয় ও আইনানুগত সম্প্রদায়, তারা দুষ্কৃত ও ধ্বংসকর কাজে সাধারণত লিপ্ত হয় না।

সুতরাং তারা দেশের অভ্যন্তরেরই হোক কিংবা বাইরেরই হোক তুমি তাদের সুযোগ সুবিধার দিকে সুনজর দিবে।

(খ) অর্থনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ড তদারকী ঃ ব্যবসায়ী ও কারিগরদের সম্পর্কে আরেকটা প্রধান দিক তোমাকে আমার স্মরণ করিয়ে দেয়া

www.pathagar.com

প্রয়োজন। তাদের প্রতি সম্পূর্ণ সৌহার্দ্রপূর্ণ ব্যবহার করার সাথে সাথে তুমি তাদের প্রতি একটা সজাগ দৃষ্টি রাখবে। যেহেতু তারা প্রায়শই চরম স্বার্থপর ও সাংঘাতিক কৃপণ, সম্পদলিপ্সু এবং মজুতদারীর প্রবণতাসম্পন্ন।

তাদের মধ্যে রয়েছে মজুতদাররা। মজুতদারী ও কালবাজারীর মাধ্যমে এসব মজুতদাররা জনগণের জন্য দারিদ্র ডেকে আনে এবং প্রশাসন কর্মকর্তাদেরও রাষ্ট্রে দুর্নাম সৃষ্টি করে জনগণকে বিচলিত করে তোলে।

সুতরাং তুমি অবশ্যই মজুতদারী ও কালবাজারীর চরমভাবে পরিসমাপ্তি ঘটাবে যা নবীজী (সাঃ) ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের দ্বারা এসব ব্যবস্থা নিন্দিত, নিষিদ্ধ ও ঘৃণিত বলে ঘোষিত হয়েছে।

কোন রকমের বাধা-বিঘ্ন ছাড়াই ক্রয়-বিক্রয়ের একটা সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টির পদক্ষেপ নিতে হবে। সমগ্র দেশের জন্য পরিমাপ ব্যাপস্থাপনায় তোমার ওজন ও মাপের একক নিয়ম-পদ্ধতি অনুযায়ী থাকতে হবে। এমন কোন আইন বা শর্ত থাকা উচিত নয় যাতে ভোক্তা বা সরবরাহকারী এসব ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভবনা রয়েছে।

তাদের প্রতি সহানূভূতিপূর্ণ ব্যবহার এবং পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা দেয়ার পরও যদি তোমার আদেশ লঙ্ঘণ করে ব্যবসায়ী, কারিগর, নির্মাতারা মজুতদারী ও কালবাজারীর আশ্রয় নেয় তাদের অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে বিচার এবং কোনক্রমেই যেন তা সভ্যতা ও ন্যায়ের সীমা ছাড়িয়ে না যায়।

সমাজের বঞ্চিত ও মুস্তাজ "আফিনদের অধিকার ঃ বঞ্চিত ও দরিদ্রের ব্যাপারে আমি তোমাকে অবশ্যই সাবধান করে দিতে চাই। সর্ব শক্তিমান মহান আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং দারিদ্র্যের অবস্থা ও তাদের প্রতি তোমার মনোভাবের ব্যাপারে বিশেষভাবে যত্নবান হও। এ সমস্ত লোকদের কোন সম্পদ নেই, সুযোগের অবারিত দ্বারও নেই, তাদের কোন সহায়ও নেই।

অতএব এ শ্রেণীটা হচ্ছে দুস্থ, দরিদ্র, ভিক্ষুক, অসুস্থ ও সহায়হীন, যারা হয় ভাগ্যের হাতে নিজেদের সঁপে দিয়ে কিংবা ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণে বাধ্য হয়েছে। তাদের মধ্যে কিছু আছে যারা আত্মসম্মানবোধের খাতিরে ভিক্ষার আশ্রয় নেয় না, কিন্তু তাদের দুঃখ-দুর্দশা আরো করুণতর।

www.pathagar.com

হে মালিক! কেবলমাত্র মহান আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে একজন শাসকের জন্য তুমি দয়ালু আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত দায়িত্ব হিসেবে তাদের নিরাপত্তা দেবে এবং তাদের অধিকারকে অতি সযত্নে ও বিশেষ বিবেচনায় রক্ষা করবে।

রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে তুমি তাদের জন্য একটা অংশ নির্ধারণ করে দেবে। এ অর্থ সাহায্য ছাড়াও রাষ্ট্রীয় জমিতে উৎপন্ন ফসলের একাংশ তুমি তাদের জন্য নির্ধারণ করতে পার।

মনে রাখবে যে, এ সমস্ত উদ্ধৃত্ত ভাণ্ডারগুলোতে দূরত্ব নির্বিশেষে বাসিন্দাদের অংশ সমান।

হে মালিক! আমি আবারো তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, দরিদ্রদের অধিকার সংরক্ষণ এবং তাদের কল্যাণের দিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখার একমাত্র দায়িত্ব তোমারই। খেয়াল রাখবে যে, পদমর্যাদা ও সম্পদের জিম্মাদারীত্ব তোমাকে তোমার গুরুত্বপূর্ণ ও পবিত্র দায়িত্বগুলো সম্পর্কে যেন কোনক্রমেই অন্ধ না করে না দেয়। (অর্থাৎ অহমিকায়-অবহেলায় যেন তাদের কথা স্মরণ করতে ভুলে না যাও।)

তোমার পদটা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, তুমি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় সমস্যাবলী নিয়ে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও এবং তাতে সফল হবার পরও সামান্য ভুলত্রুটির জন্য তোমাকে ক্ষমা করা হবে না। (সব কার্যকলাপের ব্যাপারেই একমাত্র তোমাকেই দায়ী করা হবে।)

অতএব, দরিদ্রের কল্যাণের ব্যাপারে তোমার অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে আর কখনোই অহংকার ও ঔদ্ধত্যের বশে তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে না। (অতএব এসব যতই বোঝাস্বরূপ হোক না কেন মানুষকে কোনক্রমেই উপেক্ষা করা যাবেনা।)

যারা সহজেই তোমার কাছে আসতে পারে না তাদের বিষয়ে অবশ্যই তুমি বিশেষ পদক্ষেপে যত্নবান হবে। তারা হচ্ছে এমন সব ব্যক্তি সমাজ যাদেরকে ঘৃণা ও অবজ্ঞার চোখেই সাধারণতঃ দেখে, যাদের দারিদ্র্য ও অসুস্থতা তোমার চোখে বিস্বাদ ঠেকতে পারে। এসব দুর্ভাগ্যজনক লোকদের জন্য তোমার হওয়া উচিত ভালবাসা, স্বস্তি ও শ্রদ্ধার উৎস। (এ শ্রেণীর লোকদের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা

www.pathagar.com

নিয়ে তাদের অভাব-অনটন, দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করবে। এসব ক্ষেত্রে অনেক জটিলতার সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও বিষয়টি ধামাচাপা দেবে না বা অমনোযোগী হবেনা।)

কেবল তাদের রির্পোটের উপরই আস্থা স্থাপন করবে যারা ধর্মপ্রাণ, মুত্তাকী এবং শোষিতের স্বার্থে আন্তরিকতাপূর্ণভাবে নিবেদিত এবং যারা তোমাকে তাদের জীবনযাত্রার দিক সম্পর্কে সঠিকভাবে অবগত রাখবে।

তখন এ সমস্ত দুর্ভাগাদের প্রতি অবশ্যই তোমার সুনজর ও ভাল ব্যবহার করতে হবে যেন, মহান আল্লাহ্‌র সামনে উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য যখন তুমি লাভ করবে তখন তোমার আচরণ ও দায়িত্ব সম্পর্কে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পার। (এ শ্রেণীর লোকদের কথাবার্তা, আচার-আচরণ তোমার কাছে উত্তম বিবেচিত হবেনা তা সত্ত্বেও তোমার পদক্ষেপ থেকে পিছু হটবে না।)

মনে রাখবে যে, মানবতার এ শ্রেণীটিই তোমার নাগরিকদের মধ্যে সর্বাধিক সহানুভূতি লাভেরই একমাত্র উপযুক্ত। সুতরাং তাদের প্রতি বিশ্বস্ত ও সম্পূর্ণভাবে কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই তুমি তোমার স্রষ্টার সামনে মুখ উজ্জল করে দাঁড়াতে পারবে। (অন্যথায় তুমি বিফল ব্যক্তি রূপে চিহ্নিত ও পরিগণিত হবে।)

অধিকাংশ শাসকদের কাছেই এসব দায়-দায়িত্ব প্রতিপালন ও সম্পাদন করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ও বিশ্বাদকর বলেই প্রতীয়মান হয়। এসব কাজে তোমাকে কখনো অমনোযোগী হলে চলবে না। যাঁরা মহান আল্লাহ্‌র পথে চলে এবং তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করে, দয়ালু আল্লাহ্ তাঁদের কাজকে সহজতর করে দেন এবং তাঁদের সাহায্য করেন।

অতএব তাঁরা একটা দায়িত্ববোধ ও আনন্দ নিয়ে তাঁদের কর্তব্য সমাধা করে। তাঁরাই তাঁদের কাজে আনন্দ অনুভব করে এবং মহান আল্লাহ্‌র প্রতিজ্ঞায় যাঁদের পরিপূর্ণ আস্থা রয়েছে।

ন্যায় বিচারক হিসেবে নেতার ভূমিকা ঃ অন্যান্য কাজের ফাঁকে ফাঁকে কিছুটা সময় তুমি দরিদ্র ও মজলুমদের জন্য বরাদ্দ কর এবং তোমার সরকারের বিরুদ্ধে তাদের অভাব-অভিযোগসমূহ শুনার মত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করবে।

www.pathagar.com

এ সব শোনার সময় মহান দয়ালু আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে তুমি তাদের সাথে দয়া, সৌজন্য ও সম্মানজনক ব্যবহারই করবে। তোমার সরকার ও কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে তারা যেন খোলাখুলিভাবেই নিঃসঙ্কোচে তাদের নিজ নিজ বক্তব্য পেশ করতে পারে এর স্বার্থে তোমার কর্মচারী, সৈনিক বা প্রহরীকে এ সময় সেখানে উপস্থিত থাকতে দেবে না। (তাদের ভয়ভীতির কারণে প্রকৃত তথ্য তারা দিতে সক্ষম হবেনা। আর তুমিও তা উদ্ধার করতে ব্যর্থ হবে।)

এটা (অভিযোগসমূহ) তোমার প্রশাসনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় গুরুতর বিষয় বলে মনে করবে। আমি নবীজীকে বলতে শুনেছি, "ঐসব সরকার ও ব্যক্তি কখনো মুক্তি অর্জন করতে পারে না, যাদের মাধ্যমে দরিদ্র ও দুস্থদের অধিকার শক্তিমানদের হাত থেকে রক্ষিত না হয়।"

এসব ক্ষেত্রে বেশিরভাগ সাধারণ মানুষ ও দুস্থরাই মিলিত হবে। তাদের মধ্যে ভদ্রতা ও সৌজন্যবোধের কমতি থাকলে তাদের প্রতি কড়া বাক্য কিংবা বিব্রতকর উক্তি প্রয়োগ করা যাবে না। তাদের প্রতি রুক্ষ ব্যবহার করে তোমার দম্ভ ও সংকীর্ণ মানসিকতা প্রদর্শনও করবে না। (মজলুমের বদদোয়ায় মানুষ ধ্বংস হয়ে যায়। আর যদি তুমি ধ্বংসই ডেকে আন তাহলে তোমার জীবনের সার্থকতা কোথায়? তুমি ক্ষমতারধর এরা নগণ্য মানুষ এমন অহমিকা যেন তোমার মনে উদয় না হয়।)

যদি তুমি তাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হও, তাহলে দয়ালু আল্লাহ্ তোমাকে তোমার আনুগত্যের জন্য বিরাট পুরস্কার প্রদান করবেন। তাই তাদের অভিযোগগুলো মনোযোগের সাথে শোন এবং তাদের প্রতি সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। (এর জন্য ইহকালেও পুরস্কার লাভ করবে এবং পরকালেও। আর এসবের মাধ্যমেই তুমি মহান আল্লাহ্‌র আনুগত্যশীল বান্দা রূপে পরিগণিত হবে।)

যদিও তুমি তাদের প্রতি 'না' বলতে বাধ্য হও তাহলে তুমি তোমার অক্ষমতা এমন সুমধুরভাবে বলবে এবং এতটাই সৌজন্য প্রকাশ করবে যে তোমার, 'না' বলাটাও তাদের কাছে 'হ্যাঁ' বলার মতই সুখকর ঠেকে। এক্ষেত্রে তোমার প্রত্যেকটা সাহায্য ও উপহারই আন্তরিতাপূর্ণ হওয়া প্রয়োজন।

www.pathagar.com

এমন কিছু বিষয় থাকবে যেগুলো তোমার কোন কর্মকর্তাই করতে সক্ষম হবে না, এগুলো তুমি নিজেই সম্পন্ন করবে। তোমার প্রতিনিধি ও প্রশাসকদের প্রতি উত্তর দেয়াটা, যেগুলো তোমার সচিবদের ক্ষমতার বাইরে, সেগুলোও থাকবে এরই অন্তর্ভূক্ত।

যখন তুমি অনুভব কর যে, তোমার কর্মকর্তারা জনগণের অভাব-অভিযোগের প্রতি ততটা সচেতন বা আগ্রহী নয়, তখন তুমি নিজেই এতে আপন মনোযোগ নিবদ্ধ করবে। (এ ব্যাপারে প্রথমে মহান আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনা করে নিজেই উদ্যোগী হবে, তাতে আল্লাহ্‌র রহমতে অবশ্যই সাফল্যমন্ডিত হবে। তখন জনগণও তোমার ব্যাপারে আন্তরিকতা-সহায়তা প্রদর্শন করবে এবং তোমার সুনাম গাইবে অর্থাৎ তুমি যে একজন আদর্শ শাসক এরই স্বীকৃতি দেবে।)

প্রতিটি দিনের জন্যই তোমার কিছু আবশ্যকীয় দায়িত্ব থাকবে, সুতরাং দিনের কাজ দিনেই সুসম্পন্ন করবে। (যদি ফেলে রাখ তা হলে তা সমাধা করার সুযোগ নাও হতে পারে, ভুলে বা সময়ের অভাবে তা বিরতই থেকে যেতে পারে।)

প্রত্যেকটা দিনই তোমার জন্য কিছু বিশেষ দায়িত্ব থাকবে। সময়ের শ্রেষ্ঠতম অংশটি তোমার স্রষ্টা ও তোমার নিজের সাথে সম্পর্কিত বিষয়ে ব্যয় করবে। (তখন তোমার দায়িত্ব সম্পর্কে সাহায্য চেয়ে তাঁর রহমত কামনা করবে।)

খেয়াল রাখবে যেন, রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি কাজই মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য করা হয়। যদি তোমার কাজের মধ্যে তোমার স্বচ্ছ বিবেক কাজ করে তাহলে তোমার জনগণ সুখী জীবন-যাপন করবে। (মনে রাখবে একজন শাসকের জন্যই জনগণ সুবিধা ভোগ করে শান্তিতে বসবাস করে। তোমার কৃতকর্মে তাদের অভিসম্পাতের যোগ্য হয়োনা।)

নিয়মিত ইবাদত ঃ তোমার নামায যেন তোমার এসব আবশ্যকীয় কাজের তালিকায় থাকে, যেগুলো তুমি অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করতে থাক। দিবা-রাত্রিকালীন ইবাদতের জন্য তোমার অবশ্যই একটা সময়

www.pathagar.com

নির্দিষ্ট থাকতে হবে। (যত কাজ নিয়েই থাকনা কেন, যদি কোন কারণবশতঃ সময়সীমা অতিক্রম করে যায় এরপরও সেগুলো পালন করতে কখনো অবহেলা করবে না। একথা মনে রাখবে অবহেলার কারণে পরবর্তীতে সে সুযোগ তুমি হয়ত নাও পেতে পার।)

তুমি অবশ্যই একনিষ্ঠ ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে তোমার শরীর থেকে খাজনা আদায় করে নেবে। আন্তরিকতাপূর্ণ ও একনিষ্ঠ ইবাদতই তোমাকে মহান দয়ালু আল্লাহ্‌র সাথে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করবে।

শরীরের উপর দিয়ে যত ধকলই যাক না কেন, তুমি কখনো তোমার কর্তব্যগুলোকে অসম্পূর্ণ ও অবিন্যস্ত থাকতে দেবে না। (যথা সম্ভব করে রাখতে সচেষ্ট থাকবে যেন পরিস্থিতির চাপে ওলট-পালট ও বিনষ্ট যেন না হয়ে যায়।)

যখন তুমি ইমামতি করতে যাবে তখন লক্ষ্য রাখবে, যেন তোমার নামায এতটা সুদীর্ঘ না হয়, যাতে তোমার মুক্তাদিরা ক্লান্ত হয়ে পড়ে কিংবা এতটা সংক্ষিপ্ত না হয় যাতে ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা থেকে যায়। (এখানে দীর্ঘ ও সংক্ষিপ্তের একটা মাঝামাঝি ব্যবস্থা অবলম্বন করবে। সব সময় লক্ষ্য রাখবে তোমার পিছনে নামায আদায়কারী যেন তোমার ব্যাপারে বিরক্ত না হয়।)

যখন নবীজী (সাঃ) আমাকে ইয়েমেনে পাঠালেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম যে, কিভাবে ইমামতি করতে হবে। তিনি বলেছিলেন, "একজন বয়োবৃদ্ধ ও দুর্বল লোকের মতই নামায পড় এবং ঈমানদারের প্রতি হৃদয়বান হও।" (যাতে করে দুর্বল ও বৃদ্ধ লোকেরা যেন তোমার পিছনে সহজভাবে নামায আদায় করতে পারে।)

জনগণের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঃ তুমি কোনক্রমেই কখনো নিজেকে জনগণের অবস্থান থেকে দূরে সরিয়ে নেবে না। তুমি ও তোমার জনগণের মধ্যে কখনো একটা মর্যাদা পার্থক্য সৃষ্টিকারী ব্যূহ রচনা করবে না। (সর্বদা জনগণের অধিকারের প্রতি অত্যন্ত সচেতন থাকবে এবং কথা ও কাজের মাধ্যমে তা প্রমাণ করবে।)

www.pathagar.com

এ ধরনের অহংকার হচ্ছে আসলে অন্তসারশূন্যতা, দুর্বলতা ও হীনমন্যতাবোধের বহিপ্রকাশ, যা তোমাকে নাগরিকদের অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ রাখবে এবং এছাড়াও তোমাকে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সংঘটিত বিভিন্ন পটভূমি সম্পর্কে অন্ধ করে তুলবে। এর ফলে তুমি বিভিন্ন বিষয় ও ঘটনাবলীর আপেক্ষিক গুরুত্ব সঠিক অনুধাবনে ব্যর্থ হবে এবং ছোট বিষয়কে বড় ও বড় বিষয়কে ছোট করে দেখা আরম্ভ করবে। এ ছাড়াও তুমি মাঝারি যোগ্যতাসম্পন্ন লোকদের উপর অধিকতর গুরুত্বারোপ করে গুরুত্বপূর্ণ লোকদেরই উপেক্ষা করতে শুরু করবে। (এমন ধরনের বিশ্বাসই তোমার মনে উদয় হবে এবং একে কেন্দ্র করে পতন তরান্বিত হবে।)

সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার হচ্ছে তুমি দোষ ও গুণের মধ্যকার পার্থক্যবোধ বিস্মৃত হতে পার, খারাপকে ভাল আর ভালকে খারাপ মনে করতে পার কিম্বা দুটিকেই গুলিয়ে ফেলতে পার, ফলে সত্যটা দ্ব্যর্থবোধক হয়ে গিয়ে একটার স্থানে সহজেই আরেকটার প্রতি আস্থা স্থাপন হতে পারে।

আসলে অন্য যে কোন মানুষের মতই সেও একজন মানুষ আর তাই সাধারণ জনগণ যে জিনিসটি তুলে ধরতে চায় কিম্বা কর্মকর্তারা যে গোপন রাখতে চেষ্টিত সে বিষয়টা সম্পর্কে অসচেতন থেকেই যেতে পারে।

এভাবে সত্য মিথ্যার সাথে মিশে তুমি বিস্মিত বা একাকার হয়ে যেতে পার। আর যেহেতু সত্যের কোন আলাদা রং-নেই তাই একে মিথ্যা থেকে কিছুতেই পৃথক করা সম্ভব নাও হতে পারে।

সত্যে উপনীত হবার জন্য সত্যকে খুঁজে বের করতে হবে এবং কাহিনী স্তুপ থেকে বাস্তবকে তালাশ করতে হবে। এভাবেই কেবল সত্যকে পাওয়া সম্ভব।

নিজ সম্পর্কে গভীর চিন্তা-ভাবনায় নিমগ্ন হও। তুমি কেবলমাত্র দু'ধরনের শাসকদের শ্রেণীতে পড়তে পার। সৎ, পরিশ্রমী আল্লাহ্ভীরু, সাম্য ও ন্যায়-নীতির উপর সুদৃঢ়, সঠিক সময়ে সঠিক কাজ সম্পাদনকারী, অপরের অধিকারের সংরক্ষক এবং তোমার উপর অর্পিত সমস্ত দায়িত্ব পালনকারী।

www.pathagar.com

তাই যদি হয়, তাহলে কেন তুমি নিজেকে জনগণের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে আর নিজের চারপাশে বাধার প্রাচীর গড়ে তুলবে? অপর শ্রেণীর প্রশাসক কৃপণদের শ্রেণী যারা অপরের অধিকার স্বীকারে অনিচ্ছুক, তাদের অন্তর্ভূক্ত হলেই কেবল তা তুমি করতে পার। তুমি কি নীচতার শিকার?

যদি তাই-ই হয়ে থাকে তোমার মনে রাখা উচিত যে, এগুলো হবে জনগণের অধিকার ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব সম্পর্কিত এবং যুলুমের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও সততা, ন্যায়নীতি ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার আবেদন তাহলে কেন তুমি তাদের অভিযোগ শোনা থেকে এড়িয়ে চলবে?

নেতার আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধব ঃ হে মালিক! এটা ভুলে গেলে চলবে না যে, মাঝে মাঝে শাসকদের আপন আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব ও প্রিয়জন যারা থাকে, তাকে ঘিরে তাদের সম্পর্কের সুবিধা আদায় করতে চায়। তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তারা চক্রান্ত, ধোঁকাবাজি দুর্নীতি ও যুলুমের আশ্রয় নিতে পারে। (মনে রাখতে হবে রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ড যারা নিয়োজিত তারা প্রত্যেকেই আমানতদার। যদি তারা স্বজনপ্রীতি বা কোন অবৈধ কর্মে লিপ্ত হয় তাহলে তারা খিয়ানতদারে পরিণত হবে।)

যদি এমন তাদের কাউকে তুমি কাছে দেখতে পাও তাহলে সাথে সাথে যত ঘনিষ্ঠভাবেই তারা তোমার সাথে সম্পর্কিত হোক না কেন, তাদের তাড়িয়ে দেবে। এক্ষেত্রে দুষ্কৃতির গোঁড়া এবং আগা দুটিই তোমার সমূলে উৎপাটন করতে হবে। তখন কোন প্রকার কালক্ষেপণ না করেই তোমার আশপাশের এসব অনৈতিক আবর্জনা সাফ করাই হবে তোমার প্রশাসন ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

কখনো তোমার সমর্থক ও আত্মীয়দেরকে ভূমির স্থায়ী ইজারা বা মালিকানা প্রদান করবে না। পানির উৎসগুলো এবং সমাজের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় জমিগুলোকে কিছুতেই তাদের মধ্যে বন্দোবস্ত যেন না করা হয়।

যদি তারা এ ধরনের সম্পদের অধিকার পেয়েই বসে তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তারা তাদের প্রতিবেশীদের বা তাদের অংশীদারদের সেচ সুবিধায় হস্তক্ষেপ করার মাধ্যমে তা থেকে সমস্ত অবৈধ মুনাফা লাভ করে

www.pathagar.com

তোমার এ দুনিয়ার জীবনে দুর্নাম ও অপমান এবং পরবর্তী জীবনের জন্য শাস্তি বয়ে নিয়ে আসবে । (এ কাজের অন্য কেউ দায়ী নয়, একমাত্র তুমিই দায়ী হবে।)

যথাযোগ্য ন্যায়বিচার কর। যারা শাস্তির উপযুক্ত তাদের শাস্তি দাও, তারা তোমার আত্মীয়ই হোক বা ঘনিষ্ট বন্ধুই হোক, এ ব্যাপারে তোমাকে অবশ্যই সুদৃঢ় ও সতর্ক থাকতে হবে। অন্যদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে যদি তোমার আপন লোকজনও ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাতেও ভ্রুক্ষেপ করবে না। কখনো এ ধরনের কাজ তোমার জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক হতে পারে। তবুও এ ধরনের দুঃখ ও বেদনা সহ্য কর এবং পরবর্তী জগতে যে কল্যাণ তোমার জন্য অপেক্ষা করছে এরই প্রত্যাশা করতে থাক। যদিও এগুলো পরিস্থিতি ও পরিবেশের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কষ্টকর ঠেকতে পারে কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটাই তোমার জন্য অশেষ কল্যাণ বয়ে আনবে।

নিজের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলে নেতার করণীয় ঃ যদি তোমার কয়েকটি কড়া পদক্ষেপের কারণে তোমার নাগরিকরা ভুল করে তোমার উপর ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ আনে তাহলে তুমি তাদেরকে কালবিলম্ব না করে তাদের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর করার জন্য ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সহকারে তাদের সামনে সঠিক তথ্য উপস্থাপন করবে, যেন তারা সত্যকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। এটা একদিকে তোমার মানসিক প্রশান্তি অন্যদিকে জনগণের প্রতি আন্তরিক দরদ ও সহানুভূতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে পরিগণিত হবে। তখন তোমার প্রতি তাদের এ আস্থাবোধই তাদেরকে সত্য ও ন্যায়ের সংগ্রামে সাহসিকতার সাথে এগিয়ে আসতে উদ্বুদ্ধ করবে। আর এভাবেই তুমি সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তাদের সমর্থন লাভের লক্ষ্যে উপনীত হতে পারবে এবং কল্যাণের পথে তাদেরকে পরিচালিত করার জন্য সন্তুষ্টি ও পরিতৃপ্তি লাভ করবে।

শান্তি ও সন্ধি ঃ তোমার শত্রুদের পক্ষ থেকে আসা কোন শান্তির আহবানই তুমি কখনো প্রত্যাখান করবে না বা একগুয়েমীতারও আশ্রয় নেবেনা, যদি তা মহান আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও সন্তোষের পরিপন্থী না হয়।

এ ধরনের শান্তি বা সন্ধি তোমার সেনাবাহিনীর জন্য কল্যাণ ও স্বস্তিই এনে দেবে, এটা তোমাকে উদ্বেগ ও আশঙ্কা থেকে মুক্ত করবে এবং দেশ ও জনগণের জন্য সুশান্তি ও সমৃদ্ধিই আনয়ন করবে।

www.pathagar.com

কিন্তু একই সাথে এ ধরনের চুক্তির পর তুমি সব সময় সতর্ক থাকবে এবং তোমার শত্রুদের প্রতিশ্রুতির উপর খুব বেশি আস্থা স্থাপন করবে না। সতর্ক থাকবে তারা তোমাকে ধোঁকা দিয়ে তাদের প্রতি তোমার অতিরিক্ত আস্থাশীলতার ফায়দা লুটে নেয়ার চক্রান্তও তারা এঁটে রাখতে পারে।

অতএব, এ ব্যাপারে তোমার যথাযথ সাবধানতা অবলম্বন করাই কর্তব্য এবং অতি বিশ্বাস স্থাপন এরিয়ে চলাই উচিত।

তা সত্ত্বেও তুমি কখনোই তোমার কথা এবং কাজ থেকে ফিরে যাবে না এবং তোমার প্রস্তাবিত সহযোগিতা ও নিরাপত্তা অব্যাহত থাকবে। সন্ধির শর্ত তোমার ভঙ্গ করা উচিত নয়। জীবনে যে কোন হুমকির বিনিময়েও প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করবে না, এতে যত কঠিন ঝুঁকিই নিতে হোক না কেন তা অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে প্রতিশ্রুতি মেনে চলবে।

হে মালিক! মনে রাখবে, মহান আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত সমস্ত দায়িত্বের মধ্যে আমাদের প্রতিজ্ঞা পালনের মত আর কোনটাই এত গুরুত্বপূর্ণ ও তাঁর কাছে তাৎক্ষণিক গ্রহণযোগ্য নয়।

মানুষের মধ্যে আদর্শের পার্থক্যগত দিক থাকতে পারে, দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্নতা থাকতে পারে, কিন্তু এতদ্বসত্ত্বেও সবাই এক বাক্যে স্বীকার করে যে, যে কোন মূল্যেই হোক না কেন প্রতিজ্ঞা অবশ্য পালনীয়।

শুধুমাত্র মুসলমানেরাই নয়, এমনকি কাফেররাও এর মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে অনুধাবন করার কারণে দ্বিপাক্ষিক চুক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাকে তাদের আবশ্যিক কর্তব্য বলে মনে করত।

সুতরাং তুমি তোমার সম্পাদিত সন্ধি, চুক্তি ও প্রতিজ্ঞাসমূহ পালন করার ব্যাপারে বিশেষ যত্নবান হবে।

শত্রুপক্ষের প্রতি পূর্বাহ্নে কোন প্রকার হুঁশিয়ারী উচ্চারণ বা চরমপত্র না দিয়ে কখনোই আক্রমণ করতে যাবে না।

মনে রাখবে যে, এমনকি শত্রুপক্ষের সাথে প্রবঞ্চনা করার অর্থ সর্ব শক্তিমান আল্লাহ্র সাথে চাতুরী করা। এর মানে হচ্ছে, মহান ন্যায় বিচারক আল্লাহ্র বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা, আর একাজ একজন ঘৃণ্য মূর্খ ছাড়া অন্য কেউ এমন গ্লানিময় যুদ্ধে জড়াতে চাইবে না।

www.pathagar.com

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ প্রতিজ্ঞা, চুক্তি ও সন্ধিকে পবিত্র করে দিয়েছেন, যেহেতু এগুলো মানব জাতির মধ্যে শান্তি ও সুফলই বয়ে আনে। এগুলো হচ্ছে মানুষের সার্বজনীন মতাদর্শ ও সার্বজনীন প্রয়োজনীয়তার প্রতীক।

ন্যায় বিচারক আল্লাহ্র বিধানে শান্তিতে বসবাসের জন্য প্রত্যেকের জন্যই একটা আশ্রয় ও একটা নিরাপত্তা বানিয়ে দিয়েছেন, তাই কোন চুক্তি বা সন্ধিতে স্বাক্ষর করার সময় কোন কুমতলব বা ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নেবে না এবং এর মধ্যে নতুন কোন অর্থ খুঁজে বের করতে যাবে না।

তোমার চুক্তিগুলোতে এমন কোন দ্ব্যর্থবোধক কথা ও ব্যবহার করবে না যার দু'ধরনের ব্যাখ্যা থাকতে পারে। সন্ধিটি অস্পষ্ট, সংক্ষিপ্ত, সুনির্দিষ্ট এবং অস্পষ্টতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতে হবে।

যদি মহান আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে করা চুক্তির ব্যাপারে তুমি একটি কঠিন পরিস্থিতিরও সম্মুখীন হও, তাহলেও তা গৌরবের সাথেই মোকাবিলা করার চেষ্টা করবে এবং কখনো কোন অবস্থাতেই চুক্তির খেলাপ করবে না।

চুক্তির বরখেলাফের মাধ্যমে উভয় জগতেই সর্ব শক্তিমান আল্লাহ্র ক্রোধ ও শাস্তিকে আমন্ত্রণ জানানোর চেয়ে চুক্তি পালন করে ধৈর্যের সাথে সমস্যা ও বিপদের মোকাবিলা করাই অনেক উত্তম নয় কি? পরবর্তীতে এটাই তোমার জন্য মহান দয়ালু আল্লাহ্র তরফ থেকে সুফল ও পুরস্কারই বয়ে নিয়ে আসবে।

নেতার ব্যক্তিগত ও সামাজিক কর্তব্যের রূপরেখা ঃ অহেতুক রক্তপাত ঘটানোর ব্যাপারে সর্বদাই সাবধান থাকবে। মনে রাখবে যে, একটা নির্দোষ ব্যক্তির রক্তপাত ঘটানোর চেয়ে আর কিছুতেই সর্ব শক্তিমান আল্লাহ্র রহমত থেকে তোমাকে বঞ্চিত করতে তার শাস্তির পাত্রে পরিণত করতে, আয়ু কমিয়ে দিতে এবং এভাবে তোমাকে তাঁর রোষানলে জ্বালাতে এত দ্রুততর নয়।

মহান ন্যায় বিচারক আল্লাহ্ হাশরের দিন সর্বপ্রথম মানুষ কর্তৃক মানুষের রক্তপাত ঘটানোর হিসাব নেবেন।

সুতরাং তুমি কখনো নির্দোষ রক্তপাত ঘটিয়ে তোমার সরকারকে শক্তিশালী এবং তোমার ক্ষমতাকে সুসংহত করতে যাবেনা। এ ধরনের

www.pathagar.com

কাজে তোমার সরকারকেই দুর্বল ও ধ্বংস করে দেবে, এমনকি তোমাকে ক্ষমতাচ্যুতও করতে পারে। (নিজের প্রভাব প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তির লক্ষ্যে রক্তপাত বা অন্য কোন অন্যায় কাজ করে নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করবে না।)

যদি তুমি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মানুষ হত্যা কর, তুমি ন্যায় বিচারক আল্লাহ্‌র সামনে, আমি বা অন্য কারো কাছে এর কোন প্রকার কৈফিয়তই দিতে পারবে না। কেননা, এ ধরনের অপরাধের শাস্তি অত্যন্ত জরুরী এবং তা অবশ্যই মৃত্যুদণ্ড।

যদি একজন মানুষকে তুমি অনিচ্ছাকৃতভাবে হত্যা কর, কিংবা বিধিসম্মত শাস্তি প্রদানের সময় তোমার চাবুক, তরবারী বা হাত ভুলক্রমে কারো হত্যার জন্যে দায়ী হয়, কিংবা কানের মধ্যে সামান্য একটা শক্তিশালী চড় বা ঘুষিতে কেউ নিহত হয়, তাহলে তার উত্তরাধিকারী-দেরকে ক্ষতিপূরণ দেয়ার ব্যাপারে একান্তভাবেই যত্নবান হবে। সাথে সাথে এ ধরনের ক্ষতিপূরণ দেয়ার ব্যাপারে তোমার পদমর্যাদায় যেন কোন বাধা বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না হয়ে দাঁড়ায়।

সর্ব অবস্থায় আত্মপ্রশংসা ও আত্মগৌরবকে তোমার অবশ্যই এড়িয়ে চলতে হবে। (মূলত এগুলো হচ্ছে মানব জীবনের সংঘটিত বাজে কাজগুলোর মধ্যে অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ।)

তোমার ভাল কাজগুলোর জন্য আপন প্রকৃতির মধ্যে যে সাধারণ গুণ প্রত্যক্ষ কর এর জন্য অহংকারবোধ করবে না। (কেননা অহংকার মানুষকে পতনের দিকে পরিচালিত করে।)

চাটুকারিতা ও মিথ্যা স্তুতি যেন তোমাকে কখনো আত্মভিমানী না করে তোলে। মনে রাখবে যে, তোমার চোখে যেগুলো সুখবর ঠেকে সেগুলোর উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা এবং নিজের সম্পর্কে অতিরঞ্জিত প্রশংসার প্রতি তোমার অনুরাগে শয়তান মানুষের মনের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে ধার্মিক মানুষের মনকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়ার একটা সুনিশ্চিত সুযোগের পথ প্রশস্ত করে দেয়।

জনগণকে তাদের প্রতি তোমার কৃত দয়া ও অনুগ্রহের কথা কখনো মনে করিয়ে দিতে যাবেনা এবং তাদেরকে তা অনুভব করানোরও চেষ্টাও

www.pathagar.com

করবে না। (যদি এগুলো কর তাহলে একজন ফালতু শাসক হিসেবে জনগণের কাছে বর্তমানেই হোক আর ভবিষ্যতেই হোক তোমার মূল্যায়ন হবে।)

তোমার সম্পাদিত কার্যাবলী নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামিও না, নিজেই নিজের ভাল কাজের প্রদর্শনী করবে না আর কখনো তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবে না। এ ইচ্ছাগুলো মানব প্রকৃতির একটা জঘন্যতম দিক, এগুলোতে অপরের প্রতি তোমার ভাল কাজের সুফলটাই বিনষ্ট করে দেবে। আপন কার্যাবলীর প্রদর্শনী মানুষকে মহান আল্লাহ্‌র হিদায়াত থেকে বঞ্চিত করে দেয়। (এসব কাজে মহান আল্লাহর রহমত থেকে মানুষ বঞ্চিত হয়ে লাঞ্ছনা-গঞ্জনার শিকারে পরিণত হয়।)

প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি ছড়ানো ব্যক্তিকে জনগণের কাছে ঘৃণা এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র কাছে শাস্তিরযোগ্যই করে তোলে। মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ বলেন, "এসব কথা বলা তাঁর কাছে অত্যন্ত অপছন্দনীয়, যেগুলো তোমরা নিজেরা কর না।" (সুতরাং কথা ও কাজের ক্ষেত্রে খুবই সতর্ক থাকবে।)

আরেকটা উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে সময় আসার আগেই সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যাপারে তড়িঘড়ি করলে চলবে না। আবার সময় যখন আসে তখন সিদ্ধান্ত ও কাজের ব্যাপারে বিলম্বও করবে না। (এগুলো হচ্ছে অস্থিরচিত্ত ও গাফিল মানুষের কর্ম।)

যখন একটা জিনিসের মধ্যে খুঁত খোঁজে পাবে তখন তা করার জন্য জোর করবে না। আবার যখন তুমি তোমার কাজের ত্রুটিহীনতা সম্পর্কে সুনিশ্চিত তখন আর মোটেও তাতে বিলম্ব করবে না। (উভয় অবস্থায় ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে।)

মোটকথা প্রত্যেকটা কাজ তুমি যথাসময়ে, যথার্থ প্রক্রিয়ায় এবং যথাস্থানে করার ব্যাপারে বিশেষ যত্নবান ও সতর্কতা অবলম্বন করবে।

যাতে সবারই সমান অধিকার রয়েছে কখনো তা নিজের জন্য সংরক্ষিত করে রাখবে বা চিন্তা-ভাবনাও করবে না।

এক্ষেত্রে যেহেতু তোমাকেই সবার অধিকার হরণের জন্য দায়ী করা হবে তাই সব সময় তোমার কর্মকর্তাদের দুর্নীতি, অন্যায় ও অপরের

www.pathagar.com

অধিকার হরণের ব্যাপারে সজাগ ও সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবে। (এটাই হচ্ছে প্রত্যেক দায়িত্বশীলের একমাত্র কর্তব্য। এ দায়িত্ববোধটা পরিবার থেকে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন পর্যন্ত সকলের জন্য প্রযোজ্য।)

অতএব এসব ক্ষেত্রে যখন তোমার কুশাসন শীঘ্রই জনগণের চোখে সুস্পষ্ট হয়ে ধরা পড়বে এবং অসহায় ও মজলুমদের প্রতি কৃত অন্যায়ের জন্য তোমার প্রতি কৈফিয়ত তলব এবং তোমাকে শাস্তি প্রদান করা হবে। (প্রশাসন ব্যবস্থায় তোমার অবহেলার কারণে এ দায় তোমাকেই বহন করতে হবে।)

অহংকারের প্রতি দুর্বলতা, ক্রোধ এবং ঔদ্ধত্য প্রবণতার উপর কড়া নিয়ন্ত্রণ আরোপ করবে।

শাস্তি দেয়ার সময় তোমার হাত সম্পর্কে এবং ঝগড়া করার সময় তোমার জিহবার তীক্ষ্ণতা সম্পর্কে যথাযথভাবে সাবধান থাকতে হবে। (এ সময় মানুষ নীতিজ্ঞানহীন হয়ে অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ করে, তা যেন তোমার ক্ষেত্রে না হয়।)

এটা অর্জন করার একমাত্র শ্রেষ্ঠতম উপায় হচ্ছে মন্তব্য প্রয়োগের সময় ধীরস্থির ও সতর্ক থাকা, যাতে তুমি মাথা ও মেজাজ ঠাণ্ডা রেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পার।

তবে এটা অর্জন করা খুবই কঠিন, যদি না তোমার পালনকর্তার কাছে অবশ্যম্ভাবী প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি তোমার দৃষ্টির সামনে বর্তমান না থাকে এবং তাঁর ভয় ও তোমার ক্রমবর্ধমান আগ্রহ তোমাকে এ লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য তখন তাতে ব্যাপক সহায়তা দেবে।

পূর্বতন সরকারগুলো দ্বারা কৃত ন্যায়নীতি ও ইনসাফের ভিত্তিতে করা সুকর্ম, সমাজের কল্যাণে তাঁদের উল্লেখযোগ্য অবদান, তাদের আইন ইত্যাদি ক্ষেত্রে তোমার অবশ্যই মনে রাখতে হবে পবিত্র কোরআনে বিধৃত মহান আল্লাহ্‌র আদেশগুলো এবং নবীজীর (সাঃ) হাদীসগুলো সব সময়ই স্মরণ রাখবে। এসব ব্যাপারে আমাকে যেভাবে যা করতে দেখেছ আর যা বলতে শুনেছ, ঠিক সেভাবেই অনুসরণ করবে।

আমি একইভাবে এ নসীহতনামায় তোমাকে যা দেখাবার প্রয়াস পেয়েছি তা খুবই আন্তরিককতার সাথে তোমার প্রসাশন ব্যবস্থায় বাস্তবায়ন করতে হবে।

www.pathagar.com

হে মালিক! আমি আমার বক্তব্যে তোমার প্রতি যে কর্তব্য ও দায়িত্ব ছিল তা পালন করেছি, যেন তুমি ক্ষমতার দাপটে অধপাতে না যাও, প্রলোভন থেকে মুক্ত হয়ে সত্যের পথে সুদৃঢ় থাকতে পার। তুমি যদি বিপথে যাও তাহলে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র সামনে এসবের জন্য তুমি কোন ক্ষমাই পাবে না। (প্রত্যেক দায়িত্বশীল সাধারণ পরিবার থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় শাসক পর্যন্ত এ নসীহতনামায় অন্তর্ভূক্ত।)

পরিসমাপ্তির দোয়া ঃ পরম দয়ালু ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র কাছে এ দোয়াই করছি, তিনি যেন আমাকে ও তোমাকে তাঁর হিদায়াতের পথে সুদৃঢ় থাকার তৌফিক দান করেন, তাঁর ইচ্ছা ও জনগণের সন্তুষ্টি সাধনই যেন আমাদের যাবতীয় কাজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হয় আর আমরা যেন ন্যায়ানুগ ইনসাফভিত্তিক এক শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে এমন একটা সুখী ও সমৃদ্ধশীল জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পারি, যা সারা দুনিয়ার মানুষের কাছে অনুসরণযোগ্য দৃষ্টান্তে পরিণত হয়।

পরিশেষে মহান আল্লাহ্‌তায়ালার অশেষ দয়া ও রহমত আমাদের উপর বর্ষিত হোক। হে আল্লাহ্‌! আমাদেরকে শহীদ হবার সৌভাগ্য নসীব করুন। কেননা একমাত্র আপনারই দিকেই আমাদের সুনিশ্চিত প্রত্যাবর্তন। মহান নবী (সাঃ) তাঁর বংশধর ও অনুসারীদের উপর আপনার রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক! আর হে মালিক! তোমার উপরও মহিমান্বিত আল্লাহ্‌র অশেষ রহমত বর্ষিত হোক।

আলোচ্য প্রবন্ধটি দুটি মাসিক সওতুল মদীনা ১৯৯২ সনের ১ম ও ২য় সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছিল। নির্বাহী সম্পাদক ও প্রকাশক মোহাম্মদ শামসুজ্জামান কর্তৃক সংরক্ষিত পত্রিকা থেকে।

www.pathagar.com

বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশাবলী

❑ যদি পাপাচার পূর্ণ কর্ম কর তাহলে অনুতাপে তওবা কর, কেননা অনুতপ্ত ব্যক্তি তওবার দ্বারা দ্বীনের পথে ফিরে আসতে পারে। যদি মানুষ অনুতপ্ত হয়, তাহলে সব রকম দোষত্রুটি থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ আছে।

আলেমগণ বলেন–প্রতিটি গুনাহ থেকেই তওবা করা আবশ্যিক কর্তব্য বা ওয়াজিব। যদি কোন গুনাহ আল্লাহ্ ও বান্দার মধ্যকার বিষয় এবং এর সাথে কোন বান্দার হক সম্পৃক্ত না থাকে তাহলে তা থেকে তওবা করার জন্য তিনটি শর্ত অবশ্য পালনীয়। প্রথম শর্তটি হচ্ছে বান্দাকে গুনাহ থেকে বিরত থাকতে হবে। দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে তাকে কৃত অপরাধের অনুতপ্ত হতে হবে। তৃতীয় শর্ত হচ্ছে পুনরায় আর গুনাহ না করার ব্যাপারে তাকে সুদৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করতে হবে। এ তিনটি শর্তের মধ্যে একটিও যদি অপূর্ণ থাকে, তাহলে তওবা কখনো শুদ্ধ হবেনা। কিন্তু গুনাহের কাজটি যদি কোন ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত হয় তাহলে সেক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তিকে হকদার ব্যক্তির হক আদায় করতে হবে। কারো কাছ থেকে যদি কেউ অন্যায়ভাবে ধন-সম্পদ বা বিষয় সম্পত্তি ছিনিয়ে নিয়ে থাকে তাহলে তা ফেরত দিতে হবে। অনুরূপভাবে কারো প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা হলে এর জন্য অপরাধীকে নির্দিষ্ট শাস্তি ভোগ করতে হবে অথবা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। কারো অসাক্ষাতে গীবত বা নিন্দাবাদ করা হলে সে জন্যও ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। মোটকথা সমস্ত গুনাহের কাজে তওবা করা অত্যাবশ্যক। যদি শুধু কতিপয় গুনাহের ব্যাপারে তওবা করা হয় তাহলে তা আহলে সুন্নাতের দৃষ্টিতে তা শুদ্ধ হয়েছে বলে বিবেচিত হবে এবং অবশিষ্ট গুনাহের ব্যাপারে তওবা করা তার জিম্মায় থেকে যাবে। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ হে ঈমানদার! তোমরা সবাই আল্লাহ্র কাছে তওবা কর, তাহলে তোমরা কল্যাণ লাভ করবে। (সূরা নূর ঃ ৩১ আয়াত) তোমরা আপন প্রভুর কাছে ক্ষমা চাও, এরপর তাঁর কাছে তওবা কর। (সূরা হুদ ঃ ৩১ আয়াত) হে ঈমানদার! তোমরা আল্লাহ্র কাছে বিশুদ্ধ মনে তওবা কর। (সূরা তাহরীম ঃ ৮ আয়াত) হাদীসে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ পশ্চিমের

www.pathagar.com

দিক থেকে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত (অর্থাৎ নিয়ামত না আসা পর্যন্ত) মহান আল্লাহ্ প্রতি রাতে তাঁর ক্ষমার হাত প্রসারিত করতে থাকেন। যাতে করে দিনের গুনাহগার লোকেরা তওবা করে নিতে পারে। আর তিনি দিনের বেলা তাঁর ক্ষমার হাত প্রসারিত করে থাকেন যাতে করে রাতের গুনাহগার লোকেরা তওবা করে নিতে পারে। হাদীসে তওবা প্রসঙ্গে আরো বলা হয়েছে, হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহর কসম! আমি একদিনের সত্তর বারের চেয়েও বেশি তওবা করি এবং আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাই। (বুখারী)

❑ তোমার জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে এমনতর পথ আবিস্কার করবে না যেখানে তুমি হারিয়ে যেতে পার। যে চলার পথ অতিক্রম করে বিপথে চলতে চায় তার ক্ষেত্রে গর্তে পড়ার সম্ভাবনাই থাকে। আর অধিক দ্রুত হাঁটলে হোঁচট খেয়ে পড়তেই হয়। একথা সবারই জানা যে অবিচারীর বাহন বিপথগামীই হয়। আর যে তার নিজের ভাইয়ের জন্য গর্ত খোঁড়ে অবশেষে সে নিজেই তাতে পতিত হয়।

❑ এমন কোন কাজ করবে না, যা তুমি পরে সামলাতে অক্ষম (এমন কাজের উদ্যোগী হয়োনা।) আর যাকে শক্তি বা বা অন্য কোন উপায়ে প্রতিরোধ করা তোমার পক্ষে সম্ভব নয় তার সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ো না বা করা থেকে বিরত থাকাই উত্তম।

❑ পরিস্থিতির মোকাবেলায় যে কথার সত্যতা প্রমাণ করতে পারবেনা বলে সন্দেহ হয়–সে কথা সেক্ষেত্রে না বলাই বুদ্ধিমানের পরিচয়।

❑ যে ব্যক্তি মানুষকে ঘৃণা করে তাকে একদিন না একদিন এ অপকর্মের জন্য অনুশোচনা করতেই হবে।

❑ সাবধান অন্যের দুর্ভাগ্য দেখে আনন্দিত বা পুলকিত হয়োনা, কারণ তুমি ত জাননা, তাকদীরে কি আছে। যদি কারো চরিত্রে এমন কিছু দোষণীয় দিক দেখ, তাহলে প্রথমেই তুমি সাবধানতা অবলম্বন করার চেষ্টা কর,যেন সে দোষটি তোমার মধ্যে বিরাজ না করে।

❑ গমন পথের অবস্থা সম্পর্কে তথ্য নাও–ভুল দরজা দিয়ে প্রবেশ করলে মানুষ তোমাকে সন্দেহ করবেই।

❑ এমন কোন কথাবা বা তথ্যের উদ্ধৃতি জনসমক্ষে দিতে যেওনা যেখানে সে কথা বা তথ্য বলা হলে যে ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে বলা হয়েছে সে সরাসরি অস্বীকার করবে।

www.pathagar.com

❑ পরিস্থিতির মোকাবেলায় সেসব গোপন কথা বা পরিকল্পনা নিমিষেই প্রকাশ করার মত ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা না করার মত পরিবেশই বজায় রাখা মহত্তর গুণের নামান্তর।

❑ আশার ছলনায় বা মরিচিকার পিছনে যে ধাবিত হয় সে নিজ জীবনে দুঃখ আর বিতৃষ্ণা শিকারেই পরিণত হয়।

❑ সংসার জীবনে যদি কাপুরুষের সহচর হও তাহলে সে তোমাকে কথা ও কাজে দুর্বল করবে, নিরাশ করবে। আর তার ধারণায় এমন কোন বস্তুকে বিরাট কিছু একটা বুঝাবে বা ধারণা দিবে আসলে তা বিরাট কিছু নয়ই বরঞ্চ তা অন্তসার শূন্য। (সঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে এ কথাটা মনে রাখতে হবে।)

❑ অনেক মানুষই ভোগ এবং লালসার শিকারে পরিণত হয়ে পথভ্রষ্ট ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরিণামে সে অন্যকেও এর শিকারে পরিণত করে।

❑ আক্ষেপের বিষয় মানুষ কতই নির্বোধ এরা নিজেরা এমন সব বিষয় নিয়ে আলাপচারিতায় লিপ্ত হয় তা প্রকাশ করে দিলে নিজেরই যে ক্ষতি হবে সে ধারণাটাও এদের হয় না।

❑ জ্ঞানবান লোক (করি-সাহিত্যিক, লেখক, জ্ঞান অর্জনকারী) মৃত্যুর পর বেঁচে থাকেন আর জ্ঞানহীন জীবিত থাকা সত্ত্বেও মৃত বলেই গণ্য হয়।

❑ গ্রন্থরাজি জ্ঞানবানদের কাছে ফুল ও ফল সমৃদ্ধ বাগ-বাগিচা স্বরূপ। এখানে এর দ্বারা মানুষের হৃদয় উজ্জীবিত ও পুলকিত হয়।

❑ বিদ্বান ব্যক্তির কাছে মূর্খের অজ্ঞানতা ধরা পড়ে। কারণ বিদ্বানও এক সময় ছিল মূর্খ। আক্ষেপের বিষয় কখনো মূর্খ বিদ্বানকে ধারণা করতে পারে না। কেননা সে কখনো বিদ্যার্জনের চেষ্টা করেনি।

❑ ভুল-শুদ্ধের পার্থক্য নির্ণয় সেই করতে পারে, যে নিজ জীবনে উত্তম চারিত্রিক গুণাবলীর প্রতিফলন ঘটাতে পারে।

❑ সত্যিকারের জ্ঞানীর পরিচয় এভাবেই পাওয়া যায় ঃ যে ব্যক্তি ধারণা করতে পারে যে, তার জ্ঞানের পরিধি অজ্ঞানতা থেকে অতি নগণ্য।

❑ মানবীয় গুণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সম্মানীয় পোশাক হচ্ছে সৎ গুণ। উন্নতির প্রকৃত চাবিকাঠিই এতেই নিহিত। আর মানব জীবনের সবচেয়ে আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে রিপুকে পরাস্তকরণ বা বশীভূতকরণ।

www.pathagar.com

❑ দুরাচার ব্যক্তির পরিচয় এভাবেই পাওয়া যায় ঃ এক পাপী অন্যকেও পাপ-পংখিলতায় লিপ্ত করাতে উৎসাহ যোগিয়ে সে তার নিজ কাজের ফিরিস্তি প্রকাশ করে উল্লাসের মাধ্যমে।

❑ সাবধান, তোমরা মধ্যে যে পাপাচার, কদর্যতা, কালিমা, দোষণীয় দিক থাকা সত্বেও তা অন্যের ক্ষেত্রে রয়েছে বলে জানানোর চেষ্টা করা কতই না ঘৃন্যতর গুনাহের কাজ।

❑ পাপাচারী ব্যক্তির জীবনের উল্লেখযোগ্য দিকটি হচ্ছে অহেতুক মানুষের কুৎসা রটনা করা এবং মনে আঘাত হানা।

❑ কোন ধনই জ্ঞানের সমতুল্য নয়। আর জ্ঞান রাজ্যের সীমা-পরিসীমাও চিহ্নিত হয়না।

❑ শ্রেষ্ঠ প্রতিভার যদি কোন সংজ্ঞা থাকে তা জ্ঞানেই নিহিত। জ্ঞান দ্বারাই মানুষ সুপথের সন্ধান লাভ করে। জ্ঞানবান শিক্ষিত মানুষই প্রকৃত মানুষ নামে আখ্যায়িত হয়।

❑ ধন-সম্পদ ও জ্ঞানের তুলনা এভাবেই করা যেতে পারে খরচের দ্বারা ধন-সম্পদের কমতি হয়–কিন্তু বিদ্যা সম্পদ দান করলে তা ক্রমান্বয়েই বাড়তে থাকে। ধন-সম্পদ চুরি হয় খোয়া যায় কিন্তু বিদ্যাধন কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হয়না।

❑ সব জিনিসের শেষ আছে কিন্তু জ্ঞান ও দুরদৃষ্টি কোন শেষ নেই। জ্ঞানের দ্বারা আত্মরক্ষা হয়, আর অজ্ঞতার দ্বারা মানুষ হয় পংক্ষিলতায় নিমজ্জিত।

❑ পৃথিবীতে জ্ঞানের ভান্ডার এতই সুবিশাল যে, এর কোন লয় নেই আর জ্ঞানের দুরদৃষ্টি এমন এক নতুন বস্ত্র যা কোন সময়ই ময়লা আবর্জনায় মলিন হয়না। যে এ বস্ত্র পরিধান করে সেই হয় অমর, বার্ধক্য তার ধারে-কাছেও আসতে পারেনা। জ্ঞান অন্বেষণে সচেষ্ট হও। জ্ঞান ধনবানের শোভা বৃদ্ধি করে আর দরিদ্রকে দান করে খাদ্য। সে জ্ঞানীর জ্ঞানকেই পরিপক্ক জ্ঞান বলা যায়।

❑ জ্ঞানীর উপমা লক্ষ্য কর ঃ ফুলের নির্যাসটুকু যেমন মৌমাছি গ্রহণ করে মধু সঞ্চার করে, তেমনি তুমিও জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকিত শ্রেষ্ঠতর দিক প্রতি মনোনিবেশ করে একে কাজে লাগাও। যদি তুমি বিদ্বানের পোশাক পরিধান করতে চাও, জ্ঞান অন্বেষণ করে জ্ঞানের পরিচয় দাও এবং জ্ঞানকে প্রকৃত অর্থে কাজে লাগাও, তুমি এ পন্থা অবলম্বনেই হতে পারবে প্রকৃত বিদ্বান।

www.pathagar.com

❑ জ্ঞানহীন লোক কখনো নিজকে জানতে পারেনা তাই তার ক্ষেত্রে অন্যের সম্পর্কে ধারণাও করতে পারেনা। আর অনভিজ্ঞ লোকেরাই সময়ে অসময়ে হয় প্রবঞ্চিত। যে বিষয় তুমি অবগত নও, তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনায় জর্জরিত হয়োনা। কারণ যখন তোমার ক্ষেত্রে জ্ঞানের অধিক পরিমাণ রয়েছে অজ্ঞাত।

❑ জ্ঞান যদি শুধুমাত্র জ্ঞানীর জিহ্বায় নিহিত থাকে তাতে কিছুই বুঝা যায় না, প্রয়োগ না করা পর্যন্ত জ্ঞানের মূল্যের পরিধি কিছুই নির্ণয়ও হয়না।

❑ জ্ঞান-বিজ্ঞানের অপমৃত্যু ও উৎখাত করার দৃষ্টান্তটা এমন যে একটি জলযানের নীচের দিকে একটা ছিদ্র করে দেয়া, তখন এর সমোদয় আরোহী ও মালামালসহ পানিতে নিমজ্জিত হওয়া।

❑ জ্ঞান অর্জনকারী এমন করা অনুচিত, জানা সত্বেও যদি গোপন রাখা হয় তাহলে জনসাধারণের ধারণা জন্মিবে যে, তুমি কিছুই জাননা। তুমি সচেষ্ট থাকবে এমন ধারণা যেন তোমার ক্ষেত্রে না হয়।

❑ মনস্তাত্বিক সূত্র হচ্ছে ঃ যে বিষয় সম্পর্কে মানুষ অবগত নয়, সে বিষয় নিয়েই তর্ক-বিতর্ক বা বিরোধিতায় লিপ্ত হয়। এর পরিমাণে পরিস্থিতি হয় জটিল।

❑ জ্ঞানের দুঃখজনক দিক হচ্ছে ঃ প্রয়োজনে কিছু না করে একে চাপা দিয়ে রাখা আর কাজের ক্ষেত্রে আক্ষেপজনক হচ্ছে, মনযোগবিহীন অবস্থায় পরিশ্রমে লিপ্ত থাকা।

❑ সম্মান চার ব্যক্তির ক্ষেত্রে এরূপ নিরোপণ হয় ঃ (১) ক্ষমতার জন্য বাদশাহ সম্মানিত, (২) জ্ঞানী তাঁর জ্ঞানের জন্য, (৩) উপকারী ব্যক্তি হয় তার কৃত উপকারার্থে, (৪) বয়সের ক্ষেত্রে হয় সম্মানিত গোত্র প্রধান।

❑ লোভী ব্যক্তির পরিচয় হচ্ছে, সে তার বংশধরদের কাছে কোষাধ্যক্ষ রূপে নির্ণীত হয়।

❑ যদি লোভী ব্যক্তি সমগ্র পৃথিবীর সমুদয় সম্পদের মালিকও হয়, তবু সে ব্যক্তি নিতান্তই গরীব।

❑ সাফল্য অর্জনের ক্ষেত্রে লোভী ব্যক্তি পরিচয় পাওয়া যায় তার পরিবর্তন কথায় ও আচার-আচরণে।

❑ কৃপণ ও ঈর্ষাকাতরের পরিচয় ঃ প্রথম ব্যক্তি সর্বদাই নিজ ক্ষেত্রে অসম্মানীতবোদের ধারণা তার মধ্যে সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দেখা যায় চিররোগাগ্রস্থের মত।

www.pathagar.com

❑ মহৎ ব্যক্তিরা অন্যকে আহার দানের মাধ্যমে আনন্দিত হয় আর লোভী নিজে খেয়েই তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ করে।

❑ সৎ চারিত্রিক গুণাবলী সৌন্দর্যের বাগ-বাগিচা আর সুরক্ষিত দুর্গ বিশেষ।

❑ উত্তম চরিত্রসম্পন্ন গুণাবলী লোভ-লালসা ও অন্যান্য অসৎ গুণকে মাটি চাপা দিয়ে রাখে।

❑ লোভী ব্যক্তির কাছ থেকে কোন জ্ঞানের আশা করা বৃথা। এদের জৈবিক লোভ-লালসা শুরু হয় আনন্দদায়ক অবস্থায় আর ধ্বংস হয় পরিণতির মাধ্যমে।

❑ পৃথিবীতে মানুষের স্বাস্থ্যই হচ্ছে শ্রেষ্ঠতর সম্পদ আর বিনম্র আচার-আচরণ হচ্ছে সুস্বাস্থ্যের পরিচায়ক।

❑ যৌবন ও স্বাস্থ্যের মূল্যায়ন তখনই হয় যখন তা নিঃশেষ হয়ে যায়।

❑ ক্ষেত্র বিশেষ পরিচয় ঃ (১) সম্পদ হচ্ছে রহমতের দান, (২) পরবর্তীতে স্বাস্থ্য, (৩) এর চেয়েও অধিক হচ্ছে সৎ গুণাবলীতে পরিপূর্ণ হৃদয়।

❑ সুস্বাস্থ্যসম্পন্ন এবং দুশ্চিন্তাবিহীন ব্যক্তিই বেঁচে থাকার সুখ অনুভব করতে পারে।

❑ মানুষ প্রায়ই লজ্জার কারণে চিকিৎসকের কাছে রোগের প্রকৃত তথ্য গোপন রাখে এতে করে রোগী নিজেই নিজের স্বাস্থ্যের সাথে প্রতারণার মাধ্যমে বিশ্বাসঘাতকতা করে।

❑ মানুষ শত্রুর মোকাবেলায় দুষ্টের যষ্টি নীতি অবলম্বন করে তেমনি তুমিও লোক পরিহারে সংযম অবলম্বন কর।

❑ অসৎ উপায়ে অর্জিত সম্পদের যে মালিকানা হবে, তার ঘরে রোগ ব্যাধিসহ নানা উপদ্রব চিরস্থায়ী বাসা বাঁধবেই।

❑ রোগ-ব্যধির ক্ষেত্রে আকাশ থেকে যে পানি বর্ষিত হয় এ পানি পানকারীর দেহকে করে পরিশুদ্ধ আর রোগ মুক্ত।

❑ প্রশস্ত হৃদয় ও সুস্বাস্থ্যবান দেহ থেকেই আত্মবিশ্বাসের জন্ম নেয়।

❑ যে কাজে অনুতাপ করতে হয়, সে কাজ থেকে বিরত থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ।

www.pathagar.com

❑ জীবনের দিক-নির্দেশনায় উদার হতে সচেষ্ট হও, কখনো অপব্যয়ী হবার চেষ্টা না করে মিতব্যয়ী হও। কিন্তু কৃপণ বলে চিহ্নিত হয়োনা।

❑ জীবন যেন এক শস্যক্ষেত্র। এখানে যে বীজই বপন কর, তাতে ফল ধরবেই। কিন্তু সব ফলই কিন্তু খাদ্যের উপযোগী নয়। তাই উত্তম বীজ বপন করলে এতে উত্তম ফলেরই আশা করা যায়।

❑ উত্তম চিন্তা-ভাবনায় উত্তম প্রতি ফলনের আশা করা যায়। মন্দ চিন্তাধারায় কিন্তু কোন কল্যাণকর কিছু তাতে আশা করাই একেবারেই বৃথা।

❑ তুমি সৃষ্টি জগতে যে অবদান রাখবে, তা তুমিও ভোগ করবে এবং পরবর্তীরাও। যদি তা কল্যাণকর হয়। (অসৎ পথের সম্পদ কিছুকাল স্থায়ী হলেও পরবর্তীতে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।)

❑ জীবনে অপব্যয় থেকে সতর্ক থাক। অপব্যয়ীর অপব্যয়কে মানুষ ভাল চোখে দেখেনা আর সে যখন নিঃস্ব হয় তখন পায়না কারো সহানুভূতি।

❑ সামান্য পরিমাণ সম্পদ নিয়ে হলেও ব্যবসা কর এবং একনিষ্ঠতায় বুদ্ধি-বিবেক এতে সংযোগ করে কাজ করে যাও, তাতে বরকত হবে। আর অপব্যয়েও অলসতায় বিশাল পরিমাণ সম্পদও ধ্বংস হয়ে যায়।

❑ উপকার এমনই এক বস্তু এর দ্বারা মানুষকে বশীভূত করা যায়। কিন্তু উপকার দ্বারা খোটা দিলে বশীভূতের বন্ধন আর তাতে থাকেনা।

❑ উপকারী ও অপকারী যদিও তারা মানুষ তবুও সমান মর্যাদাসম্পন্ন নয়। যদি উভয়কেই একই মর্যাদা দেয়া তাহলে পরোপকারী কারো উপকারে উৎসাহী হবেনা। আর অপকারী তখন উৎসাহ পাবে অধিক দুস্কর্মে লিপ্ত হওয়ার।

❑ মন্দ সহচরের সংশ্রব অপেক্ষা একাকীই থাক বা চলা উত্তম। আর যে একাকী থাকে সে থাকে নিরাপদে ও উত্তম অবস্থানে।

❑ মানুষের সাহচার্য লাভ করার আগে ভেবে নেবে সে কি ধরণের মানুষ। যদি তোমার চিন্তা-চেতনায় উত্তম বলে বিবেচিত হয় তখন সঙ্গ নেবে নতুবা ত্যাগ করবে। এতে দু'দিক থেকেই লাভবান হবে।

❑ তোমার মনে যদি কাউকে কিছু দান করার বাসনা জাগ্রত হলে তখন এর জন্য দিন নির্দিষ্ট করবে না। কেননা অতীত দিনে তার এবং তোমার নসীবে কি ঘটবে তা জানার ক্ষমতা তোমার নেই।

www.pathagar.com

❑ মনে রাখবে সোনারূপা অর্জন অপেক্ষা তোমার জীবনে বিদ্যা সুশিক্ষায় পরিচালিত হওয়া অধিক প্রয়োজন।

❑ জ্ঞানবান ব্যক্তি মন আর চোখ এ দুটি দ্বারাই সব কিছুই দেখতে পায়। মূর্খ শুধু তার চোখ দিয়েই দেখে।

❑ বিদ্যার্জন এক নিয়ামত এটা অর্জনের চেষ্টা যে করবেনা, সে সারাজীবনই অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকবে। আক্ষেপ আর হতাশার বোঝাই সে বহন করে বেড়াবে।

❑ শিখার একটি সূত্র হচ্ছে জিজ্ঞেস করা। জিজ্ঞেস না করা পর্যন্ত দিকটি তোমার অজানাই থেকে যাবে।

❑ তুমি কাউকে সংশোধন করার আগে নিজেই সংশোধন হও। (পরিত্রাণ লাভের এটাই উত্তম পন্থা।)

❑ পৃথিবীতে কম যোগ্যতাসম্পন্ন লোক হচ্ছে তারাই যারা আত্মসংশোধনের পথ অবলম্বন না করে।

❑ ধনবান ব্যক্তির সম্পদের তত্ত্বধায়ক হওয়া অপেক্ষা জ্ঞানবান ব্যক্তির চাকর হওয়া অধিক মর্যাদাকর।

❑ বুদ্ধিমানের পরিচয় হচ্ছে, গতকাল অপেক্ষা আজ কি করণীয়, যে এটা ধারণা করতে পারে, সেই সচেতন ব্যক্তি।

❑ উত্তম গুণসমূহের মধ্যে দুটি উল্লেখযোগ্য ঃ বুদ্ধি ও কথা। প্রথমটিতে নিজে লাভবান হওয়া যায়, অপরটিতে মানুষেরা হয় উপকৃত। বুদ্ধিমত্তা হচ্ছে মহান আল্লাহর দান। শিক্ষা অভিজ্ঞতায় এর সৌরভ প্রবাহিত হয়।

❑ বুদ্ধিমান লোককে দরিদ্র বলা যায় না। যে বুদ্ধিমান ব্যক্তির সংশ্রবে থাকে সে জীবনের বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা লাভ করে সফলতা অর্জন করে।

❑ সন্তানকে বিপথগামী থেকে রক্ষা করার একমাত্র দায়িত্ব পিতা-মাতার। সুতরাং অংকুর থেকে সুশিক্ষা-দীক্ষায় পরিচালিত করলে এ ভয়াবহ বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

❑ বিনয় এক মহামূল্যবান সম্পদ এর সাথে কোন কিছুর তুলনা করা যায় না।

❑ বংশ গৌরব মানুষের কোন পরিচয় নয়। অশোভ আচার-আচরণে যদি কারো অধপতন দেখা দেয়, তাহলে বংশ গৌরব তাকে রক্ষা করতে পারেনা।

www.pathagar.com

❑ বিপক্ষকে স্বপক্ষে আনার অন্যতম কৌশল হচ্ছে বিনয় প্রকাশের মাধ্যমে কথাবার্তা বলা।

❑ মানুষের সাথে কথাবার্তা বলার সময় ভদ্র আচার-আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটাও আর উত্তম লোকের সাহচার্য লাভ করে তাদের উত্তম গুণাবলীগুলো শিখে নাও।

❑ লোক সমাজে তোমার আচার-আচরণ এমনই হওয়া উচিত, তোমার অনুপস্থিতিতে যেন লোকেরা শূন্যতা অনুভব করে আর মৃত্যুর পর স্মরণে আফসোস ও শোক প্রকাশ করে।

❑ প্রবৃত্তি অসৎ ইচ্ছা কামনা-বাসনাকে যে দমন করতে পারে সেই সত্যিকারের বিজয়ী মানুষ বলে চিহ্নিত হয়।

❑ জীবনে নারীর ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত কামনা-বাসনা, লোভ-লালসা থেকে সতর্ক থাক এবং সাহচার্যের অত্যধিক আনন্দ থেকেও সাবধানতা অবলম্বন কর। প্রথমটি তোমার দুর্ভাগ্যের কারণ হবে এবং দ্বিতীয়টি বয়ে আনবে ঘৃণা ও অপমানের বোঝা এবং অসহ্য জ্বালাযন্ত্রণা ও দুশ্চিন্তা।

❑ ঈর্ষার কাজ হচ্ছে বিষণ্নতা সৃষ্টি করা, দেহ ক্ষয় করা এবং এটা হচ্ছে আত্মার এক কারাগার। এ রোগের কোন ঔষধ নেই। ঈর্ষাকারী ব্যক্তির নিজের বা যাকে করা হয় মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এ রোগের কোন সমাধান হয়না।

❑ বিবাদ হচ্ছে ধ্বংসের শিরোণাম আর শোকের উৎস। এর দ্বারা সুশৃঙ্খল বিষয়েও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়।

❑ তোমার জীবনে প্রজ্ঞা হচ্ছে তোমার পাহারাদার আর অবহেলা জীবন বিনষ্টকারী।

❑ একমাত্র অপরিণামদর্শীর লক্ষণ হচ্ছে, আজ যে কাজ করা যাবে সে নানান অপ্রয়োজনীয় অজুহাতে-অবহেলায় সে কাজটি আগামীকালের জন্য রেখে দেয়। যদি তুমি পরিণামদর্শী হও বিপদাপদ দূরীভূত হবে আর সচেতন থাকলে অনেক অঘটন থেকে মুক্ত থাকতে পারবে। অতএব এসব ব্যাপারে আগেভাগেই সাবধানতা অবলম্বন কর।

❑ ওয়াদা করার আগেই চিন্তা-ভাবনা কর, এটা ঋণ স্বরূপ–পরিশোধ তোমাকে করতেই হবে। তাই যে ওয়াদা রক্ষা করা সম্ভব না হয় এমন

www.pathagar.com

ওয়াদার প্রতিশ্রুতি দিওনা। যদি রক্ষা করা তোমার পক্ষে সম্ভব নয় তখন অপারগতা প্রকাশ কর। পরিস্থিতির মোকাবেলায় যদিও হেয় হও এতে সুফলই বয়ে আনবে।

❑ তোমার অধীনস্থ লোক যদি আল্লাহর আদেশ-নিষেধ অমান্য করে তাকে শাস্তি দিতে পার, কিন্তু তোমার নিষেধের অবাধ্যতা করলে ক্ষমা কর।

❑ সেই ব্যক্তিই মহৎ, যে নিজের ভুলত্রুটি বুঝতে পারে আর অপরের ভুলত্রুটি ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখে।

❑ ক্রোধ হচ্ছে এক প্রকার উন্মাদনা এর শুরু হয় উত্তেজনায় আর শেষ হয় অনুশোচনায়।

❑ সুযোগ বন্যার স্রোতের মত প্রবাহিত হতে থাকে, তুমি একে ধরার চেষ্টা কর। যদি ধাবমান সুযোগ তৎক্ষণাত ধরতে না পার, তাহলে সে তোমাকে অতিক্রম করে তার গন্তব্যস্থলে চলে যাবে।

❑ দিন আর রাত তোমার কাছ থেকে খাজনা আদায় করে নিচ্ছে। খাজনা যখন দিচ্ছই তখন এ দুটিকে ব্যবসায়ের কাজে লাগাও। যেমন তারা নেয় তেমনি তুমিও তাদের কাছ থেকে কিছু রেখে দাও।

❑ ভেবে দেখেছ কি? তোমার জীবনে প্রতিটি মুহূর্তেই নিঃশেষের দিকে ধাবিত হচ্ছে। অতএব নিজের কল্যাণ যদিও চাও সময়কে কাজে লাগাও।

❑ দুঃসময়ে পতিত হলে মহান আল্লাহ্ ভরসায় ধৈর্যধারণ করাই একমাত্র পথ। ধৈর্যধারণকারী হয় বিজয়ী এবং তীক্ষ্ণ ধৈর্যই সফলতা লাভের সহায়ক। ধৈর্যের সাথে অধ্যবসায় যোগ হলে নষ্ট সফলতা একদিন সহজেই মেনে নেয়া সম্ভব। দুঃভাগ্য অধিক দিন স্থায়ী হয়না এর সমাপ্তি আছেই। কাজেই আপদে-বিপদে ধৈর্যধারণ কর। ধৈর্যধারণকারী শিঘ্রই হোক আর বিলম্বেই হোক সফলতা লাভ করেই। আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়োনা। মনে রাখ তোমার নিজেরও কিছু করণীয় নেই এক্ষেত্রে। অতএব নিরাশ হয়ে নিজকে ধ্বংস করনা।

❑ আত্মীয়-স্বজনের প্রতি অবহেলা, উদাসীন, ঘৃণার মনোভাব ইত্যাদি সৃষ্টিতে বিষাক্ত জীবের কামড় অপেক্ষা কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

www.pathagar.com

❑ পূর্ব পুরুষের পরিচিতিই তোমার আসল পরিচয় নয়। তোমায় ভেবে দেখতে হবে তোমার যোগ্যতা কতটুকু।

❑ মানুষের মূল্যায়ন যদি করতে হয় তা বংশগৌরব বা সহায়-সম্পদ দ্বারা নয়, চারিত্রিক গুণাবলী, বুদ্ধিমত্তা ও শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতেই করা উচিত।

❑ সন্তানাদি সৎ চরিত্রবান, আদর্শবান হলে মাতাপিতার আনন্দের কারণ হয় আর যদি বিপরিতমুখী হয় তাহলে দুঃখ-কষ্ট, দুশ্চিন্তা ও অবমাননা ও অশান্তির কারণ হয়।

❑ অসদ উপায়ে অর্জিত বিরাট সম্পদের তুলনায় হালাল উপায়ে অর্জিত সামান্য সম্পদও অধিক পরিমাণে উত্তম।

❑ অনেক সময় পরিস্থিতির মোকাবেলায় অধিক ঋণগ্রস্ত মুমিন ব্যক্তিও মিথ্যাবাদীতে পরিণত হতে বাধ্য হন। আর সম্মানীত ব্যক্তিও অসম্মানের পাত্রে পরিণত হন।

❑ অভাব-অনটনে বা দুর্ভাগ্যের কারণে হতবল অধৈর্য হয়োনা (যদিও কাজটা সহজ নয়) দেখ লোহাকে আগুনে পুড়িয়ে যেভাবে শক্ত করা হয় ঠিক তেমনি আল্লাহ্ মুমিন বান্দাগণকে কঠোর পরীক্ষা-নীরিক্ষায় পতিত করে পরীক্ষা করেন। তখন অন্ততঃ এ বিশ্বাসটুকু রাখ। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ আমি তোমাদেরকে ভয় ক্ষুধা দিয়ে অবশ্যই পরীক্ষা করব। এছাড়া তোমাদের জানমাল ও শস্যের ক্ষতি সাধন করব এ ব্যপারে ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও। (সূরা বাকারা ঃ আয়াত-৫৫) অন্যত্র আছে ঃ আমি তোমাদেরকে অবশ্যই পরীক্ষা করব তোমাদের মধ্যকার মুজাহিদ ও ধৈর্যশীলদের যাচাই করে চিনে নিতে পারি। সূরা মুহাম্মদ ঃ আয়াত-৩১)

❑ নিজের অভাব-অনটনের কথা অন্যের কাছে প্রকাশ করে বেড়ানোর চাইতে পেটে রশি বেঁধে সবর করা অনেক উত্তম।

❑ তুমি যা কর, সবই আল্লাহ্ অবগত আছেন। একদিন তাঁর সামনে তোমাকে উপস্থিত হতেই হবে। সেদিন পৃথিবীতে করণীয় প্রত্যেক কাজেরই দলিল তোমার সামনে উত্থাপন করা হবে। সুতরাং আল্লাহ্র আদেম-নিষেধের অবাধ্য হয়ে ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করবে না।

❑ মানুষের মনের গতিবিধি সম্পর্কে আল্লাহ্র দেখা শোনার ব্যপারে পবিত্র কোরআনে উল্লেক আছে।

www.pathagar.com

"তোমরা যেখানে থাক, আল্লাহ্ তোমাদের সাথে থাকেন।" (সুরা হাদীদ ঃ আয়াত-৪)

"আল্লাহ্র কাছে আসমান ও জমিনের কোন কিছুই গোপন থাকে না।" (সূরা আল ফযর ঃ আয়াত-১৪)

"আল্লাহ্র চোখের (কুদরতী চোখ) বিশ্বাসঘাতকতা (অর্থাৎ নিষিদ্ধ দৃষ্টি) ও মনের গোপন কথা সম্পর্কে অবহিত। (সূরা মুমিন ঃ আয়াত-১৯)

"হে নবী! লোকদেরকে বলে দাও, তোমরা কোন বিষয় গোপন রাখ কিংবা প্রকাশ কর, তা সবই আল্লাহ্ জানেন। (সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত-২৯)

"যে ব্যক্তি কোন বিন্দু পরিমাণ ভাল কাজ করলেও (সেদিন) দেখতে পাবে। (সূরা যিলযাল ঃ আয়াত-৭)

❑ এ পৃথিবীর পরিচিতি হচ্ছে এটা একটা মেঘের ছায়া, স্বপ্নের ঘুম, সুখ-দুঃখের অবস্থানসহ মধু ও বিষের সংমিশ্রণ। যে এগুলো চিনে পদক্ষেপ নেবে সেই ব্যক্তি জীবনে কামিয়াবী হবে।

❑ এ পৃথিবীর চিহ্ন হচ্ছে অভিশাপ সম্বলিত এক বসবত বাড়ী, বিশ্বাসঘাতকতায় পরিপূর্ণ এখানে যারা বসবাসের জন্য আসে তারা নিচিহ্ন হয়ে যায়।

❑ এ পৃথিবী খুবই চাকচিক্যময়, কোমল ও মোলায়েম কিন্তু এর দংশন বড়ই মারাত্মক বিষাক্ত।

❑ হায়রে আদম সন্তান তোমার সূচনা একটি কণিকা দ্বারা আর সমাপ্তি মুর্দা লাশের মাধ্যমে।

❑ হে পৃথিবীর অধিবাসীগণ! তোমার সন্তান-সন্ততি উৎপাদন কর মৃত্যুর জন্য নির্মাণ কর ধ্বংসের জন্য আর সকলে সমবেত হবে মহা প্রস্থানের জন্য।

❑ হে মানুষ তোমরাই বল, পৃথিবীর যে আনন্দ উৎসবে তোমরা বিভোর রয়েছ, তোমরা কি দেখতে পাওনা প্রতি নিমিষেই তোমাদের জীবন বিপন্নের দিকে ধাবিত হবে। এর পরও কি তোমাদের চেতনা হয়না।

www.pathagar.com

❑ আক্ষেপ মুহূর্তগুলোর, কতইনা দ্রুততর হয়ে দিনরাত্রি হয়, দিনরাত্রিগুলো একত্রিত হয়ে হয় মাস। আর বার মাসে হয় বছর এবং এ বছরগুলোই মানুষের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটায়।

❑ তুমি তোমার জীবনকে যতই আদর-সোহাগে লালন-পালন করনা কেন, সে কখনো তোমার বশীভূত নয়। তোমাকে সে কব্জায় পাওয়ামাত্রই আক্রমণ করে নিঃশেষ করে দিবে।

❑ মানুষ কতইনা নির্বোধ–অন্যের মৃত্যু দেখেও নিজের মৃত্যুর কথা ধারণা করেনা।

❑ জন্মের পর থেকে প্রতিটি মানুষের নিঃশ্বাস মৃত্যুর দিকেই ধাবিত করে।

❑ তিনটি কারণে মানুষের অধঃপতন ত্বরান্বিত হয়। (১) হিংসা-বিদ্বেষ, (২) ঈর্ষায়, (৩) চরিত্রহীতায়।

❑ যেদিন গত হয়েছে তা অতীত আর যেদিন আগত হবে তা সন্দেহপূর্ণ। সুতরাং চিন্তা-ভাবনায় সময় থাকতেই তোমার জীবনের দিক-নির্দেশনা ঠিক করে নাও। (করব, করা যাবে এ চিন্তায় থাকলে এ সুযোগ হয়ত নাও পেতে পার। অলিখিতভাবে হঠাৎ একদিন এ সংসার থেকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, যে ব্যক্তি ইহকারেই পরকালের পাথেয় সংগ্রহ করতে সদাসর্বদা তৎপর থাকে সে ব্যক্তিই বুদ্ধিমান। (হাদীস)

❑ প্রত্যেক কাজ করার আগে ভেবে দেখ এর পরিণাম এবং পরিণতি উত্তম না অধম।

❑ মানব জীবনের তিনটি অবস্থা বড়ই করুণ এবং পীড়াদায়ক। (১) বৃহৎ পরিবারের ব্যয় ভার বহন, (২) ঋণের এমন ক্রমবর্ধমান তাগাদার জ্বালাযন্ত্রণা, (৩) দীর্ঘদিন রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত থাকা অবস্থা।

❑ দুর্ভাগ্যের আর এক পরিচয় হচ্ছে পরিবেশ ও পরিস্থিতির শিকারে পরিণত হয়ে কোন মহিলা নীচু প্রকৃতির লোকের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া।

❑ এ কথাটা ভালভাবেই জেনে নাও যখন তোমার তাকদীর সুপ্রসন্ন হয় তখন অন্যের গুণাবলী ধার দেয়, আবার যখন অপ্রসন্ন হয় তখন তোমার নিজের আয়ত্বে যা থাকে তাও নিয়ে যায়।

❑ ইহ্ ও পরকালের জীবনের তুলনা এভাবে করা যায়, যেমন এক ব্যক্তির দুই পরিবার একজনকে খুশী করলে অন্যজন হয় অসন্তোষ্ট।

www.pathagar.com

❑ ইতর ব্যক্তির সাথে সদাচার করলে সে তোমার প্রতি অশোভ আচারণ করবে আর যদি কঠোরতা অবলম্বন কর তখন বিনয় প্রকাশ করবে, নতি স্বীকারে বাধ্য হবে।

❑ সে ব্যক্তিই করুণার পাত্র, যে বিদ্বান মুর্খের আদেশে পরিচালিত, যে সদয় ব্যক্তি লোভীর কথায় বশীভূত আর যে সৎ ব্যক্তি অসতের বাধ্যগত।

❑ পৃথিবীতে এরূপ লোকের অভাব নেই। মূলতঃ তারা দোষ করেনি অথচ তাদেরকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল।

❑ নিজকে যে শ্রেষ্ঠ মনে করে মূলতঃ সে অতি নিকৃষ্টতর।

❑ দুর্ভোগ সে ব্যক্তির জন্য যে অন্যের দোষ খোঁজে অথচ নিজের মধ্যেই যে কত প্রকারের দোষ আছে তা মনেই করেনা।

❑ মন্দ লোকের পক্ষে অন্যের উত্তম গুণ কখনো আছে তা এরা মনেই করতে পারেনা। আর তার নিজের মধ্যে মন্দ কিরূপে থাকা সম্ভব তা এদের ভাবতেও কষ্ট হয়।

❑ নির্বোধ লোকেরা দোষত্রুটি তালাশ করতে পারেনা, কিন্তু অন্যের চরিত্রের মহত্তর গুণাবলী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করলে তখন নিজের দোষণীয় দিকগুলো থেকে সচেতন হলে মনে বড়ই ব্যথা অনুভব করে।

❑ নিকৃষ্টের পরিচয় হচ্ছে নিজের অসৎ কর্মধারা পড়া বা প্রকাশ হওয়া সত্বেও সামান্য পরিমাণ ঘৃণিত, লজ্জিত বা ভীত হয়না।

❑ ইতর বদমাস, দুমখো, দুরভিসন্ধিকারী থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলাচল কর।

❑ চরিত্রহীন, নীচ জাতের সাহচার্য পরিত্যাগ কর। কেননা এদের কার্যকলাপ সঙ্গ দোষে সমর্থন করার অর্থ তাদের মতই হয়ে যাওয়া। শত কষ্ট হলেও এদের কাছ থেকে কোন উপকার গ্রহণ করবেনা, করলে দেখা যাবে এর জন্যই তোমার ভয়াবহ পরিণতি ভোগ করতে হবে।

❑ দুরাচারী লোকের সমাজ পরিত্যাগ কর। কেননা এরা আগুনের কন্ডুলী। যে এদের সংশ্রবে যাবে সেই এতে পুড়ে মারা যাবার সম্ভাবনা থাকবে।

www.pathagar.com

রিমঝিম প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত বইসমূহ

১.	ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-১	৪০০/-
২.	ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-২	৪০০/-
৩.	ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-৩	৩৫০/-
৪.	আমি বারো মাস তোমায় ভালোবাসি	২২/-
৫.	দাইউস কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না	২২/-
৬.	শিরকের শিকড় পৌঁছে গেছে বহুদূর	২২/-
৭.	জিলহজ্ব মাসের তিনটি নিয়ামত	২২/-
৮.	একবিংশ শতাব্দীর ইসলামী পুনর্জাগরণ পথ ও কর্মসূচী	২০/-
৯.	তথ্য সন্ত্রাসের কবলে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ প্রতিরোধের কর্মকৌশল	২০/-
১০.	হাদীসে কুদ্‌সী	৬০/-
১১.	গীবত	৬০/-
১২.	আমরা কোন স্তরের বিশ্বাসী ও কোন প্রকৃতির মুসলমান?	২০/-
১৩.	কুরআন ও হাদীসের আলোকে মরণ ব্যাধি দুর্নীতি	২০/-
১৪.	মুসলিম নারীদের দাওয়াতী দায়িত্ব ও কর্তব্য	১৫/-
১৫.	স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানের বিশটি উপদেশ	২০/-
১৬.	আমার অহংকার (কবিতা)	৭০/-
১৭.	স্বপ্নের বাড়ি (গল্প)	৬০/-
১৮.	আমাদের শাসক যদি এমন হত	৮০/-
১৯.	চেপে রাখা ইতিহাস	৩০০/-

রিমঝিম প্রকাশনী

৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, মোবইল : ০১৭৩৯২৩৯০৩৯